REGISTERED NO. C. 192.




HIGH CLASS JEWELLERY FINELY FINISHED AND OF MARVELOUS VALUE
EACH AND EVERY ORNAMENT MADE AT OUR OWN FACTORY ABSOLUTELY.

No. 577.
Gold Earrings set Emeralds, Pearls and Ruby from Rs. 36 p. pair.

No. 652.
Solid Gold Ring set Rose Diamond from Rs. 35.



No. 438.
Solid Gold Brooch set Turquoises and Pearl &c. from Rs. 13.

ILLUSTRATED CATALOGUE
sent free
on application.



No. 142.
Solid Gold Ring set Rose Diamond from Rs. 25.

No. 806.
Solid Gold Brooch set Pearls &c. from Rs, 14.

No. 665 B.
Gold Earring set Opals and Roses from Rs. 34

Discount for each on purchases above Rs 10. Old Jewellery purchase [illegible]
Repairing and setting works undertaken and skilfully dealt with at moderate

LABH CHAND MOTI CHAND,
*Manufacturing Jewellers,*
Marble House, 41, Dhurrumtolah Street, Calcutta.


TRACING LAMINATED.

# কৃষক।

বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।

(স্বয়ং বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট ইহার পৃষ্ঠপোষক)

কলিকাতা ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন হইতে প্রকাশিত।

কৃষকের বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে সাময়িক কৃষি সম্বন্ধীয় যাবতীয় সংবাদ, সরকারী কৃষিক্ষেত্র সমূহের বিবরণী, ফল ফুল শস্যাদি উৎপাদনের উৎকৃষ্ট এবং অভিনব প্রণালী প্রভৃতি, কৃষিকর্ম্মরত ব্যক্তি বর্গের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় যথারীতি প্রকাশিত হয়।

কৃষক।—কৃষি, সাহিত্য, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র। * * * অতি সুন্দর কাগজে, সুন্দর প্রণালীতে 'কৃষক' পত্র প্রকাশিত হইতেছে। কৃষকের জানিবার অনেক কথাই ইহাতে আছে। —বঙ্গবাসী।

"The *Krishak*, while mindful of the conservatism of the raiyats and their poverty aims at initiating them into scientific methods not involving outlays beyond their means. * * there is reason for hoping that it has been doing some service to the improvemnt of indigenous agriculture by its valuable writings of this character."—*Statesman.*

"We take this occassion to notice Krishak a monthly Bengali Magazine. This deals with Agricultural topics alone and is well conducted" *Indian Nation.*

## সার! সার! সার!

গুয়ানো।

অত্যুৎকৃষ্ট সার। অল্প পরিমাণে ব্যবহার করিতে হয়। ফুল, ফল, সবজীর চাষে ব্যবহৃত হয়। প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ। অনেক প্রশংসা পত্র আছে। ছোট টিন মায় মাশুল ॥৵০, বড় টিন মায় মাশুল ১।০ আনা। ব্যবহারের প্রণালী টিন সহ পাইবেন।

### হাড়ের গুঁড়া

(অত্যন্ত মিহি গুঁড়া)

শস্য, সবজী, বাগানের পক্ষে উত্তম সার। প্রতিমণ ৩৲। অর্দ্ধমণ ১৸০। দশসের ১৲। পাঁচ সের ॥৵০। প্যাকিং ও মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

## সূচী পত্র।

(কৃষক বৈশাখ ১৩১৩ সাল)

[লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন


| বিষয়। | পত্রাঙ্ক |
|---|---|
| বিবিধ সংবাদ ও মন্তব্য ... ... | ১ |
| ভারতীয় তুলার আদর ... ... | ২ |
| চুণ একটী প্রধান সার ... ... | ২ |
| না ধুইয়া ফল খাইতে নাই ... | ৩ |
| কতিপয় গণ্য মান্য পরিদর্শক ... | ৩ |
| কখন গো-বৎস কার্য্যক্ষম হয় ... | ৩ |
| কর্ত্তব্য-নির্ণয় ... ... | ৪ |
| প্রাদেশিক কৃষি-সংবাদ ... ... | ৫ |
| গোবিন্দপুর পরীক্ষাক্ষেত্রে কয়েকটী পরীক্ষার ফলাফল ... ... | ৫ |
| পত্রাদি — ... ... | ৮ |
| এলো সূতার কাপড় ... ... | ৮ |
| উদ্ভিদ তত্ত্ব ... ... | ৯ |
| বাগানের মাসিক কার্য্য ... ... | ৯ |
| আর্য্য কৃষিরীতি—হলকথন ... ... | ১০ |
| সহজ বিজ্ঞান ... ... ... | ১১ |
| ধানের সার ... ... ... | ১৫ |
| রাড়ি আমন ... ... ... | ১৬ |
| কচুর চাষ ... ... ... | ১৭ |
| জমীর সার ... ... ... | ২০ |


## বিজ্ঞাপন।

আমরা বর্ত্তমান বৈশাখ মাস হইতে কৃষকের নূতন খণ্ড আরম্ভ করিলাম। ৬ষ্ঠ খণ্ডের সকল সংখ্যা নাই এবং তাহা আর পুনঃ মুদ্রিত হইবে না। এই সময়, সময় থাকিতে থাকিতে যাঁহার যে সংখ্যা নাই লইতে পারেন। পুরাতন খণ্ডের প্রত্যেক সংখ্যার দাম ।০ আনা। বলা বাহুল্য যে [illegible] দের নাই তাহা আমরা দিতে পারিব না [illegible] ম্যানেজার।

REGISTERED No. C. 192

# কৃষক।




কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

সপ্তম খণ্ড,—প্রথম সংখ্যা।

সম্পাদক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ স্বর্ণকার, এম, এ,

সিটি কলেজের ভূতপূর্ব্ব অঙ্কশাস্ত্র ও বিজ্ঞানের অধ্যাপক।

বৈশাখ, ১৩১৩।

কলিকাতা, ১০৭ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, "শ্রীপ্রেসে" শ্রীযদুনাথ শীল দ্বারা মুদ্রিত ও ১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট, "ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন" হইতে শ্রীশশীভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

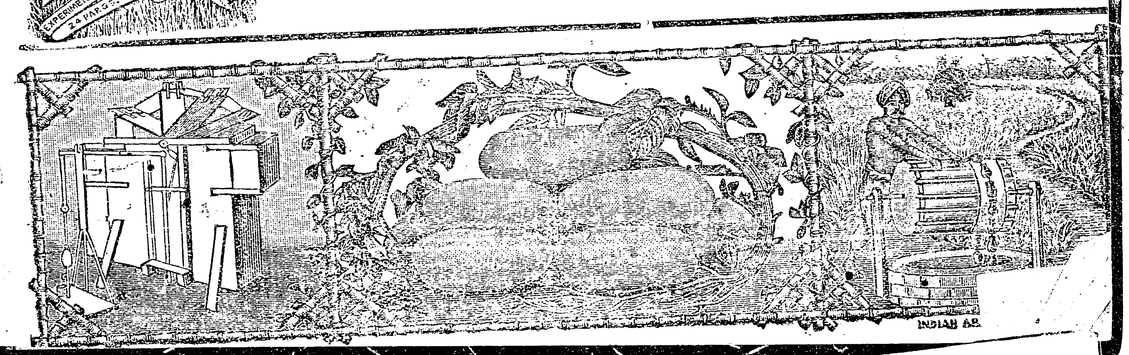

## ডাক্তার মেজর সাহেবের বিশ্ববিখ্যাত সেই

# ইলেক্ট্রো-সার্শাপ্যারেলা।

## শুক্র ও শোণিত পীড়ারোগে নবযুগ আনিয়াছে।

রক্তই মানবদেহে জীবনী শক্তি। প্রতিদিন নানাপ্রকারে বিশেষতঃ আহার বিহারে অত্যাচার অনাচারে, নিশ্বাস প্রশ্বাসে মানবদেহে বিষ প্রবেশ করিয়া থাকে। এই বিষ ক্রমে রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া দেহাভ্যন্তরস্থ তাড়িতশক্তির হ্রাস করে এবং পরিণামে সাধারণতঃ শুক্র ও শোণিত সম্বন্ধীয় পীড়া উৎপন্ন হয়। যে ঔষধ ঐ রক্তদুষ্টির বিষ তিরোহিত করিয়া হ্রাসপ্রাপ্ত বৈদ্যুতিক শক্তির সামঞ্জস্য সম্পূর্ণরূপ রক্ষা করিতে পারে তাহাই প্রকৃত ঔষধ ; এই—

"ইলেক্ট্রো-সার্শাপ্যারেলা"ই তাহার একমাত্র আদর্শ।

**ইহা কি ?** চিকিৎসা-বিজ্ঞান-সম্মত শুক্র ও শোণিত দোষ-সংশোধক এবং তাড়িতশক্তি প্রবর্ত্তক কয়েকটী দুষ্প্রাপ্য বীর্য্যবান উদ্ভিজ্জ হইতে—নিউইয়ার্ক নগরবাসী খ্যাতনামা ডাক্তার জেমস মেজর এম, এ, এম, ডি, মহোদয়ের অনুষ্ঠিত,—নূতন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বিনিঃসৃত নির্য্যাস। মানবদেহে ইহার ক্ষমতা অসীম, গুণ অনন্ত, ক্রিয়া স্থায়ী।

ইহাতে যে কয়েকটী বীর্য্যবান ভেষজ পদার্থ আছে তাহা অন্য কোন ঔষধে নাই ; এবং ঐ গবেষণা-লব্ধ মহাগুণশালী দুষ্প্রাপ্য ভেষজই ইহার ঐরূপ অসাধারণ গুণবত্তার মূল কারণ।

**ইহাতে কি কি রোগ সারে ?**—সর্ব্বপ্রকার কারণজাত শুক্র ও শোণিত বিকৃতি, বাতরক্ত, আমবাত, গাত্রকণ্ডু, এবং তজ্জনিত দূষিত ঘা, নালী ঘা, হাত পায়ের তলায় চামড়া উঠা, শরীরের নানাস্থানে কুৎসিত চিহ্ন, নূতন পুরাতন বাত, গাঁইটে গাঁইটে বেদনা ও ফুলা, প্রমেহ, শুক্রমেহ, স্মরণশক্তির হীনতা, যৌবন কালোচিত সামর্থ্যের অভাব ইত্যাদি শুক্র ও শোণিত সংক্রান্ত সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি ও তাহার সহস্রাধিক উৎকট উপসর্গ সমূলে বিনষ্ট করিয়া ক্ষুধাবৃদ্ধি করিতে, কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখিতে এবং দুর্ব্বল ও জরাজীর্ণ দেহ সবল ও কার্য্যক্ষম করিতে ইহা অতুলনীয় ; তাই—

ডাক্তার মেজরের ইলেক্ট্রো সার্শাপ্যারেলা

আজ ভারতের সর্ব্বত্র সমাদৃত ও পরিব্যাপ্ত। প্রকৃত গুণ আছে বলিয়াই ইহার বিক্রয় এত অধিক—বিক্রয় বাহুল্য হেতুই আজ এত নকলের সৃষ্টি! ক্রেতাগণ সাবধান!!

"ইলেক্ট্রো সার্শাপ্যারেলা"র প্রত্যেক শিশির রঙ্গিন কভারিং বাক্সে—

বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্টারি করা আমাদের ট্রেডমার্ক দেখিয়া লইবেন।

আদি ও অকৃত্রিম ঔষধ পাইতে হইলে বোম্বাই কিম্বা কলিকাতার ঠিকানায় মেসার্স "ডব্লিউ, মেজর কোম্পানিকে পত্র লিখিবেন ; অথবা কলিকাতা মেসার্স বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোম্পানীর দোকানে পাইবেন এই উভয় স্থান ব্যতীত আর কোথাও প্রকৃত ঔষধ পাওয়া যায় না।

"ইলেক্ট্রো-সার্শাপ্যারেলা" সকল দেশের সকল ঋতুতে উল্লিখিত রোগ সমূহের সকল অবস্থায় আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, রোগী অরোগী সকলেই নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন।

ইহাতে পারদাদি কোনপ্রকার দূষিত পদার্থের সংস্রব না থাকায় মাতৃস্তন্যের ন্যায় নির্দ্দোষ ; আহারে কোন কঠিন নিয়ম না থাকায় ধনী দরিদ্রের সমান অধিকার।

ইলেক্ট্রো-সার্শাপ্যারেলার মূল্যাদি,—সর্ব্বপ্রকার ভাষার ব্যবস্থাপত্র সম্বলিত ৮ দিন সেবনোপযোগী প্রত্যেক শিশির মূল্য ২৲ টাকা, ৩ শিশি ৫৷৷০, ৬ শিশি ১০৷৷০ টাকা, ডজন ২০৲ টাকা, প্যাকিং ও ডাকমাশুল ইত্যাদি যথাক্রমে ৷০, ৷৶০, ।০, ১৷০



কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

# কৃষক।

৭ম খণ্ড। বৈশাখ, ১৩১৩ সাল। ১ম সংখ্যা।


## কৃষক

### পত্রের নিয়মাবলী।

১। "কৃষকে"র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ তিন আনা মাত্র।

২। সাড়ে তিন আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে এক সংখ্যা কৃষক প্রেরিত হইবে।

৩। আদেশ পাইলে, পরবর্ত্তী সংখ্যা ভিঃ পিতে পাঠাইয়া বার্ষিক মূল্য আদায় করিতে পারি।

পত্রাদি ও টাকা ম্যানেজারের নামে পাঠাইবেন।


KRISHAK

THE ONLY POPULAR PAPER OF BENGAL

Subscribed by amateure-gardeners with interest.

It reaches 1000 such people who have ample money to buy goods.

**Rates of Advertising.**

1 Full page Rs. 3-8
1 Column Rs. 2.
½ „ „ 1-8.
Per Line As. 1½.
Back page Rs. 5.

MANAGER—"KRISHAK";
148, Bowbazar Street, Calcutta.

For further particulars regarding advertising in the "Krishak," please apply to the Manager Universal Advertising Agency, and authorised advertising agent of Krishak. 56, Wellington Street, Calcutta.


## কৃষকের গ্রাহকগণ প্রতি।

—০—

কৃষকের ষষ্ঠ বর্ষ সম্পূর্ণ হইল। বর্ত্তমান ১৩১৩ সালের বৈশাখ মাস হইতে কৃষক সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করিল। কৃষকের গ্রাহকগণের মধ্যে যাঁহারা সপ্তম খণ্ডের বার্ষিক মূল্য পাঠান নাই তাঁহারা যেন সত্বর পাঠাইয়া দেন, নতুবা ইচ্ছা করিলে জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা ভিঃ পিঃ তে পাঠাইয়া মূল্য আদায় করা হইবে। ইতিমধ্যে গ্রাহকগণ তাঁহাদের অভিপ্রায় জানাইবেন। ভরসা করি ভবিষ্যতে ভিঃ পিঃ ফেরত দিয়া অনর্থক এসোসিয়েসনের লোকসান করিবেন না।

## বিবিধ সংবাদ ও মন্তব্য।

**কৃষি-প্রদর্শনী।**—বিগত ২৮শে এপ্রিল ১৯০৬ ইটালীর অন্তর্গত মিলান নগরে একটী আন্তর্জাতিক শিল্প প্রদর্শনী খোলা হইয়াছে।

—o—

**কর্কবৃক্ষ।**—কর্কবৃক্ষে পুষ্পোদ্গম হইবার প্রায় দেড় বৎসর পরে উহার ফল পরিপক্ক হয়। শূকর, মেষ ও অন্য পশু পক্ষিগণ এই ফল ভক্ষণ করিয়া থাকে। এই ফল হইতে এক প্রকার রংও প্রস্তুত করিতে পারা যায়।

পেঁয়াজ।—স্পেনদেশের পেঁয়াজ সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া খ্যাত, অর্থাৎ অত্যন্ত বৃহৎ আকারের হইয়া থাকে। ইটালি দেশে এক প্রকার এমন সুমিষ্ট ও সুগন্ধযুক্ত পেঁয়াজ জন্মিয়া থাকে যে, তাহা আপেল ফলের ন্যায় কাঁচা খাওয়া যায়।

—০—

ভারতীয় তুলার আদর।—লণ্ডন হইতে তারের সংবাদ আসিয়াছে যে ইজিপ্ট দেশের তুলার বীজ হইতে সিন্ধু প্রদেশে যে তুলা উৎপন্ন হইয়াছে তাহা প্রতি পাউণ্ড নয় পেন্স (আমাদের নয় আনা) হিসাবে বিক্রীত হইয়াছে। সুলক্ষণ বলিতে হইবে।

—০—

নৈনিতাল, আমড়াগাছি ও দেশী আলু।—এই তিন আলুর বার ফলন পরীক্ষা করিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে যে আমড়াগাছি আলুর ফলনই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ইহার ফলন বিঘা প্রতি ৭০ হইতে ৮০ মণ নৈনিতাল আলুর ফলন ৫০ হইতে ৬০ মণের অধিক হয় না, দেশী আলুর ফলন ৩০ হইতে ৪০ মণের অধিক হয় না।

—০—

গোল্ড কোষ্টে তুলার চাষ।—ব্রিটিস তুলা চাষের উন্নতি বিধায়িনী সমিতির তত্ত্বাবধানে ওয়েষ্ট ইণ্ডিস্ নামক দ্বীপপুঞ্জে তুলা চাষের পসার দিন দিন বাড়িতেছে। ১৯০৫ সালে তথা হইতে ৬৯৫,৭৮১ পাঃ তুলা রপ্তানি হইয়াছিল। এই তুলা ও তুলা বীজ ৩০,০৫৬ পাঃ মূল্যে বিক্রীত হইয়াছিল। ১৯০৫ সালে ১,১২২,৮০৯ পাউণ্ড রপ্তানি হয়। লিভারপুল ঐ তুলা ১৭ পেন্স পাউণ্ড দরে বিক্রীত হইয়াছিল।

—০—

নারিকেল গাছে ধসা রোগ।—ওয়েষ্ট ইণ্ডিস্ নামক দ্বীপপুঞ্জে অনেক নারিকেলের আবাদ আছে। এই স্থানে নারিকেল গাছের শিকড়ে এক প্রকার ধসা ধরিয়া গাছ নষ্ট হয়। একটী গাছে ধ্বসা ধরিলে সংক্রমিত হইয়া এক কালে অনেক গাছ নষ্ট করিয়া ফেলে। এক প্রকার কীটাণুর দ্বারা এই ধ্বংশ কার্য্য সাধিত হয়। ইহার প্রতিকারের উপায় কি? রোগাক্রান্ত গাছগুলি কাটিয়া ফেলা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। বর্দ্দো আরক বা দুই গ্যালন জলে ১ পাউণ্ড তুঁতে গুলিয়া সেই জল গোড়ায় ঢালিয়া দিয়াও কোন ফল দর্শে নাই। এই রোগ ধরিলে নারিকেল ও নারিকেলের পাতা হলদে হইয়া অকালে খসিয়া পড়ে। তত্রত্য অনেক বাগিচার কর্ম্মকর্ত্তারা ইহা কিন্তু বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন যে সবুজ নারিকেলের গাছ এই রোগ দ্বারা অল্প আক্রান্ত হয়। লাল এবং হলদে বা সাদা রঙ্গের নারিকেল গাছ বেশী এই রোগে মরে।

—০—

চুণ একটী প্রধান সার।—জর্জ ভাইল বলেন যে বৃক্ষাদির পক্ষে চারিটী প্রধান সারের আবশ্যক:—নাইট্রোজেন, ফসফেট, পটাস ও চুণ। অনেক রসায়নতত্ত্ববিৎ পূর্ব্বোক্ত তিনটী সাররূপে ব্যবহার করিতে বলেন কিন্তু চুণ দিবার ব্যবস্থা দেন না। স্কটলণ্ডের ডাক্তার হনটন নামে একজন রসায়ণতত্ত্ববিৎ পরীক্ষা দ্বারা সাব্যস্ত করিয়াছেন যে গাছে চুণ সারটীও দেওয়া আবশ্যক। তিনি প্রত্যেক শস্যক্ষেত্রে অন্যান্য সারের সহিত ১/ এক মণেরও অধিক চুণ দিয়া দেখিয়াছেন যে শস্যের ফলন অত্যন্ত অধিক বাড়িয়াছে। যে পরিমাণ চুণ মাটীতে আছে তদপেক্ষা অধিক পরিমাণ চুণ ফসলের পক্ষে প্রয়োজনীয়। চুণ প্রয়োগে জমির সার পদার্থ সকল উদ্ভিদের গ্রহণোপযোগী অবস্থায় আসে। সুতরাং ইহা পরোক্ষভাবে বিশেষ কার্য্যকরী।

—০—



কুঙ্কুম।—কাশ্মীর প্রদেশে কুঙ্কুম বা জাফরাণের প্রচুর পরিমাণে আবাদ হইয়া থাকে। জাফরাণ বৃক্ষের এমনই সুগন্ধ যে, যে সকল মেষ উক্ত বৃক্ষের পত্রাদি ভোজন করে, তাহাদের হাড় পর্য্যন্ত জাফরাণের সুগন্ধবিশিষ্ট হইয়া যায়। যে সকল গাভী এই সুরভি তৃণের আস্বাদন গ্রহণ করে, তাহাদের দুগ্ধও জাফরাণের গন্ধে সুরভি হইয়া উঠে।

—০—

না ধুইয়া ফল খাইতে নাই।—"মেডিকেল রেকর্ডে" প্রকাশ অধ্যাপক স্কিনার একদিন লেবরেটরীতে কার্য্য করিতেছিলেন, তখন কতকগুলি আঙ্গুর ফল আনাইয়াছিলেন। ফলগুলি লেবরেটরীর বাহিরে একটা ঝুড়িতে ছিল। ফলগুলিতে ধূলি পড়িয়াছিল, —যে জলে ফলগুলি ধৌত করা হইয়াছিল, সেই জল কাল হইয়া গিয়াছিল। রাস্তা দিয়া ক্ষয়কাশ রোগীরা গমনাগমন করিয়াছিল, ডাক্তারের সন্দেহ হইল যে এই জলে ক্ষয়কাশের বীজাণু আছে! তিনটা কপোতের দেহে সেই জল প্রবেশ করাইয়া দিলেন,—কয়েকদিন মধ্যেই পাখীগুলি ক্ষয়রোগে মারা পড়িল।

—০—

কোচিনের নারিকেল।—কোচিন—নারিকেলের জন্মস্থান। তথায় ৩।৪ লক্ষ লোক কেবল নারিকেল খাইয়া জীবনধারণ করে। কোচিনের ভূমি বড়ই উর্ব্বরা। অপরাপর ফসলও তথায় যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হইতে পারে। কিন্তু তথায় নারিকেলের কৃষি ও উহার ব্যবসায় এত লাভজনক যে, কোন কোচিনবাসীই ব্যবসায়ের জন্য অপর কোন প্রকার চাষ করে না। কোচিনে ইংরেজের অধিকৃত যে বন্দর আছে, তাহাতে কেবল নারিকেলেরই ব্যবসায় হইয়া থাকে। তথা হইতে প্রতি সপ্তাহেই জাহাজ পূর্ণ করিয়া নারিকেল তৈল, নারিকেল খৈল, নারিকেল ছোবড়ার দড়ি প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে।

—০—

কতিপয় গণ্যমান্য পরিদর্শক।—বিগত মাসে বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগের সহকারী ডিরেক্টর মাননীয় শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসনে শুভাগমন করিয়াছিলেন। নিজাম রাজ্যের কৃষিকার্য্য তত্ত্বাবধারক মহাশয় তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিলেন। ইঁহার কিছুদিন পরে মাননীয় জজ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় আমাদের অফিসে পদার্পণ করেন। ইনি এসোসিয়েসন লাইব্রেরিতে Nicholson's Dictionary of Gardening নামক পুস্তকখানি প্রদান করিয়া এবং এই কৃষি-সমিতির পৃষ্টপোষক হইতে প্রতিশ্রুত হইয়া এই সমিতির সভ্যগণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। মাননীয় শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই সমিতির এক জন প্রধান শুভানুধ্যায়ী; কৃষক পত্রিকার প্রারম্ভ হইতেই নানা প্রকারে এই পত্রিকা পরিচালনে সহায়তা করিয়া আসিতেছেন।

—০—

কখন গো-বৎস কার্য্যক্ষম হয়।—আকার প্রকার ও সিং আদি দেখিয়া গরুর বয়স ঠিক হয় না। দাঁত দেখিয়া গরুর বয়স নির্ণয় করিতে হয়।

NOTES ON
INDIAN AGRICULTURE.
By B. C. Bose, M.A., M.R.A.S.
Asstt. Director of the Department of Land Records & Agriculture, Assam.
Price Rs. 2. Reduced to Re. 1 only.
Apply to the Manager, Indian Gardening Association, Calcutta.

বাছুর জানিবে দুই চারিটী দাঁতেতে।
ছয় দাঁত হলে ভাই জোত লাঙ্গলেতে॥
আট দাঁতে কাণি সোজা যৌবন বয়েস।
দাঁত ক্ষয়ে বয়সের জেনো অবশেষ॥

আকার প্রকার দেখিয়া গরু ক্রয় করিতে হইলে আরও কতকগুলি নিয়ম জানা আবশ্যক। বর্ষাকালে মাঠে কচি ঘাস খাইতে পাইলে বা শস্যাদি ক্ষেত হইতে গোলাজাত হইবার পর গরুগুলি প্রচুর খাদ্য পাইলে রোগা গরুও হৃষ্ট পুষ্ট হয়। গ্রীষ্মকালে চাষের পর গরুগুলি গায় ভাঙ্গা হইয়া থাকে, এই সকল গরু অনেক সময় সস্তায় কিনিতে পাওয়া যায় কিন্তু এইরূপ গায়ে ভাঙ্গা গরু অল্প যত্নেই হৃষ্টপুষ্ট হয়।

—০—

সনাতন ধর্ম্ম শিক্ষা।—প্রথম পাঠ।—শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত। বই খানি পাঠ করিয়া বড়ই প্রীত হওয়া গেল। এই পরিবর্ত্তনের যুগে এ প্রকার গ্রন্থের বহুল প্রচলন একান্ত বাঞ্ছনীয়। আমরা নৈতিক উন্নতি ব্যতীত যে অন্য কোন উন্নতি করিতে অসমর্থ তাহা বুঝিবার দিন আসিয়াছে এবং এখন যে উদ্বুদ্ধ সমাজের ও দেশের হিন্দু যুবক ও শিক্ষার্থীগণকে নিজের দেশের ধর্ম্মের স্থূল ও কার্য্যকর আবশ্যকীয় অংশগুলি দেখাইয়া ও বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক সে বিষয়ে আর কাহারও মতান্তর নাই। বই খানি ক্ষুদ্র হইলেও, আলোচ্য বিষয়ের নির্ব্বাচনে ও সারবত্তায় এবং উহাদের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যায় যে শিক্ষিত ও শিক্ষোৎসাহী সাধারণের নিকট উহা আদৃত হইবে তদ্বিষয়ে আমাদের কিছুই সন্দেহ নাই। আশা করি প্রকাশকের শ্রম যথেষ্ট পরিমাণে সফল হইবে এবং তিনি এই প্রকারের পুস্তক সকল বহুল পরিমাণে প্রণয়ন করিয়া সনাতন ধর্ম্মের সুপ্তপ্রায় গুপ্ত রত্নরাজীর গৌরব জ্যোতিতে ভবিষ্যত শিক্ষা প্রণালীকে গৌরবান্বিত করিতে থাকিবেন। আমাদের ভরসা আছে যে জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ এই প্রকারের উৎকৃষ্ট পুস্তক সমূহ পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত করিয়া সহজে ধর্ম্ম শিক্ষার পথ পরিষ্কার করিয়া দিবেন। পুস্তকখানির মূল্য এক টাকা ইহা আমরা অতি সুলভ মূল্য বলিয়া মনে করি এবং সেই জন্য আরও আশা আছে যে সকল গৃহেই ইহার স্থান হইবে।

—০—

কর্ত্তব্য নির্ণয়।—জলকষ্ট নিবারণ পক্ষে গ্রামবাসীর, জমিদারের এবং রাজপক্ষের কর্ত্তব্য যদি যথাবিধি অনুষ্ঠিত না হয়, তাহা হইলে, গ্রামের জল কষ্ট হ্রাস পাইবে না, বরং দিন দিন বাড়িতেই থাকিবে। যে সকল গ্রামে সুশিক্ষিত প্রতিপত্তিশালী সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক সমূহ রহিয়াছেন, তাঁহারা গ্রামের পাঁচ জন ভদ্রলোক এবং পাঁচ জন অন্য সাধারণ লোক লইয়া এক একটী সমিতি স্থাপন করুন। গ্রামে পানীয়-জলের পুষ্করিণী কি উপায়ে সুরক্ষিত হইতে পারে, এই সমিতি তাহার ব্যবস্থা নির্ণয়ে অবিলম্বে অগ্রসর হউন। যে সকল পাপ আমাদের জ্ঞানকৃত,—একটু মাত্র প্রায়শ্চিত্ত স্বীকার করিলেই আমরা যে পাপ হইতে অব্যাহতি পাইতে পারি,—সে পাপের প্রতিকারে আমরা কেন না অগ্রসর

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন হইতে প্রকাশিত,

বিলাতী সব্জী চাষ।

OR

Practical Gardening Part I.

৺মন্মথনাথ মিত্র, বি, এ; এফ,আর,এচ,এস, প্রণীত।

ইহাতে কপি, সালগম, গাজর, বীট প্রভৃতি বিলাতী সব্জী চাষ প্রণালী বিশদরূপে বর্ণিত আছে। মূল্য ॥৵ আনা স্থলে ।০ আনা, বাঁধাই ।৵০ আনা।



অগ্রসর হইব? স্নান-পান জলের পুষ্করিণী স্বতন্ত্র সুরক্ষিত হইবে, সে পুষ্করিণীর জল কোন ব্যক্তিই দূষিত করিতে পারিবে না,—তাহার পাড়ে কোন ব্যক্তিই মলমূত্র ত্যাগ করিতে পারিবে না,—তাহার পাড়ে গো ভাগাড় রাখা চলিবে না,—গ্রাম-সমিতি ইহার ব্যবস্থা করিতে ত্বরিত হউন। জেলা বোর্ড যদি কোন নূতন পুষ্করিণী কাটাইয়া তাহার পাড়ে নোটিশ আঁটিয়া দেন,—"এ পুষ্করিণীর জলে কোন ব্যক্তিই নামিয়া স্নান করিতে পারিবে না,"—তাহা হইলে, সে পুষ্করিণীর জলে কোন ব্যক্তিই ত স্নান করিতে যায় না;—তাহারা নিশ্চিত জানে, এ পুকুরে নামিলেই, অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে। গবর-মেণ্টের একটা কথার হুমকিতেই যাহা ঘটিতে পারে, গ্রাম-সমিতি দশটা কথার তাড়নাতেও যে, তাহা ঘটিতে পারিবে,—এটুকু মনে করা অনেকটা অসম্ভবই বটে। তবে কি উপায় করিলে, গ্রামের অবোধ লোকে পুষ্করিণীর জল অপবিত্র করিতে না পারে,—ব্যবস্থা না করিলেও ত আর চলিতেছে না। এ পক্ষে আমাদের মনে হয়, সামাজিক দণ্ডবিধানের ব্যবস্থা করিলে, কতকটা সুফল ঘটিতে পারে। যে ব্যক্তি এমন কাজ করিবে, তাহার পুরোহিত নাপিত বন্ধ হইবে,—এমন ব্যবস্থায় বোধ হয় কিছু ফল ফলিতে পারে। হিন্দু সমাজের ব্যবস্থা হিন্দুসমাজ করিবেন; মুসলমান সমাজের ব্যবস্থা মুসলমান সমাজ করিবেন। গ্রামের জমিদারও এ পক্ষে সবিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। গ্রামের যে সব পুষ্করিণীতে এখনও কিঞ্চিন্মাত্র জল অবশিষ্ট আছে,—সে জল টুকু রক্ষার ব্যবস্থা এইরূপ উপায়ে না করিলে, ক্রমে অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইবে। আশা করি, আমাদের এ কথা গুলা গ্রামবাসী ভদ্রলোকগণ ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিবেন।—বঙ্গবাসী।

## প্রাদেশিক কৃষি সংবাদ।

গোবিন্দপুর পরীক্ষা ক্ষেত্রে কয়েকটী পরীক্ষার ফলাফল।

গোলু আলু,—আমড়াঝাঁটি ও নৈনিতাল জাতীয় দুই প্রকার আলুর চাষ করা হয়। জমিটী বালি দোআঁশ ছিল কিন্তু পুষ্করিণীর মাটি ছড়াইয়া দেওয়ায় উহা অনেকটা এটেল দোআঁশে পরিণত হইয়াছে। ইহাতে বিঘা প্রতি ১॥ মণ হিসাবে রেড়ীর খৈল ছড়ান হইয়াছিল। ক্ষেত্র এঁটেল দোআঁশে পরিণত হইলেও উহার অর্দ্ধাংশে পচা দাস ছড়ান হওয়ায় ঐ অংশের মাটি খুব আল্‌গা ছিল। বলা বাহুল্য যে দাস পচিয়া হাল্‌কা উদ্ভিজ সারে পরিণত হইয়াছিল। এই অংশে আমড়াঝাঁটি জাতীয় আলু বসান হয়। আশ্বিন মাসের প্রথমেই পাট বীজ বসান হয়। নৈনিতাল আশ্বিনের শেষে বসান হইয়াছিল। অগ্রহায়ণের প্রথমে কয়েকটী আমড়া-ঝাঁটি আলু গাছ খুঁড়িয়া দেখা গিয়াছে যে প্রত্যেক গাছে ১০ হইতে ১৫টী করিয়া বড় কুলের মত আলু ধরিয়াছে। এই আলু পৌষ মাসের শেষ পর্য্যন্ত ক্ষেতে রাখিয়া দেখিতে পাওয়া গিয়াছে যে ১॥ বিঘাতে ১॥৫ সের আলু বসাইয়া ৪০৵ মণ আলু ফলিয়াছে, আলু যেরূপ ফাঁক্ ফাঁক্ বসান হইয়াছিল তাহা না হইলে ফসল সম্ভবতঃ আরও বাড়িত। নৈনিতাল আলুর ফলন ভাল হয় নাই। এক মণ আলু বসাইয়া মোটে ৮ মণ আলু পাওয়াগিয়াছে অসময়ে বৃষ্টি হইয়া মাটি আঁটিয়া যাওয়া এ জাতীয় আলুর কম ফলনের অন্যতম কারণ। নৈনিতাল আলু মাঘ মাসের শেষে তোলা হইয়াছিল।

বেগুণ।—শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি ক্ষেতে বেগুণ চারা বসান হয় কিন্তু ভাদ্রের প্রথমে দারুণ বৃষ্টি হওয়ায় মাটি আঁটিয়া গিয়া বেগুণ গাছগুলি মৃত প্রায় হইয়াছিল সেই জন্য বেগুণ ক্ষেতটীতে একবার হাল দিয়া চষিয়া দেওয়া হয়। ঐ সময়ে ক্ষেতে বিঘা প্রতি ১ মণ হিসাবে শরিষার খৈল দেওয়া হইয়াছিল। লাঙ্গলের ফলা লাগিয়া দু একটি গাছ হেলিয়া যাইলেও শিকড়গুলির নিকটস্থ মাটি আল্‌গা হইয়া এবং খৈল সারের রস পাইয়া ১৫ দিনের মধ্যে গাছ গুলি সতেজে বাড়িয়া উঠিল। অপরাপর গাছের অনুপাতে এই সমস্ত গাছে ফলও অধিক পরিমাণে ধরিয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

গোলাপ।—

আমাদের কৃষিক্ষেত্রে সম্প্রতি একটী গোলাপ ক্ষেত করা হইয়াছে উহাতে ১২৮০টী গোলাপ গাছ বসান হইয়াছে। গাছগুলি জমিতে বসাইবার পর বেশ বাড়িতেছিল কিন্তু বিট্‌ল জাতীয় কঠিন পক্ষধারী পোকা লাগিয়া গাছের পাতা কাটিতে আরম্ভ করে। ইংরাজীতে এই পোকাকে Cock chafer বলে—গ্রাম্য ভাষায় কোথায় কোথাও ইহাকে কোরাজোক বলিয়া থাকে। অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে যে কীড়া অবস্থায় ইহারা গাছের শিকড় কাটে এবং পতঙ্গ অবস্থায় রাত্রে গাছের পাতা খায়। গোলাপ গাছের পাতা ইহাদের খুব প্রিয়। আমরা আমাদের ইন্সেক্ট কিলার আরক এবং কেরোসিন দ্রাবণ গাছে পিচকারি দ্বারা প্রয়োগ করায় উপদ্রব কতকটা প্রশমন হইলেও পোকা একেবারে দূরীভূত হয় নাই। রাত্রে ল্যাণ্ঠন জালিয়া নীচে কেরোসিনের জল রাখিয়া দেখা গিয়াছে যে তাহাতে অনেক কীট পড়িয়া মরিয়া যায়। নিশাচর পতঙ্গ বিনাশের ইহা অন্যতম উপায়।

তুলাচাষ।—

গত বৎসর তুলা চাষ সম্বন্ধে যে পরীক্ষা হইয়াছিল তাহা অনেক প্রকারে অসম্পূর্ণ। প্রায় সমস্ত গাছই অতিবৃষ্টিতে মরিয়া যায়। কেবল মাত্র এলেন্‌স হাইব্রিড ও বয়েডস্ প্রলিফিক্ ও অন্যান্য দুই একটি মিশর জাতীয় তুলার গাছ জীবিত আছে।

বর্ত্তমান বৎসরে কয়েকটী দেশীয় গাছ কার্পাসের চাষ করা হইয়াছে। গাছগুলি এখনও নিতান্ত ছোট হইলেও, গাছের বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টি দেখিয়া অনুমান করা যায় যে বিদেশীয় তুলা অপেক্ষা ইহাদের চাষ অধিক ফলপ্রদ হইবে।

—০—

(ক) মহারাজ বাগ, মধ্যপ্রদেশ ১৯০৪-০৫।—

এই বাগানে পূর্ব্ব হইতেই গোটাকতক ফলের গাছ ছিল। তাহারা বেশ ভাল ফল দিয়াছে এবং ১৮৯৭ সালে যে সকল কমলা লেবুর গাছ বসান হয় তাহারা এ বৎসর উত্তম ফল প্রদান করিয়াছে। এ বৎসর এ অঞ্চলে বৃষ্টি কম হইলেও চারিদিকে বেশ ছড়াইয়া হইয়াছে সেই জন্য দেশী ও বিলাতী সবজী বেশ জন্মিয়াছিল। ভবিষ্যতে ফুল উৎপাদনের বিশেষ চেষ্টা করিবার সুবন্দোবস্ত হইতেছে। বাগানের মধ্যে এ বৎসর একটী ছোট ঘর তৈয়ার হইয়াছে। উহার মধ্যে নানাপ্রকার বাহারী গাছ রাখা হইয়াছে। বাগানের পূর্ব্ব বেড়া সকল তুলিয়া ফেলিয়া কতক ইটের প্রাচীর দিয়া কতক বা লোহার রেলিং দিয়া বাগান ঘেরিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কতকগুলি নূতন আলফন্সো আমের চারা এবৎসর বাবের ঘরের সামনে বসান হইয়াছে।

বাগানের পশুশালাটির অবস্থা বড়ই শোচনীয়। এ বৎসর বহু প্রাণী বিনষ্ট হইয়াছে। বোধ হয় ইহাদের সম্যক্ তত্ত্বাবধারণ করা হয় না বলিয়া এই



রূপ ঘটিতেছে। পক্ষীগুলি প্রায় সমস্তই মরিয়া গিয়াছে বলিলে হয়। ৮২টী পক্ষী ছিল কিন্তু মরিয়া গিয়া এখন দাঁড়াইয়াছে ২৬টীতে। ইন্দুরগুলি সমস্তই মারা পড়িয়াছে।

আয় ব্যয় হিসাব দেখিতে গেলে এ বৎসর বাগানের উপস্বত্ব ফসল বেচিয়া খরচ খরচা বাদে ৩৫৭৩৲ টাকা লাভ হইয়াছে। কিন্তু এই লাভের সম্বন্ধে একটী কথা এই যে এ বৎসর জন্তুগুলি মরিয়া যাওয়ায় উহাদিগের খরচ প্রায় ১০০০৲ টাকা কমিয়া গিয়াছে। সুতরাং গত বৎসর অপেক্ষা মোটের উপর এ বৎসর ১০০০৲ টাকা অধিক লাভ হইলেও গড়ে গত বৎসরের সমান আছে।

(খ) তিলিনথেরি বাগান ঃ—এ বাগানের চাষ বাস সম্বন্ধে এ বৎসরের বিশেষ বক্তব্য কিছুই নাই তবে ফল ও সবজী চাষ ভাল হয় নাই এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে।

(গ) পাঁচমাড়ি বাগান ঃ—অতি অল্প বৃষ্টি ও অতিরিক্ত শিলাবৃষ্টি বশতঃ ফলের গাছগুলির ফসল ভাল হয় নাই। দুই একটি গাছে দোফলা ফল বেশ ফলিয়াছিল।

এ বৎসর লেবু, বাতাবী লেবু, কমলা লেবু ইত্যাদি প্রকারের মোট ৫১টি চারা গাছ সাহারাণপুর ও পুণা হইতে আনীত হইয়া এই বাগানে বসান হইয়াছে।

—০—

বোম্বাই প্রদেশে নিম্নলিখিত চাষের পরীক্ষা হইয়াছিল ঃ—

(১) তুলা ঃ—বোম্বাই অঞ্চলে তুলা খুব উত্তম জন্মে এমন কি যদি ভাল করিয়া তুলার চাষ করা হয় তাহা হইলে খরচ খরচা বাদে সমগ্র বোম্বাই প্রদেশের রাজস্ব অপেক্ষাও অধিক আয় হইতে পারে।

সিন্ধু প্রদেশে ইজিপ্ট দেশীয় তুলার চাষ করা হইয়াছিল এবং যে তুলা জন্মিয়াছে তাহা ফসলের পরিমাণ ও আঁইশ অতি সন্তোষজনক হইয়াছে। এ দেশীয় জমিদারগণ বহুল পরিমাণে এই তুলার চাষ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। ইজিপ্ট দেশীয় তুলার যে কয় প্রকার এদেশে চাষ দেওয়া হইয়াছিল তন্মধ্যে "আব্বাসী" প্রকারই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

কর্ণাট অঞ্চলে এ বৎসর কার্পাস তুলার চাষ দেওয়া হইয়াছে কিন্তু ভাল বৃষ্টি না-হওয়ায় এবং বর্ষা অতি অল্পকাল স্থায়ী হওয়ায় গাছগুলি ভাল বাড়ে নাই; তবে মোটের উপর ফল ভাল হইতেও পারে।

(২) ইক্ষু ঃ—এ প্রদেশে ইক্ষু খুব অল্প জমীতেই চাষ দেওয়া হয় বটে কিন্তু এ দেশে ইক্ষুর চাষ খুব মূল্যবান ও লাভজনক। সার দিয়া সেচন করিয়া উত্তমরূপে ইক্ষুর চাষ করিলে বোধ হয় খরচ বাদে একর প্রতি ১৫০৲ টাকা লাভ পাওয়া যাইতে পারে। যাহাতে এ দেশে ইক্ষু চাষের বহুল প্রচলন হয়, সে বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা হইতেছে।

(৩) মাটবাদাম ঃ—পূর্ব্বে বোম্বাই অঞ্চলে ১৮০,০০০ একর জমীতে মাট বাদাম চাষ হইত কিন্তু এখন মোটে ৭৭০০ একরে উহার চাষ হইয়াছে। ইহার প্রধান কারণ এই যে গত দশ বৎসর ধরিয়া বোম্বাই অঞ্চলে ভাল বৃষ্টি হয় নাই এবং গত দশ বৎসর ধরিয়া দেখা যাইতেছে যে মাট বাদাম কি দেশী কি বিলাতী বীজ সকলগুলিই একপ্রকার রোগে বড়ই আক্রান্ত হইয়া পড়ে। এই জন্য লোকের এই মাটবাদাম চাষে যত্ন ক্রমশঃ শিথিল হইয়া পড়িতেছে। এক্ষণে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে উত্তর গুজরাটে সিন্ধুদেশে বা দক্ষিণ মহারাষ্ট্রে এই মাটবাদাম চাষ করাইতে পারিলে ফসলের সুবিধা হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

(৪) জোয়ার ঃ—বোম্বাই প্রদেশের লোকের ইহা প্রধান খাদ্য। ইহার চাষের উন্নতি সম্বন্ধে স্থানীয় চাষীদিগকে বিশেষ শিখাইবার কিছু নাই তবে ইহা দেখা গিয়াছে যে বীজগুলি যদি চাষের পূর্ব্বে একবার তুঁতের জলে ডুবাইয়া লওয়া হয় তাহা হইলে অতিবৃষ্টির বৎসর আর শস্য নষ্ট হইতে পারে না।

(৫) তামাক ঃ—ইক্ষুর চাষের ন্যায় তামাক চাষও এদেশে বিলক্ষণ লাভজনক এমন কি রীতিমত চাষ করা হইলে একর প্রতি ১০০ টাকা লাভ হইতে পারে। এখন যে প্রকারে চাষ হয় তাহাতে পাতা গুলি পোকা ধরিয়া নষ্ট হইয়া যায়। গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে বিশেষ যত্ন করিতেছেন।

---

## পত্রাদি।

---

পানা, ধান্যক্ষেত্রে সাররূপে ব্যবহার করা যায় কি না?

শ্রীআশুতোষ ঘোষ, আন্দুড়, হুগলী।

[উহা পচাইয়া সাররূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে; ইহাতে কিঞ্চিৎ নাইট্রোজেন ও পটাশ আছে। জলের মাত্রাই অধিক পুষ্করিণীর দল উক্ত প্রকারে সারের কার্য্য করে। প্রতি বিঘায় ১০০।১৫০ মণ না ছড়াইলে বিশেষ কোন কাজ হয় না।]

—০—

আলুর ক্ষেত্রে উই।—শ্রীশশীভূষণ সিংহ, ক্রাঁতি।

[আলুক্ষেত্রে উই লাগিলে, নুন ছড়াইয়া কোন উপকার দর্শিবে না। ক্ষেত্রটী জলে ডুবাইয়া দিলে উই মরিয়া যাইতে পারে। রেড়ীর খৈল সাররূপে ব্যবহার করিলে আলুর ফসলের উপকার হইবে ও গন্ধে উই পলাইবে।]

—০—

দেশী তুলা।—শ্রীদীনবন্ধু মৈত্র, বসন্তপুর, যশোহর।

[দেশী গাছ তুলার কতকটা নমুনা পাঠাইয়াছেন। তুলার আঁশ কোমল ও শুভ্র কিন্তু আঁশ তাদৃশ বড় নহে, অর্দ্ধ ইঞ্চির অধিক হইবে না। ইহাকেই সাধারণতঃ রাম-কাপাস বলে।]

—০—

এলো সুতার কাপড়।—শ্রীমাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হেড মাষ্টার এডওয়ার্ড করোনেশন ইন্‌ষ্টিটিউসন, জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ। লিখিতেছেন যে—

শুনিতে পাই আহকাল জাপান প্রভৃতি দেশে Aloe fibre হইতে রেশমী বস্ত্র অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট জাতীয় বস্ত্রাদি প্রস্তুত হইতেছে। এই aloe নামক গাছ এদেশে জন্মে কি না? যদি জন্মে তবে তাহার দেশীয় নাম কি? এবং কি উপায়েই বা উহার আবাদ করিতে হয়? এই কয়টী বিষয়ের জ্ঞাতব্য তথ্য জানাইয়া বাধিত করিবেন।

[এ দেশে aloe গাছ যথেষ্ট পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকে এদেশে মুর্গা কহে। মধ্য প্রদেশের কোন কোন জেলায় ইহা হইতে ম্যাটিং প্রস্তুত হয়। এইরূপ একটি ম্যাটিং আমাদের অফিস ঘরের মেজেতে পাতা আছে। ইহার গাছ অনেকটা ঘৃতকুমারী গাছের ন্যায়। আবাদ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ কৃষকে বারান্তরে প্রকাশ করা যাইবে।]

—০—

শঠির পালো।—শ্রীতারাপ্রসন্ন বসু, পোঃ কাশীপুর, বরিশাল।



শঠির পালো প্রস্তুতের কল সম্বন্ধে উত্তর সম্পূর্ণ হয় নাই। ঢেঁকিতে যে প্রকারে শঠি প্রস্তুত হয় তাহা অথাদ্য। আমাদের যে কল আছে তাহাতে ১০ ঘণ্টায় ৮/মণ পালো প্রস্তুত হয়। টীনের পাত কলের দাম ১৫৲ হইতে ২৪৲। লোহার কলে অধিক কাজ হয় দামও অধিক।

—০—

উদ্ভিদতত্ত্ব।—শ্রীউপেন্দ্রকুমার রায়, ভবানীপুর।

Mushroom (কোঁড়ক), Orange (কমলা লেবু), Seedweed (জলজ উদ্ভিদ), Lichen (শেওলা প্রভৃতি)। ইহারা এক এক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, ইহাদের চাষ প্রণালী ও সার প্রয়োগের বিধি কিরূপ?

[সকল প্রকার উদ্ভিদেরই প্রকৃতিগত বিভিন্নতানুসারে চাষ প্রণালী স্বতন্ত্র প্রকার ও বিভিন্ন সারের প্রয়োজন।

মসরুম (কোঁড়ক) সেঁতান মাটীতে ভিন্ন হয় না। গোবর বা ঘোড়ার মল সার যেখানে প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত হয় এবং যাহার সহিত কিছু ছাই মিশ্রিত থাকে তথায় ইহা জন্মে।

কমলা লেবু মেটেল দোয়াঁস মাটীতে হয়—প্রতি বৎসর বর্ষান্তে মাটী কোপাইয়া গোড়ায় চুণ, পটাস (ছাই), নাইট্রোজেন (সোরা, গোময় প্রভৃতি) ও ফস্ফরাস্ এসিড প্রভৃতি সার প্রয়োগ করিতে হয়। হাড়ের গুঁড়া হইতে ফস্ফরিক এসিড পাওয়া যাইতে পারে।

লিচেন বা শেওলা জাতীয় উদ্ভিদ পাহাড় গাত্রে সিক্ত স্থানে জন্মে।

সিড্‌উইড বা জলজ উদ্ভিদ নদী, তড়াগ বা সমুদ্রের উপকূলে সহজে জন্মে। ইহাদের বিশেষ কোন চাষ আবাদের নিয়ম নাই।]

---

## বাগানের মাসিক কার্য্য।

---

জ্যৈষ্ঠ মাস।

কৃষি ক্ষেত্র।—এই সময় আমন ধান বোনা হয়, পাট ও আউস ধানের ক্ষেত নিড়াইতে হয়, বেগুণ গাছে ভাঁটি বাঁধিয়া দিতে হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ পর্য্যন্ত অরহর বীজ বপন করা চলে। আদা, হলুদ, কচু, ওল প্রভৃতি জ্যৈষ্ঠ মাসেও বসাইতে পারা যায়। শাঁক আলুর বীজ বৈশাখ হইতে আরম্ভ করিয়া আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত বপন করা চলিতে পারে।

সব্জী বাগ।—এই মাসে ভুট্টা বীজ বপন করা উচিত। কেহ কেহ ইতিপূর্ব্বেই বপন করিয়াছেন। জলদী ফসল হইতে ইতি মধ্যে ভুট্টা ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে। লাউ, কুমড়া, ঢেঁড়স, পালা ঝিঙ্গা, পালা শসা বীজ এই মাসেও বপন করা চলে। বর্ষাতি মূলা ও নানা জাতীয় শাক বীজের বপন কার্য্য জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমেই শেষ করিতে হইবে। জলদী ফুল কপি খাইতে গেলে এই সময় হইতে পাটনাই ফুলকপি বীজ বপন করিয়া চারা তৈয়ারী করিতে হইবে।

ফুল বাগিচা।—এই সময় জিনিয়া, দোপাটী, গাঁদা বীজ বপন করিতে হইবে। ডালিয়া বীজও এই সময় বপন করা চলে। কেহ কেহ ডালিয়া মূল এই সময় বসাইতে বলেন, আমরা কিন্তু বলি যে আমাদের দেশের অত্যধিক বর্ষায় মূল গুলি পচিয়া যাইবার ভয় আছে, সেই জন্য বর্ষান্তে বসাইলেই ভাল। কিন্তু শীঘ্র শীঘ্র ফুলের মুখ দেখিতে গেলে একটু কষ্ট স্বীকার না করিলে চলে না। পূর্ব্ব কথিত ফুল বীজ ব্যতীত আমারান্থাস, কক্সকোম্ব, আইপোমিয়া, রাধাপদ্ম, ধুতুরা, মার্টিনিয়া প্রভৃতি ফুলবীজ বপনেরও এই সময়।

ফলের বাগানের এখন বিশেষ কোন পাট নাই। ফল আহরণ এখন এক মাত্র কার্য্য। তবে কুল, পীচ, লেবু প্রভৃতি যে সকল গাছের ধাপকলম করিতে হইবে তাহার বন্দোবস্ত এখন হইতে করিতে হয়।

পার্ব্বত্য প্রদেশে কিন্তু ঋতুর পার্থক্য হেতু বিভিন্ন প্রথা অবলম্বন করা হইয়া থাকে। সেখানে এখন ডালিয়া ফুটিতেছে। তথায় মটর ও সীম ফলিতেছে। বাঁধা কপি ও ফুল কপি এখন বপন করা যায়।

---

## আর্য্য কৃষিরীতি—হল কথন।

ঈশা যুগো হলস্থাণু নির্যোলস্তস্ত পাশিকা।
অড্ডচল্লশ্চ শৌলশ্চ পচ্চনীক হলাষ্টকম্॥
পঞ্চহস্তা ভবেদীশো স্থাণু পঞ্চবিতাস্তিকঃ।
সার্দ্ধ হস্তস্ত নির্যোলা যুগং কর্ণ সমানকঃ॥
লাঙ্গল পাশিকা চৈব অড্ডাচল্লস্তথৈবচ।
দ্বাদশাঙ্গুলমানো হি শৌলোহরত্নি প্রমাণকং॥
পঞ্চ মুষ্টি পচ্চনিকা অগ্রন্থিবংশসম্ভবা।
দৃঢ়া শ্লক্ষ্ণা পরিজ্ঞেয়া পরাশরেণ ভাষিতা॥*
যোক্ত্র হস্ত চতুষ্কঞ্চ রজ্জুঃ পঞ্চকরাত্মিকা।
পঞ্চাঙ্গুলোধিকোহস্তো হস্তো বা ফালকঃ স্মৃতং॥
অর্কপত্রসদৃশী পাশিকা চ নবাঙ্গুলা।
একবিংশক শল্যস্ত বিদ্ধকঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥
নবহাতু মদিকা প্রশস্তা কৃষি কর্ম্মসু।
ইয়ং হি হলসামগ্রী পরাশর মুনের্ম্মতা॥
সুদৃঢ়া কর্ষকৈং কার্য্যা শুভদা কৃষিকর্ম্মণি॥
অদৃঢ়া যুজ্যমানা সা সামগ্রী বাহনস্ত চ।
বিঘ্নং পদে পদে কুর্য্যাৎ কর্ষকালে ন সংশয়ঃ॥

(কৃষি পরাশরে)

ঈশা, যুগ, স্থাণু, নির্যোল, পাশিকা, অড্ডাচল, শৌল ও পচ্চনী এই আটটী হলের অঙ্গ।

ঈশা (ঈশ) পরিমাণ পাঁচ হস্ত, স্থাণু (মুড়ো ও বোঁটা সমেত লাঙ্গল) পাঁচ বিতস্তি অর্থাৎ সওয়া দুই হস্তের উপর, নির্যোল (আঁকড়া) দেড় হস্ত, যুগ (যোয়াল) কর্ণ সমান অর্থাৎ সওয়া তিন হস্ত, পাশিকা (ফাল) ও অড্ডাচল্ল (আড় চাল) দ্বাদশাঙ্গুল, শৌল (শোয়ালী) অরত্নি প্রমাণ; পাচনী প্রায় এক হস্ত পরিমাণে গাঁইট শূন্য দৃঢ় এবং সুডৌল বংশ খণ্ড হইতে নির্ম্মিত। পাঠান্তরে দুই ও দেড় হস্ত পরিমাণেরও উল্লেখ আছে। (বিদা দেওয়া কার্য্যের সময় ঐ পরিমাণের ব্যবহার দেখা যায়।)

যোক্ত্র (যোঁত) চারি হস্ত প্রামাণ, (আঁয়োতের পরিমাণ ঐরূপ) রজ্জু (লাঙ্গল দড়ি) পাঁচ হস্ত, ফাল এক হস্ত বা এক হস্ত পঞ্চাঙ্গুল প্রমাণেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ফালের আকার অর্কপত্র সদৃশ এবং বিস্তার নয় অঙ্গুল ও বিদ্ধক (বিদা) একবিংশতি শল্য (লৌহ নির্ম্মিত বিদা কাটি) দ্বারা নির্ম্মিত এবং মদিকা (মই) নয় হস্ত পরিমিত হইবে।

এই সকল পরাশর কথিত হল সামগ্রী সুদৃঢ় হইলে কৃষি কার্য্যে শুভদা হয়। অদৃঢ়া সামগ্রী দ্বারা কার্য্যে নিযুক্ত হইলে বাহনের কার্য্যকালে পদে পদে বিঘ্ন হয়

দ্বাপরে পরাশর কৃষি শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য তখনও যে ভাবে কৃষি যন্ত্রাদি ব্যবহৃত হইত এখনও প্রায় সেইরূপ যন্ত্রাদিই আছে। আমাদের যেমন দেশ তদুপযুক্ত যন্ত্রই সৃষ্ট হইয়াছে। উহার অনাদর দ্বারা সুবিধাও নাই শ্রেয়ঃও নাই।

---

* সার্দ্ধদ্বাদশ মুষ্টি বা কার্য্যা বা নব মুষ্টিকা ইত্যাদি পাঠান্তর।

JOTINDRO NATH DUTTA
JANMABHUMI OFFICE
39, Manick Bos'es Ghat St. Calcutta.



## সহজ বিজ্ঞান।

### উদ্ভিদের শৈশব।

---

পৃথিবীতে যেমন নানাপ্রকার জীবজন্তু আছে, সেইরূপ নানা প্রকার বৃক্ষ লতাও আছে। মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উঠে বলিয়াই ইহাদিগকে উদ্ভিদ কহে। অত্যন্ত উষ্ণ এবং অত্যন্ত শীতল স্থান ব্যতীত পৃথিবীর সর্ব্বত্রই উদ্ভিদ দেখিতে পাওয়া যায়। এগুলি দেখিতে কত সুন্দর তাহাতে সকলেই বলিতে পারে, কিন্তু পৃথিবীতে কত রকমের উদ্ভিদ আছে তাহা বলা বড় সহজ নহে। একটী সামান্য পল্লী গ্রামে বেড়াইয়া দেখিলে কত রকম উদ্ভিদ দেখিতে পাওয়া যায়। সামান্য দূর্ব্বা হইতে অতি বৃহৎ বটবৃক্ষ পর্য্যন্ত যাবতীয় গাছই বিশাল উদ্ভিদ-রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত। বট, অশ্বত্থ, আম, তেঁতুল প্রভৃতি বড় বড় গাছ। সজিনা, ডুমুর, আতা, পেয়ারা, বাবলা প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট গাছ। ডেঙ্গো, বেগুণ, মটর প্রভৃতি আরও ছোট। লাউ, কুমড়া, উচ্ছে প্রভৃতি লতা নামে অভিহিত। কলমী, টোকাপানা, পদ্ম প্রভৃতি জলজ গাছ।

এই সমস্ত গাছ বীজ হইতে উৎপন্ন হয়। বীজ বপন করিলে বৃক্ষ জন্মে ইহা সকলেই জানে কিন্তু বীজ বৃক্ষের কোন অংশে সংরক্ষিত এবং কিরূপেই বা বীজ উৎপন্ন হয় তাহাই এখন আলোচ্য।

ভবিষ্যৎ বৃক্ষের বীজ পুষ্প মধ্যে নিহিত থাকে। পুষ্পের অঙ্গাবলি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। নানা বর্ণের নানা আকারের ফুল আমরা প্রতি নিয়ত দেখিতে পাই কিন্তু একটু ভাল করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে ফুলের অংশগুলি পাতায় রূপান্তর ব্যতীত আর কিছুই নহে এই ফুলই উদ্ভিদের বংশরক্ষা ও বংশবৃদ্ধির সহায়তা করে। ফুলগুলি সাধারণতঃ দুই অংশে বিভক্ত; আবরণাংশ (calyx) এবং অবৃতাংশ (corolla)। একটী ফুল লইয়া দেখিলে দেখিতে পাইবে যে ইহার অধোদেশ হরিদ্বর্ণ এবং উর্দ্ধদেশ শ্বেত, পীত এবং পিঙ্গল প্রভৃতি নানা বর্ণে রঞ্জিত। এই হরিদ্বর্ণ অংশ চারিখণ্ডে বিভক্ত ইহাদিগকে কোষপত্র (sepals) বলে। ইহার অব্যবহিত উপরের অংশও সচরাচর চারিখণ্ডে বিভক্ত ইহাদের প্রত্যেক খণ্ডকে পাপ্‌ড়ি (petal) বলে। এই পাপ্‌ড়িগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিলে কেশাকার ছয়টী কেশর দেখা যায়। এইগুলিকে পুংকেশর কহে। ইহাদের অগ্রভাগে এক একটী অর্দ্ধ বর্ত্তুলাকার স্থলী সন্নিবিষ্ট আছে। ইহার অভ্যন্তরে অতি সুক্ষ্ম ধূলিবৎ রেণুকা সঞ্চিত হয় ইহারই নাম পুষ্প রেণু (Pollen)। এই পুংকেশর অপসৃত করিলেই পুষ্পকোষ মধ্যে গর্ভকেশর অবস্থিত দেখিতে পাইবে। গর্ভকেশরের অধোদেশ ও অগ্রভাগ স্থূল, মধ্যদেশ সুক্ষ্ম কেশাকার। এই দুই অংশদ্বয় দ্বারা বীজোৎপাদন কার্য্য সম্পাদিত হয়। পুষ্পরেণু গর্ভকেশরের শিরোদেশে পতিত হইয়া তদন্তর্গত রসে পুষ্টিলাভ করে, পরে কেশাকার মধ্যদেশ ভেদ করিয়া অধোভাগস্থিত স্থূল অংশে প্রবেশ করিয়া অভ্যন্তরস্থ বীজাণুর সহিত মিলিত হয়। এই অংশই ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ফলাকার ধারণ করে। ইহা যেমন বাড়িতে থাকে তখন পাপ্‌ড়ি ও কেশর প্রভৃতি ঝরিয়া পড়ে। ক্রমে গর্ভকেশরস্থিত বীজাণু পরিপূর্ণতা লাভ করিয়া বীজে পরিণত হয়। এই বীজ মৃত্তিকা নিহিত হইলে ইহা হইতে নূতন উদ্ভিদ জন্মে। মৃত্তিকা নিহিত করিবার পর প্রত্যেক দিন যে বীজের অঙ্কুরটি সর্ব্বাপেক্ষা পরিপুষ্ট হইয়াছে সেই বীজটী লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলে নিম্নলিখিত

পরিবর্ত্তনগুলি দেখিতে পাওয়া যাইবে। অঙ্কুরিত ভুট্টাবীজের চিত্র দেখ।



অঙ্কুরটি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া উহার এক অংশ উপরের দিগে বাড়িতে থাকিবে এবং অন্য অংশ নীচের দিগে যাইবে। যদি কতকগুলি অঙ্কুরিত বীজ মৃত্তিকাবৃত কয়িয়া রাখা যায় তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে অল্প সময়ের মধ্যে মাটির উপরিভাগে একটি ক্ষুদ্র সবুজবর্ণ পদার্থ দেখা দিয়াছে। দুই এক দিন পরে উহা বাড়িয়া উঠিবে এবং উহার পাশ হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এক জোড়া পাতা বাহির হইবে। এই সময় একটী চারা তুলিয়া তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখ, দেখিবে যে অঙ্কুরের উর্দ্ধাংশ পাতা লইয়া এবং নিম্নাংশ মাটির ভিতর প্রবেশ করিয়াছে উপরের অংশ —কাণ্ড এবং নীচের অংশ— শিকড়। বীজ যেরকম ভাবেই মাটিতে পুতিয়া দেওয়া যাউক না কেন উহার উপরের ভাগ উর্দ্ধ দিকেই বৃদ্ধি পাইবে, এবং নিম্নভাগ নিচের দিকেই বাড়িবে।

কতকগুলি অঙ্কুরিত বীজ বিপরীতভাগে মৃত্তিকা নিহিত করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে উপরের ভাগ ঘুরিয়া উর্দ্ধে অর্থাৎ আলোকের দিকে যাইতেছে এবং নীচের ভাগ ঐ প্রকারে বাঁকিয়া মাটির ভিতরে অর্থাৎ অন্ধকারের দিকে যাইতেছে।

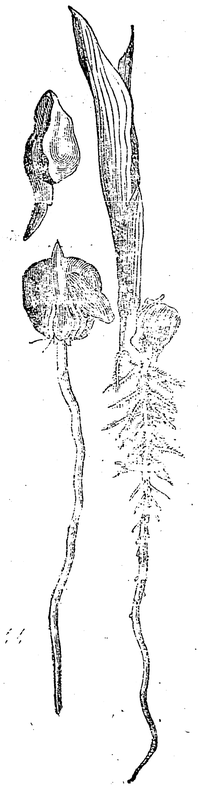

কৃষক। বৈশাখ, ১৩১৩।

## নব বর্ষ।

পাঠক, লেখক ও আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিবর্গের কৃপায় "কৃষক" বর্ত্তমান বৈশাখ মাসে সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করিল। কৃষি সম্বন্ধে যে ঘোরতর অজ্ঞানান্ধকার আমাদের দেশ ব্যাপৃত করিয়া রহিয়াছে কৃষকের প্রচার যে তাহার যৎকিঞ্চিৎ অংশও দূরীভূত করিতে পারিয়াছে তাহা আমাদের বলিতে সাহস হয় না। তবে আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে নিরবচ্ছিন্ন তমসায় সামান্য প্রদীপের আলোও যেমন পথিকের প্রাণে আশার সঞ্চার করিয়া থাকে, কৃষি অনুরাগী ব্যক্তিগণের মনে কৃষকও সেইরূপ সামান্য আশার উদ্রেক করিয়াছে।

নূতন বর্ষে পদার্পণ করিলে সাধারণতঃ একবার পূরাতন বৎসরের দিকে ফিরিয়া চাহিবার কামনা বলবতী হয়। কিন্তু পুরাতন বৎসর কৃষকমণ্ডলীর পক্ষে সুবৎসর বলিয়া গণ্য করিতে পারা যায় না। মাঘ সংখ্যার কৃষকে আমরা ১৯০৪-১৯০৫ সালের সরকারী কৃষি বিবরণী সমালোচনা স্থলে বলিয়াছি যে উক্ত বৎসরে গম, যব, জোয়ার, ছোলা ও অন্যান্য দাউল, তিসি, তিল, সরিষা ও অন্যান্য তৈলবীজ, ইক্ষু, তুলা, নীল প্রভৃতির জমির পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে। বিগত বৎসরে অসময়ে বৃষ্টিপাত হওয়ায় দাউল শস্যেরও যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষতি হইয়াছে। পাঠকেরা অবগত আছেন যে তৎপূর্ব্ব বৎসরে অত্যধিক শীতের প্রকোপে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে এবং বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে দাউল শস্য অত্যন্ত কম পরিমাণে



JOTINDRO NATH DUTTA
JANMABHUMI OFFICE
39, Manick ... Calcutta

উৎপাদিত হইয়াছিল। তাহার পর বিগত বৎসরের এই দুর্ঘটনায় দাউল যে কত দুর্ম্মূল্য হই। উঠিবে তাহা বলা যায় না। কিন্তু দাউল শস্যের ক্ষতি অপেক্ষা আরও সমধিক গুরুতর বিষয়ে আপাততঃ দেশের লোকের মনযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। পূর্ব্ব বঙ্গে ইতিমধ্যেই দুর্ভিক্ষের লক্ষণ দেখা দিয়াছে। গত বৎসর বরিসাল, মৈমনসিংহ প্রভৃতি ধান্য প্রধান জেলায় ধান্য অতি স্বল্প পরিমাণে উৎপাদিত হইয়াছিল, সুতরাং রপ্তানি বাদে যে শস্য উক্ত প্রদেশে থাকিবে তদ্দ্বারা দেশের লোকের সংকুলান হওয়া সম্ভবপর নহে। আমরা শুনিতে পাইতেছি কতিপয় দেশহিতৈষী ব্যক্তি এবারে চাউল বড় অধিক পরিমাণে বিক্রয় করিতেছেন না। সত্য হইলে সংবাদটা অবশ্য আশাপ্রদ। যদি সকল স্থানে সকল লোক দ্বারা এই প্রথা অবলম্বিত হইত এবং প্রথমতঃ দেশের জন্য আবশ্যকীয় শস্য দেশে রাখিয়া তৎপরে উদ্বৃত্ত ফসল রপ্তানি হইত, তাহা হইলে অবশ্য দুর্ভিক্ষের প্রকোপ অনেকটা কম হইতে পারিত। কিন্তু এখন অবাধ বাণিজ্যের সময়। ব্যবসায়ীগণের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করার কাহারই অধিকার নাই। সুতরাং তাঁহাদের নিজেদিগকেই দেশের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হয়। আমরা যে অবাধ বাণিজ্যের দোষ দিতেছি তাহা নহে। কিন্তু অনেকেই আপাততঃ লাভের আশায় দেশের অনেক ভবিষ্যত ক্ষতি করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগকেই অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা পূর্ব্বক কার্য্য করিতে অনুরোধ করি।

বর্ত্তমান সময় গবর্ণমেণ্ট যে সমস্ত অত্যাবশ্যকীয় কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংখ্যায় তাহার উল্লেখ করিয়াছি। পুষায় কৃষি কলেজ গঠনের কার্য্য শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতেছে। অনেক নূতন নূতন অভিজ্ঞ আসিয়াছেন ও আসিতেছেন। অবশ্য গবর্ণমেণ্ট কৃষকমণ্ডলীর উপকারের জন্য এববিধ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে মাননীয় শ্রীযুক্ত গোখলে বড়লাট-সভায় যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা আমাদের অত্যন্ত সমীচিন বলিয়া বোধ হয়। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য আমরা এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করিলাম। "As regards scientific agriculture, the country is watching with keen interest the steps which the Government is taking in the matter. I must however express one fear in this connection. If it is proposed to import European experts for the work as a standing arrangement, there will be small chance of any substantial good being done. The knowledge brought into the country by a succession of foreign experts, who retire to their own lands as soon as they earn their pension, is like a cloud that hangs for a time overhead, without descending in fertilizing showers and then rolls away. Unless promissing and carefully selected Indians are sent abroad to be trained and to take the place of the imported experts in due course, such expert knowledge will never become a part and parcel of the possession of the

## কৃষি গ্রন্থাবলী।

১। কৃষিক্ষেত্রে (১ম ও ২য় খণ্ড একত্রে) দ্বিতীয় সংস্করণ ১৲। (২) সবজীবাগ ৷৷৹ (৩) ফলকর (৪) মালঞ্চ ১৲। (৬) Treatise on mango ১৲। (৬) Potato culture ৵৹। পুস্তক ভিঃ পিঃতে পাঠাই

community. Of course to begin with a reliance on foreign experts is necessary, but care must be taken to make the arrangement only temporary." অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক কৃষি সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট যে সমস্ত উপায় অবলম্বন করিতেছেন, সাধারণে তৎসমুদয় প্রগাঢ় আগ্রহের সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। এ সম্বন্ধে আমার কিন্তু একটি ভয়ের কারণ রহিয়াছে তাহা এস্থলে উল্লেখ করা সঙ্গত মনে করিতেছি। যদি এতদ্দেশে কৃষিকার্য্যের জন্য বরাবরই বিদেশীয় অভিজ্ঞ আমদানী করা গবর্ণমেণ্টের মত হয় তাহা হইলে দেশের বিশেষ মঙ্গল হইবার কোন আশা নাই। যেমন এক খণ্ড মেঘ এক বিন্দু বারিপাত দ্বারা জমির উর্ব্বরতা সাধন না করিয়া কেবল ক্ষণেকের জন্য দেখা দিয়া চলিয়া যায়, যদি ধারাবাহিক ক্রমে যে সমস্ত বিদেশীয় অভিজ্ঞ এতদ্দেশে আসেন এবং পেনসনের সময় হইলেই নিজ নিজ দেশে ফিরিয়া যান তাঁহারা এতদ্দেশে যে অভিজ্ঞতা লইয়া আসেন উহাও সেই মেঘের মত ক্ষণস্থায়ী। যে পর্য্যন্ত না গুণশালী ও সুযত্ননির্ব্বাচিত ভারতবাসীকে বিদেশে পাঠাইয়া শিক্ষা প্রদান পূর্ব্বক বিদেশীয় অভিজ্ঞদিগের পরিবর্ত্তে নিয়োগ করা না হয়, সে পর্য্যন্ত উক্ত প্রকারের অভিজ্ঞতা কখনই আমাদের সমাজের নিজস্ব হইতে পারিবে না। অবশ্য প্রথম প্রথম বিদেশীয় অভিজ্ঞদিগের উপর নির্ভর করা আবশ্যক; কিন্তু বরাবর যাহাতে এরূপ নির্ভর করিতে না হয় তৎসম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক। প্রত্যেক বিবেচক ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন যে শ্রীযুক্ত গোখলে যাহা বলিয়াছেন তাহাই গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকলাপের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

কৃষি বিষয়ক জ্ঞানের অথবা সুধু কৃষি বিষয়ক কেন সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের পরিসর হইতে হইলেই দেশ মধ্যে সাধারণ শিক্ষা বিস্তার হওয়া আবশ্যক। বর্ত্তমান সময়ে সাধারণ শিক্ষার একান্ত অভাব, দেশে নিরক্ষর ব্যক্তির সংখ্যা এত অধিক যে তাহা ভাবিতে গেলে আমাদের উন্নতির আশা সুদূর-পরাহত বলিয়া বোধ হয়। গবর্ণমেণ্ট বিগত ২।৪ বৎসর হইতে এ সম্বন্ধে মনোনিবেশ করিয়াছেন। কিন্তু কৃপণতার ভাব পূর্ব্বের মতই রহিয়াছে। অপর দিকে রাশি রাশি অর্থব্যয় হইতেছে কিন্তু সাধারণ শিক্ষার সময় অর্থের অনাটন। সুতরাং দেশীয় ধনী ব্যক্তিবর্গের এ সম্বন্ধে দৃষ্টিনিক্ষেপ একান্ত বাঞ্ছনীয়।

তৎপূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় বিগত বৎসরেও পুষায় কৃষি বৈঠকের দ্বিতীয় অধিবেশন হইয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহাতে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ ছিল। যখন সমস্ত দেশের কৃষির উন্নতির জন্য বৈঠকের সৃষ্টি এবং স্বাধীন সমালোচনার জন্য উহার অধিবেশন তখন সাধারণকে উহার তথ্য অবগত না হইতে দিয়া গবর্ণমেণ্টের কি বিশেষ সুবিধা হয় তাহা বুঝিতে পারা যায় না। যাহা হউক আমরা আশা করি যে বৈঠক কেবল অধিবেশনেই পর্য্যবসিত হইবে না। এস্থলে প্রাদেশিক কৃষি সমিতির (Bengal Provincial Agricultural Association) বিষয় উল্লেখ না করিয়া থাকা যায় না। যদিও সমিতি ২।৩ বৎসর হইল স্থাপিত হইয়াছে তথাপি উহার কার্য্য কলাপ সম্বন্ধে আমরা কিছুই অবগত নহি। কেবল এই মাত্র জ্ঞাত আছি যে কলিকাতায় একটি কেন্দ্র সভা এবং মফঃস্বলে স্থানে স্থানে শাখা সভা স্থাপিত হইয়াছে। আমাদের স্মরণ আছে যে সমিতি স্থাপনকালে উহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল—দেশীয় কৃষি অনুরাগী ব্যক্তিবর্গের সাহায্যে দেশ মধ্যে কৃষিবিষয়ক জ্ঞান বিস্তার। কিন্তু ইতিমধ্যে আমরা সমিতির সরকারী ভাবের পরিচয় পাইয়াছি। ভবিষ্যতে কি হয় তাহা অবশ্য পাঠকবর্গ ক্রমশঃ জানিতে পারিবেন।



কৃষক, ভারতীয় কৃষি সমিতির (Indian Gardening Association) মুখপত্র। সুতরাং উক্ত সমিতির এস্থলে উল্লেখ আবশ্যক। ভারতীয় কৃষি সমিতি যে চিরকালই কৃষকের মঙ্গল সাধনে তৎপর তাহা সকলেই অবগত আছেন। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় বিগত বৎসরেও সমিতির পরীক্ষা ক্ষেত্রে কতক গুলি পরীক্ষা সাধিত হইয়াছিল। স্থানান্তরে কয়েকটি প্রধান প্রধান পরীক্ষার ফলাফল প্রদত্ত হইল। কৃষি বিষয়ে পরামর্শ দান সমিতির অন্যতম কার্য্য। আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে প্রতি বৎসরই কৃষিতত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তিবর্গের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। অবশ্য কয়জন বাস্তবিক কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন তাহা সঠিক জানিবার উপায় নাই। তবে দেশ মধ্যে যে কৃষি কর্ম্মে অনুরাগ বৃদ্ধি পাইতেছে তাহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে।

আমরা এই অবসরে কৃষকের লেখক এবং অনুগ্রাহকবর্গকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। লেখকবর্গের মধ্যে সুবিখ্যাত ব্যবহারতত্ত্ববিদ শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় এফ, এল, এস, বঙ্গীয় কৃষিবিভাগের সহকারী ডাইরেক্টার বাবু নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় এম,এ, এম,আর,এ,সি, উদ্ভিদ তত্ত্ববিদ বাবু নিকুঞ্জবিহারী দত্ত, বঙ্গীয় কৃষিবিভাগের কর্ম্মচারী বাবু নিবারণচন্দ্র চৌধুরী এবং বাবু রাজেশ্বর দাস গুপ্ত, কৃষিতত্ত্ববিদ বাবু প্রবোধচন্দ্র দে, বাবু উপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, বাবু রমেশচন্দ্র বসু এম,এ, বি,এল, বাবু উপেন্দ্রনাথ নাগ এবং বাবু গুরুচরণ রক্ষিত প্রভৃতি লেখকগণ এতাবৎকাল 'কৃষকে'র শ্রীবৃদ্ধি সাধণের জন্য যথেষ্ট যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছেন। আশা করি ইহাদের এবং সাধারণের উৎসাহে 'কৃষক' উত্তরোত্তর স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্যসাধনে অগ্রসর হইবে।

---

# ধানের সার।

আজকাল বঙ্গদেশের কৃষককুল অনেক স্থলেই ধানের চাষ উঠাইয়া দিয়া পাটের চাষে লাভ বুঝিয়া তাহাতেই মনোযোগ দেওয়ায় অন্নকষ্টের হেতু হইতেছে। সুতরাং এখন হইতে শিক্ষিত ব্যক্তিরা কৃষি, শিল্প এবং বাণিজ্য প্রভৃতি দেশরক্ষার সর্ব্বপ্রধান হিতকর কার্য্যে, আন্তরিক মনোযোগ না দিলে, আর এ ঘোর দুর্দ্দিনের অবসান হইবার সম্ভাবনা দেখা যায় না। বিশেষতঃ এদেশীয় জমিতে পূর্ব্ব হইতেই কোনপ্রকার সার প্রদানের প্রথা প্রচলিত নাই। কিন্তু একই ভূমিতে পুনঃ পুনঃ কর্ষণ পূর্ব্বক প্রতি বৎসর ফসল উৎপাদন করিলে, ক্রমশঃ জমি এক কালীন সারবিহীন হইয়া ফসল উৎপাদনের শক্তি হ্রাস হইয়া পড়ে। দেশে নানাকারণে দিন দিন খাদ্য সামগ্রীর দর বাজারে দ্বিগুণ, ত্রিগুণ বা চতুর্গুণ ভাবেই বাড়িয়া উঠিতেছে। এতাদৃশী অবস্থায়, ভূমি কর্ষণের প্রাচীন পদ্ধতি পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক, নিঃস্বত্ত জমিগুলিতে এখন হইতে সুলভ মূল্যের সার প্রদান এবং "পাল্‌ট চাষ" কিম্বা সারবিহীন ভূমি গুলিকে ফসলান্তে অন্ততঃ এক বৎসরের জন্যও পতিত রাখিয়া পুনরায় অভিলষিত ফসল উৎপাদন করিতে আরম্ভ করিলেই, চাষের উপযুক্ত পন্থা অবলম্বন করা হয়। আজ কাল শিক্ষিতগণের মধ্যে অনেকেই সার প্রদানের কথা বলিলে, কেবল জিপসম্, নাইট্রেট অব পটাশ, ক্যালসিয়ম্, ফস্ফরিক এসিড, সুপার, বোন মিল, প্রভৃতি মৌলিক সারের বিষয়ই বুঝিয়া বসেন; কিন্তু এ দেশীয় নিরক্ষর দরিদ্র কৃষকেরা কিছু বিলাতী বিজ্ঞানবিদ্, সঙ্গতিসম্পন্ন কৃষকের ন্যায় নহে যে, মৌলিক রাসায়নিক সারপ্রয়োগে কৃষিকার্য্য করিতে সমর্থ হইবে। সুতরাং এ দেশীয় চাষীরা যে সমুদায় সার প্রয়োগে চাষ করে, আমাদের বিবেচনায় দেশ, কাল, পাত্র এবং অবস্থানুসারে তাহাই অনেকটা যুক্তিসঙ্গত; অতএব বসন্তকাল হইতে ভাবী

আউস, বোরো এবং অগ্রহায়ণী বা হৈমন্তিক আশু এবং বড়ান ধানের ক্ষেত্রসমূহ কর্ষণপূর্ব্বক, নিম্নলিখিত ভাবে সারপ্রদান করিলেই বোধ হয়, ধান্যের ফলনের অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি হইতে পারে। বিশেষতঃ বিগত দুই তিন বৎসর হইতে যেরূপ পূর্ণ মাত্রায় ঋতু বিপর্য্যয় অর্থাৎ অসাময়িক পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বারি পতন, গ্রীষ্মাধিক্য এবং তুষারপাতেরও সূত্রপাত দেখা যাইতেছে, তাহাতে ফাল্গুন চৈত্র মাসে, উত্তমরূপে জমিতে চাষ দিয়া, উপযুক্ত সার প্রদান করিয়া মাটির সহিত মিশাইয়া রাখিলে, অনায়াসে আগামী জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে ভূমি সকল সুন্দররূপে সারাল হইয়া, ধান্য চাষের উপযোগী হইতে পারিবে। মফস্বলের বিশেষ অবস্থা যতদূর অবগত হওয়া যায় তাহাতে এদেশীয় সাধারণ কৃষকেরা ধান্যের ফলনের হার বৃদ্ধির জন্য ভূমির উর্ব্বরতা এবং অনুর্ব্বরতা অনুসারে বিঘা প্রতি আন্দাজ দুই তিন শত মণ পুরাতন গোময় মিশ্রিত ছাইসার, পঞ্চাশ ষাইট মণ হিসাবে বিচালি বা খেজুরের পাতা পোড়ান ছাই সার, আর ঐ প্রকার বা গোয়াল পরিষ্কার করা আবর্জ্জনা সারও ঐ হারে আন্দাজমত ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া থাকে।

গোবর সার প্রদান করিলে, উহা হইতে প্রাপ্ত মৌলিক নাইট্রোজেন পদার্থের জন্য, ধান্যের নাড়া ও বিচালির পরিমাণই অধিক হইয়া দাঁড়ায়; সুতরাং আসল উদ্দেশ্য যে ধান, তাহার তত সুবিধা হয় না। অতএব গোবরের পরিমাণ কিছু কমাইয়া, ঘুঁটের ছাই, খেজুর পাতার ছাই এবং খড় বা বিচালী পোড়ান ছাই দিতে পারিলেই, উহার মৌলিক পটাসিয়মের জন্য, ধানের বিচালির ভাগ কম হইয়া, শীর্ষ ও ধান্যের ভাগই অধিক হইতে দেখা যায়। তবে লবণাক্ত স্থানের নদী জলসিক্ত, 'পলি' পড়া জমিগুলিতে, উপরোক্ত ব্যবস্থা করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না, কারণ চর জমিতে সাধারণতঃ স্রোতমিশ্রিত 'পলি' দ্বারাই সে অভাব স্বভাবতঃই পরিপূরিত হইয়া থাকে।

অধিকন্তু এস্থলে আরও একটু বক্তব্য এই যে, যদিও এ দেশীয় লোকে মৃত জন্তুর অস্থি স্পর্শ করা, ধর্ম্মবিরুদ্ধ মনে করে, তথাপিও আজি কালি শিক্ষিত কৃষি-বিদ্যাবিদ্ লোকে, অস্থি চূর্ণের গুণাগুণ বুঝিয়া অনেক স্থলে, এই সার প্রয়োগ করিতে পরামর্শ দিয়া থাকেন; এই অস্থি চূর্ণে প্রায় শতকরা ১১ ভাগেরও অধিক পরিমাণ গ্রহণোপযোগী ফস্ফরিক এসিড আছে, আর এই এসিডের গুণে, উদ্ভিদ মাত্রেরই পাতার পরিমাণ অপেক্ষা, ফুল ফল বেশী জন্মায়, ফল শস্যাদির আকার মোটা এবং অধিক হয় সুতরাং সাধ্যমতে কৃষকদিগের এই অস্থিচূর্ণও ধান্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

গোবর সার প্রয়োগ করা সহজ হইলেও সর্ব্ব-সাধারণের অবগতির জন্য এস্থলে বর্দ্ধমান মহারাজের কৃষিক্ষেত্রে ধান্য সারের পরীক্ষাও আমরা উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে করি। উক্ত ক্ষেত্রে এক একরে ৯মণ হাড়ের গুঁড়া প্রয়োগ করিয়া বিনা সারের ভূমি অপেক্ষা দ্বিগুণ এবং ৭০ মণ গোবর সারবিশিষ্ট ভূমি অপেক্ষা দেড়গুণ অধিক ফসল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। প্রতি একরে ১মণ সোরা সার প্রয়োগ করিয়াও ধান্যের ফসল বৃদ্ধি হইতে দেখা গিয়াছে এবং ৩ মণ হাড় চূর্ণ ও ৩০ সের সোরা একত্র সংমিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করায় ফসলের মাত্রা তিন গুণ বাড়িয়াছে।

---

## রাঢ়ি আমন।

রাঢ়ি আমনের গাছ উর্দ্ধে দুই হাত আড়াই হাত কোথাও বা ক্ষেত্রবিশেষে তিন হস্ত পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়া থাকে। ইহার গাছ দেখিতে প্রায় আশু ধান্যেরই তুল্য, কিন্তু তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ কঠিন ও সুশ্রী এবং পাতা চিকণ। এই ধান্যের চাউল অতি সূক্ষ্ম ও পরম সুন্দর। পৃথিবীতে যত শ্রেণীর ধান্য আছে, কেহই ইহার তুল্য উৎকৃষ্ট নহে।

কুড়ী, কোলকুড়ী ও জোল ভিন্ন, কূর্ম্মপৃষ্ঠ, ক্রমনিম্ন, অসংস্কৃত সমতল, ও বিলান প্রভৃতি ক্ষেত্রে রাঢ়ি আমন জন্মে না। কিন্তু যে সকল বিলান ক্ষেত্রে বন্যা-বারি প্রবেশ করে না, অথবা দৈবাৎ যদি বন্যা



হয় তথাপি উর্দ্ধে দুই হস্তের অধিক জল হয় [illegible] চাতরের বিলে এই ধান্য উৎপন্ন হইতে পারে। [illegible] মৃত্তিকা-ভেদ নাই বলিলেও হয়; কেবল লো[illegible] ও লোণা-সেয়ারা ভিন্ন যে কোন ক্ষেত্রে অর্দ্ধ [illegible] অধিক ও দেড় হস্তের অনধিক জল বদ্ধ হইয়া থাকে, সেই ক্ষেত্রে রাঢ়ি আমন জন্মাইতে দেখা যায়।

ভারতবর্ষের নানা স্থানে এই ধান্যের আবাদ হইয়া থাকে। তন্মধ্যে রাঢ় অঞ্চলে ইহার অত্যন্ত বাহুল্য বলিয়া, ইহাকে রাঢ়ি আমন বলা যায়। রাঢ়ি আমন ছোটনা ও বরাণ, এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। উভয় শ্রেণীস্থ ধান্যের প্রকৃতি ঠিক একরূপ এবং আবাদেরও কিছু মাত্র ইতর বিশেষ নাই। বিভিন্নতার মধ্যে ছোটনা কিঞ্চিৎ অগ্রে এবং বরাণ কিছু পশ্চাতে সুপক্ক হয়। আর যে সকল ক্ষেত্রে আধ হাত তিন পোয়ার অধিক জল হয় না, তথায় ছোটনা ও যে সকল ক্ষেত্রে তিন পোয়ার অধিক জল বদ্ধ হয়, তথায় বরাণ ধান্যের আবাদ হইয়া থাকে। রাঢ়ি আমনের আবাদ দ্বিবিধ প্রণালীতে সম্পন্ন হয়। যথা বপন ও রোপণ। রোপণ করা ধান্য সচরাচর রোয়া শব্দে কথিত হইয়া থাকে।

### আবাদের রীতি।

যে প্রণালীতে আশু ধান্য বপন করা যায়, আমন ধান্য বুনানি করিবার নিয়ম অবিকল সেইরূপ প্রভে-দের মধ্যে রাঢ়ি আমনের বীজ বিঘায় বার সের হিসাবে পতিত হয়। আশু ধান্যের মত রাঢ়ি আমনেও মৈ দেওয়া আবশ্যক করে, কিন্তু অধিক পরিমাণে বিদে দিবার ও পুনঃ পুনঃ নিড়াইবার প্রয়োজন হয় না। রাঢ়ি আমনের ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময়েই বিদের যো পাওয়া যায় না। তজ্জন্য বিদে দেওয়া তাদৃশ ঘটিয়া উঠে না। কিন্তু না ঘটিলেও বিশেষ হানি হয় না। ইহার আবাদ কাড়ান চাষের উপরেই অধিক নির্ভর করে। সহস্র প্রকার আবাদ করিয়া দিলেও, কাড়ান চাষ ভিন্ন রাঢ়ি আমন বিশেষ তেজস্বী হয় না। আষাঢ় মাসের প্রথম হইতে ১৫ই শ্রাবণ পর্য্যন্ত কাড়ান দিবার উপযুক্ত সময়। বৃষ্টির অভাবে নামলা বাতে ১০ই ভাদ্র পর্য্যন্ত কাড়ান দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু নামলা কাড়ানে ধান্যের আবাদ সুচারুরূপ হয় না।

উপযুক্ত সময়ে ধান্য ক্ষেত্রে জলবদ্ধ হইলে, অগ্রে ঐ জলের পরীক্ষা করিতে হয়। যদি দশ [illegible] দিন পর্য্যন্ত বদ্ধ জল শোষিত না হইয়া স্থির থা[illegible] অনুমান হয়, তবে ক্ষেত্রে কাড়ান চাষ দেওয়া যাই[illegible] পারে। এবং কাড়ান চাষের পর এক পালা বা দুই [illegible] দেওয়া আবশ্যক করে। কাড়ানে এক [illegible] চাষ দিবার ব্যবস্থা নাই, তবে তৃণের [illegible] থাকিলে খুব পাতলা পাতলা করিয়া [illegible] মুটে অতি সাবধানতার সহিত দোয়ার [illegible] যাইতে পারে।

কাড়ান দেওয়ার অষ্টাহ পরে [illegible] তৃণ সকল জলে কাদায় পচিয়া উঠে। তখ[illegible] সকল তৃণপুঞ্জ হাতে টানিয়া ক্ষেত্র পরিষ্কার করিয়া দিতে হয়। তদনন্তর পাশকাটি ছাড়িয়া ধানের গাছ ক্রমশঃ ঝাড়িয়া উঠে। কাড়ান চাষের দুই তিন দিবস পরে যদি ক্ষেত্রের জল শুখাইয়া যায়, তবে মাটি শিলাইয়া ধান্যের তেজের বিলক্ষণ হানি হইয়া থাকে। এই জন্য কাড়ান চাষের পূর্ব্বে ক্ষেত্রের জল পরীক্ষা করা একান্ত আবশ্যক।

কোন কোন কৃষক কাড়ান চাষ দেওয়ার পরে নিড়ানী (টানা) সমাপ্ত করিয়া ক্ষেত্রে খৈল গুঁড়া ও হাড়ের গুঁড়া ছিটাইয়া দেয়। তাহাতে ধান্যের বিশেষ উপকার দর্শে। আমরা বিবেচনা করি, ক্ষেত্রে এরূপ 'উপরসারা' দেওয়া প্রত্যেক কৃষকেরই কর্ত্তব্য। তবে যে সকল মাতলা জমির ধান্য হেলিয়া যাওয়া সম্ভব, তাহাতে সার দেওয়া উচিত নহে। —ক্রমশঃ—

শ্রীশ—

---

## কচুর চাষ।

মালদহ, দিনাজপুর ও পূর্ণিয়া জেলায় অনেক প্রকার কচু দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে মানকচু, বাঁশা কচু দলকচু, যক্ষ্মা কচু, পুরী কচু, চমুক কচু,

JOTINDRO NATH DUTTA
JANMABHUMI OFFICE



ভেরামুণ্ডি কচু, দশদল কচু, চতুর্ম্মুখ কচু তদ্ব্যতীত সাদা ও কাল ভেদে দুই প্রকার বনকচু দেখা যায়।

মানকচু শীতল, লঘুপাক, রক্ত পিত্ত নাশক ও শোথ নিবারক। দশদল কচুও তদ্রূপ লঘুপাক বলিয়া কবিরাজগণ রোগীকে ইহার পথ্য দিয়া থাকেন, যুষ প্রস্তুত করিতে হইলে তরকারীর ১৮ গুণ পরিমাণ জল ও মসলা আবশ্যক পরিমাণে দিতে হয়, ২।৩টী তেজ পাতা, গোটা কতক লঙ্কা মরিচ ও অল্প ধনে বাটা ব্যতীত অন্য মসলা দেওয়া উচিত নহে। ঝাল তৈয়ারি করিতে হইলে পটল, আলু, কলা, ছোলা, ইত্যাদি পাঁচ রকম তরকারী দ্বারা যেরূপ ঝাল তরকারী রাঁধা হয়, তদ্রূপ করিতে হয়। দশদল কচুর বোঁটা ভিন্ন কন্দ খাওয়া যায় না।

বিষমান বা সরামান, হস্তী ও গরুর পক্ষে মহৌষধ। বিষমানকে গোময় জলে সিদ্ধ করিয়া গোবর সমেত পেষিয়া হস্তীর জহরা বাত স্থানে ৩।৪ দিন প্রলেপ দিলে হস্তীর জহরা বাত ভাল হয়। গরুর [illegible] বাহির হ[illegible] কাঁচ্চা সরামান ও এক কাঁচ্চা আদা একত্র [illegible] কচি কলা পাতা[illegible] করিয়া [illegible]লে বিষ দো[illegible] দিনে বিদূরিত [illegible]কটী প্রধা[illegible]রকারী। মানমণ্ড [illegible] প্রস্তুত হয় [illegible]ভাগ শুষ্ক [illegible]নের গুঁড়া [illegible]গ চ[illegible]লের [illegible] মিশ্রিত করিয়া উহার [illegible] জলে পাক ক[illegible] মানমণ্ড প্রস্তুত হয়। কোষ্ঠ কাঠি[illegible] থাকিলে কিম্বা অপর কোন রূপ প্রয়োজন [illegible] তিন ভা[illegible] মানকচু ও এক ভাগ [illegible]উলের গুঁড়া দি[illegible] কুড়িগুণ [illegible]ক করিতে হয়। [illegible]মণ্ডই শো[illegible] রোগীর পক্ষে [illegible] দায়ক। [illegible] তরকারী কাঁচ কলা, গোল [illegible] খাইতে মুখা[illegible] [illegible], চমুক ও [illegible]চর [illegible] চতুর্ম্মুখ কচু মাছ ও আলুর [illegible]

পুষ্টিকারক। পুড়ি কচু ভূমি হইতে উঠাইয়া ২.৩ দিন রৌদ্রে শুষ্ক করতঃ পরে তরকারীতে খাইতে হয়, নতুবা সদ্য উঠাইয়া খাইলে তরকারী আঠাবৎ ও খাইতে স্বাদহীন হয়। অন্যান্য কচুর ন্যায় অস্ত্র দ্বারা খোসা ছাড়াইতে হয় না, চট কিম্বা মোটা কাপড়ে রগড়াইলে খোসা সকল আপনা হইতে উঠিয়া যায়, কারণ ইহার খোসা অতিশয় পাতলা।

বাঁশা কচুর মাটীর মধ্যের শক্ত অংশটুকু বাদ দিয়া ইহার সমস্তই তরকারীতে খাওয়া যায়। বাঁশা কচুর ঝাল, অম্ল, ভাজা তিন প্রকার খাদ্যই হয়। ভাজা করিতে হইলে অগ্রে সিদ্ধ করিয়া পরে তৈলে বা ঘৃতে ভাজিলে কাঁচা কলা ভাজার ন্যায় খাইতে হয়। ইহার কচি কচি পাতাগুলিও খাদ্য, পাতাগুলিতে বাদাম কিবা মঠর কলায়ের ডাইলের বেশম ও জিরা মরিচাদি মশলা ও কিছু আতপ চাউলের পিটালু মিশ্রিত করিয়া ঐ পাতার এক পৃষ্ঠে লাগাইয়া পলিতার ন্যায় পাকাইয়া লুই কাটার মত কাটিয়া ঘৃতে কি তৈলে ভাজিলে বড়া ভাজা হয়, ইহাকে কচুবড়া বলে, ইহা খাইতেও সুস্বাদু হয়।

বুনো কচুর মধ্যে কাল কচু কর্ণ রোগের ঔষধ, কর্ণ পাকিলে বা পুঁজ হইলে কাল কচুর ডাঁটাকে নির্ধূম অগ্নিতে অল্প পোড়াইয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতেই কর্ণ পরিষ্কার করিয়া ২।৩ ফোঁটা রস কর্ণে ঢালিয়া দিলে কাণ পাকা বা পুঁজপড়া ভাল হয়। কিন্তু ঐ রস বেশী দিলে কর্ণ কুট কুট করিয়া ধরে ও জ্বালা করে। সাদা কচুর কন্দ ও কচি পাতা এ অঞ্চলের অনেক গরিব দুঃখী খাইয়া থাকে; বিশেষতঃ অন্ন কষ্ট উপস্থিত হইলে অনেককেই উহা খাইতে দেখা যায়। সাদা কচুর কচি [illegible]গুলি প্রথমতঃ শিরাশূন্য করিয়া শাক্র পাতার [illegible] পরিষ্কৃত জলে ধৌত পূর্ব্বক [illegible]দ্রা পাতা [illegible] দিয়া মুড়িয়া উপরে দড়ি [illegible]ষে, অগ্নিতে পোড়াইয়া



39, Manick Bose's Ghat St. Calcutta.

তৈল, লবণ ও কাগজী লেবুর রস দিয়া মাখিলে এক রূপ চাটনী প্রস্তুত হয়, ইহা খাইতে মুখরোচক ও সুস্বাদ হইয়া থাকে। দল কচু পুকুরের মেটে দামের উপর উৎপন্ন হয়, ইহার ডাঁটার ঝাল ও তরকারী খাইতে অতিশয় মিষ্ট ও স্বাদু হয়। তবে সকল দামের কচু মিষ্ট ও সুস্বাদ হয় না। যক্ষ্মা কচুর পাতাগুলি ছোট ছোট হয় এবং ইহা ডাঙ্গা জমীতে হইয়া থাকে। যক্ষ্মা কচু যক্ষ্মা কাশ রোগের একটী ঔষধ। ইহার মূলের কন্দ ১½টী গোল মরিচ দিয়া বাটিয়া রস নির্গত করিয়া ২।৩ দিন পান করিলে যক্ষ্মা কাশ উপশম হইতে পারে।

পুরি কচু, চমুক, ভেরামুণ্ডি ও পুতি কচু দিনাজপুর ও পুর্ণিয়া জেলায় বিস্তর দৃষ্ট হয়, মালদহ জেলাতে ও চাষ আবাদ দৃষ্ট হয়, কিন্তু বেশী নহে। উক্ত দুই জেলায় দেশী ও পলী নামে দুই জাতি বাস করে, তাহারাই এই সকল কচুর চাষ আবাদ করিয়া থাকে।

সকল কচুর চাষ আবাদ একরূপ নহে। মান কচুর চাষ ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে হইয়া থাকে। কিন্তু সাধারণতঃ কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসেই ইহায় চাষের উপযুক্ত সময়। দোআঁশ মৃত্তিকাবিশিষ্ট সরস ক্ষেত্র মানকচু চাষের পক্ষে উৎকৃষ্ট। ক্ষেত্রের মৃত্তিকা খনন ও চুর্ণ করা হইলে এক বা সওয়া হাত অন্তর সারি বান্ধিয়া গর্ত্ত করিবে, অনন্তর ঐ সকল গর্ত্ত মধ্যে চারা রোপণ করিয়া কিয়দ্দিবস পর্য্যন্ত তাহাদের মূলে জল সেচন করিবে। গাছ বড় হইলে তাহাদের মূলস্থ মৃত্তিকা খুঁড়িয়া মূলে ছাই দিতে পারিলে মান কচুর কাণ্ড অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। চারা রোপণ সময়ে তাহাদের কেবল মাইজ পত্রটী রাখিয়া অবশিষ্ট পত্রগুলি কাটিয়া ফেলিবে। কচু মাত্রেরই জমি রৌদ্রপীঠে হওয়া চাই, অধিক রসাল ভূমিতে বা ছায়া বিশিষ্ট স্থানে চাষ করিলে তাহার কচু সুসিদ্ধ হয় না ও মুখে ধরে।

কোন কোন দেশে বর্ষার অব্যবহিত পূর্ব্বে মান কচুর চাষ আরম্ভ হয়। তত্রত্য লোকেরা ক্ষেত্র মধ্যে দুই দুই হস্ত পরিমিত স্থানের উভয় পার্শ্বে নালা কাটিয়া মাটি তুলে, সমুদয় ক্ষেত্রে এইরূপ করা হইলে তোলা মৃত্তিকা উত্তমরূপে চৌরস করিয়া প্রত্যেক ভূমি খণ্ডে দুই দুইটী শ্রেণী করে। অনন্তর প্রতি শ্রেণীতে এক এক হাত অন্তর গর্ত্ত করিয়া চারা রোপণ পূর্ব্বক মূলের খাদ সকল মৃত্তিকা দ্বারা পূর্ণ করিয়া দেয়। বর্ষারম্ভ হইলে চারাগুলি বিলক্ষণ সতেজ হইয়া সম্বৎসরেই স্থূল কাণ্ড হইয়া উঠে। পুষ্করিণী কাটিয়া যেস্থানে মাটী ফেলে সেই স্থানের ঐ নূতন মৃত্তিকায় চারা রোপণ করিলে কচু খুব বড় হইয়া থাকে।

ভেরামুণ্ডি, চমুক, পুরি ইত্যাদি কচুর চাষ, চৈত্র কি বৈশাখ কি প্রথম জ্যৈষ্ঠ মাসে জমিতে চাষ দিয়া গোল আলুর মত এক হস্ত অন্তর চারি অঙ্গুলি পরিমাণ গভীর নালা কটিয়া এক বিঘত অন্তর পুরি কচুর বীজ পুতিতে হয়, পরে ½ হাত কচুর গাছ বর্দ্ধিত হইলে গোড়ার দুই ধার হইতে মাটী তুলিয়া দিতে হয় ও পরে ছাই ছড়াইয়া দেয়, এইরূপে ২।৩ বার কচুর গোড়ায় নিড়ানী দিয়া ছাই ও মাটী দিতে হয়, ছাই কচু গাছের উপযুক্ত আহার, প্রবাদ আছে—"কচু বনে যদি ছড়ায় ছাই, খনা বলে তা'র চেয়ে নাই"। অর্থাৎ কচুবনে যত ছাই ছড়ান যায়, তত কচু গাছের কন্দ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কচু গাছে মাটি

CINCHONA FEBRIFUGE.
Sold by the principal European and Native Druggists of Calcutta. Obtainable from the SUPERINTENDENT, BOTANIC GARDEN, Calcutta. Post. free @ 4 oz, Rs. 3 As. 4. 8 oz., Rs. 6 As. 6. 16 oz., Rs. 12 As. 8. Cash with order.

দেওয়ার সময়ই ইহার নিড়ানীর কার্য্য হয়। এক বিঘা জমীতে ২৷৩ ডালির (?) বেশী বীজ লাগে না। এই সকল কচু শ্রাবণ মাস হইতে বিক্রীত হইতে আরম্ভ হইয়া কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত বিক্রী হয়, কিন্তু শ্রাবণ অপেক্ষা অগ্রহায়ণেই খাইতে ভাল হয়, কারণ শ্রাবণে কিছু আঠাবৎ হইয়া থাকে, অগ্রহায়ণ পৌষে সেরূপ হয় না, এক বিঘা জমীতে অন্যূন ১৫৷১৬ মণ কচু উৎপন্ন হয়, সুতরাং খাজানা, আবাদ খরচ, সেচন ইত্যাদি সকল প্রকার খরচ বাদেও ২০৷২২৲ টাকা লাভ হইতে পারে। কচুর মণ ২৲ টাকা পর্য্যন্ত বিক্রী হয়।

বাঁশা কচু ঐ সকল কচুর ন্যায় লাগাইতে হয় না, ইহা পগার কাটিয়া বা পুকুরের জলে লাগাইতে হয়, কেন না এই কচু জলে বাড়ে, শুকনায় বাড়ে না বলিয়াই নদীর ধারে, পগারে ও পুকুরে লাগান হয়, খনার বচনে আছে,—“নদীর ধারে পুতলে কচু, কচু হয় তিন হাত উচু”। অর্থাৎ নিম্ন ভূমিতেই বাঁশা কচু হইয়া থাকে। ভস্ম পাঁশ সর্ব্বোৎকৃষ্ট সার। এই কচু লাগাইতে পরিশ্রম ও ব্যয় কম পড়ে, পুকুরের খাজানা, গাছ লাগান ও গাছ তুলিয়া উপরকার শিকড় ছড়ান ব্যতীত আর কিছুই খরচ পড়ে না, ইচ্ছা করিলে সকলেই এই কচু লাগাইতে পারেন।—

শ্রীগুরুচরণ রক্ষিত, মালদহ।

---

# জমীর সার।

---

১। জল।

আমাদের দেশের কৃষকেরা জল পাইলেই সন্তুষ্ট। তাহারা সারের বড় একটা অপেক্ষা করে না। ইহার প্রথম কারণ এই যে ধান, ভুট্টা, কলাই, যাহা বঙ্গদেশের সাধারণ খাদ্য, এই কয়টি ফসল জন্মাইবার জন্য বিশেষ উর্ব্বরা জমীর আবশ্যক হয় না। দ্বিতীয় কারণ এই যে, জলের সহিত, বিশেষ বন্যার জল এবং কূপ, পুষ্করিণী ও নালার জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া ঐ সকল ফসলের উপযুক্ত প্রায় সমস্ত সারই আসিয়া পড়ে। তৃতীয় কারণ এই যে, ঐ সকল ফসলের দ্বারা জমীর তেজঃ এত ধীরে ধীরে ক্ষয় হয়, যে শত বৎসর ক্রমান্বয়ে বিনা সারে এই সকল মাত্র ফসল লইলে জমীর উর্ব্বরতা অতি সামান্যই কমিয়া যায়।* এ কারণ জলই এ দেশের সামান্য কৃষিব্যবসায়ের জীবন এবং প্রধান সার বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। জলকষ্ট নিবারণার্থে আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা দীঘি, পুষ্করিণী ও কূপ খনন করিরা পুণ্য সঞ্চয় করিতেন। এক্ষণে সেই উৎসাহের কিছু লাঘব হইয়াছে এমত বোধ হয়। পুষ্করিণী ও কূপ ঝালান প্রথাও অনেক উঠিয়া গিয়াছে। ঝালান কার্য্য দ্বারা জল বৃদ্ধি প্রাপ্ত

---

* উদ্ভিদ বিশেষে শত করা ৪০ হইতে ৯০ কেবল জলভাগ। এই জল শিকড় দ্বারা উর্দ্ধে উঠে। অবশিষ্টাংশের ও প্রায় সমস্ত অঙ্গার বা কয়লা। এই কয়লার ভাগ বায়ু হইতে পত্রের দ্বারা উদ্ভিদ মধ্যে প্রবেশ করে। প্রকৃত সার নাইট্রোজেন, ফসফরিক অ্যাসিড, পটাস ইত্যাদি। এই সকল সারাংশের প্রায় সমস্তই ছাইয়ের মধ্যে পাওয়া যায়; কিন্তু ছাই উদ্ভিদের শতকরা অর্দ্ধ হইতে পাঁচ ভাগ মাত্র। বিঘা প্রতি বৎসরে ধান ও কলাই মাত্র [illegible] আন্দাজ দুই সের নাইট্রোজেন, এক সের ফসফরিক অ্যাসিড ও এক পোয়া পটাস মাত্র জমী হইতে ক্ষয় হয়। বিঘা প্রতি এদেশে বোধ হয় দুই সেরের অধিক নাইট্রোজেন বৃষ্টি ও বায়ু হইতে জমীতে প্রবেশ করে। অতএব [illegible] পরিমাণ প্রকৃত তেজঃই জমী হইতে বাহির হইয়া [illegible]



ও সুমিষ্ট হয়, এবং ঝালাইয়া যে কর্দ্দম ও পাঁক উঠে সেই সকল শুকাইয়া সাররূপে ব্যবহার করিলে শক্তি বৃদ্ধি হয়*। এক্ষণে ইউরোপ খণ্ডের সহিত আমাদের দেশের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হওয়াতে পুষ্করিণী ও কূপ ভিন্ন আরও অন্যান্য জলাগমের সদুপায় প্রচলিত হইতেছে। ইহার মধ্যে একটী প্রধান উপায় এখানে বর্ণনা করা গেল। বঙ্গদেশের প্রায় সকল স্থানেই চৈত্র বৈশাখ মাসেও কূপে ২০ হাতের মধ্যে জল পাওয়া যায়। কূপ খননের সময় ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় যে ২০৷৩০ হাত পর্য্যন্ত এদেশের মাটি দো আঁশ অথবা বেলিয়া। যে যে স্থানে মাটী বেলিয়া বা দো-আঁশ, অর্থাৎ এরূপ যে জল চোয়াইবার কিছু বাধা হয় না, এবং ২০ হাতের মধ্যে চৈত্র বৈশাখ মাসে কূপে জল থাকে, সেই সেই স্থানে জলাগমের একটী সুন্দর উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে। কলিকাতার অনেক লোহার দোকানে আবিসিনিয়ান টিউব ওয়েল নামক এক প্রকার কল পাওয়া যায়। ইহার ব্যবহার অতি সহজ। ইহা কয়েকটী লোহার চোঙ্গা দ্বারা গঠিত। এই চোঙ্গাগুলি একটীর পরে আর একটী ঠিক সরলভাবে মাটির মধ্যে পুতিতে হয়। প্রথম চোঙ্গাটীর মুখ সরু ও ইহা ইস্পাতে নির্ম্মিত। এই চোঙ্গাটীর গায়ে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে। এই ছিদ্র দ্বারা জল চোয়াইয়া চোঙ্গার মধ্যে প্রবেশ করে। চোঙ্গাগুলি একের পর আর একটী সরল ভাবে গাড়িবার জন্য উপরে একটী কপিকল খাটাইয়া ঐ কপিকল হইতে একটী ভারি লৌহখণ্ড অনবরত ফেলিতে হয়। ৩০৷৪০ ফুট চোঙ্গা এইরূপে ২৷৩ ঘণ্টার মধ্যে পুতিতে পারা যায়। পোতা শেষ হইলে উপরের চোঙ্গার উপর আর একটী যন্ত্র বসাইতে পারা যায়। ইহার নাম উইণ্ডমিল বা হাওয়া-কল। এই যন্ত্রের উপরিভাগে একখানি কাষ্ঠের পাখা বায়ুবেগে ঘুরিতে থাকে। এই পাখা যেমন ঘুরিতে থাকে অমনি একটী লোহার শিক্ উপর নীচে চলিতে থাকে। ঐ লোহার শিকের সহিত আর একটী শিক্ কব্জার দ্বারা আট্‌কান থাকে। এই দ্বিতীয় শিক্‌টী পিচকারির ন্যায় জমীতে পোতা চোঙ্গার মধ্যে খেলিতে থাকে। এইরূপ খেলিতে খেলিতে চোঙ্গার মধ্য হইতে জল উপরে উঠিয়া পড়ে। যে মুখ হইতে জল উঠিয়া পড়িতে থাকে সেই মুখের সম্মুখে একটী চৌবাচ্চা বা পাকা নালী গাঁথিয়া রাখিলে, সর্ব্বদাই এই চৌবাচ্চা বা নালী অতি সুন্দর পরিষ্কার জল দ্বারা পূর্ণ থাকিবে। এই জল পানার্থে অন্যান্য জল অপেক্ষা নির্দ্দোষ এবং ক্ষেত্রেও এই জল মাটীর নালী দ্বারা সর্ব্ব স্থানে চালাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। যন্ত্রটীতে মধ্যে মধ্যে তৈল দিলে বিনা মেরামতে অনেক কাল বায়ুবেগে আপনিই চলিবে। যন্ত্রটী এদেশে ভবিষ্যতে অনায়াসে নির্ম্মিত হইতে পারিবে। এক্ষণে কলিকাতা হইতে ক্রয় করিয়া বসাইতে বোধ হয় ৭০০৷৮০০ টাকা খরচ পড়িবে। কিন্তু একটী ভাল ইন্দারা বা পুষ্করিণী খনন ইহা হইতে অল্প ব্যয়ে হয় না। পুষ্করিণী বা কূপের জল মল মূত্র ও জীব জন্তু হইতে রক্ষা করা দুঃসাধ্য, কিন্তু টিউবওয়েল ও উইণ্ডমিল এরূপ ভাবে অপরিষ্কার হইতে পারে না এবং ইহা বায়ুর বেগে বিনা পরিশ্রমেই গভীর স্থান হইতে সুমিষ্ট জল আনিয়া তুলে। যে সময় বা যে দিবসে বায়ু একবারে নিস্তব্ধ থাকিবে তখন কল বন্ধ থাকিবে; কিন্তু চৌবাচ্চা বা নালী সর্ব্বদাই পূর্ণ থাকিবে; কেন না দিবা রাত্রি যখন যে দিবস বায়ু চলিবে, তখনই কল চলিতে ও জল উঠিতে থাকিবে। বায়ুর বেগ না থাকিলেও পিচকারি কল ও হাওয়া কলের সহিত যোগ করিবার

---

* যে সকল পুষ্করিণীতে পাট পচান হয় সেইসকল পুষ্করিণীর জল বিশেষ তেজস্কর। পাট ও পাটকাটিতে বিশেষ কিছুই সার নাই। ত্বকস্থিত সারপদার্থ প্রায় সমস্তই পুষ্করিণীর জলের সহিত মিশ্রিত হয়।

জন্য যে খিল আছে সেইটী খুলিয়া ফেলিয়া, একটী চাকা বা হাতলের দ্বারা পিচকারি-কল মজুরের দ্বারা আনাহিনা চালান যাইতে পারে। এইরূপে বায়ু নিস্তব্ধ থাকিলেও কল হইতে জল উঠান যাইতে পারে। হাওয়া-কল আদৌ ব্যবহার না করিয়া কেবল পিচকারি কলের দ্বারা মজুর লাগাইয়া টিউব-ওয়েল ব্যবহার করা চলিতে পারে। দেশী নিয়মে ফসলে জল দেওয়া অতি সুন্দর। ইহাতে প্রথম খরচ অতিশয় অল্প হয়। ডোঙ্গা, সেউনি, ডোল ও তেড়াকল প্রায় সকল কৃষকই দেখিয়াছে এবং ইহাদিগের বিশেষ বিবরণ এখানে আবশ্যক করে না। সাধারণতঃ দেশী ও বিলাতী সকল প্রকার জল তুলিবার উপায়ের মধ্যে আমাদের দেশের পক্ষে সেউনিই শ্রেষ্ঠ।

অনাবৃষ্টি অতিক্রম করিবার আর এক উপায় গভীর শিকড়যুক্ত ফসলের চাষ করা। অনাবৃষ্টি হইলে জমীর উপরিভাগের এক ফুট জমী যত নীরস হইয়া পড়ে, তাহার নিম্নস্থ জমী সেরূপ নীরস হয় না, এবং গভীর শিকড় থাকিলে ফসলের বিশেষ ক্ষতি হয় না। কোন কোন প্রকার ধান্যেরও শিকড় গভীর মৃত্তিকায় প্রবেশ করিতে পারে এবং অনাবৃষ্টিতে ঐ সকল জাতীয় ধান্যের ততদূর ক্ষতি হয় না। যব অপেক্ষা গমের শিকড় গভীর মাটিতে প্রবেশ করে একারণ জমী নিতান্ত শুষ্ক হইলেও গমের বিশেষ ক্ষতি হয় না, কিন্তু যবে জল ছেঁচিয়া দেওয়া আবশ্যক হয়।

অনাবৃষ্টিতে যেমন ক্ষতি হয়, অতিবৃষ্টি ও বন্যায়ও সেইরূপ ক্ষতি হয়। বন্যার জন্য প্রস্তুত থাকিলে বন্যা দ্বারা ক্ষতি অপেক্ষা লাভই অধিক। মিসর দেশে নীল নদের প্রবাহ দ্বারা বন্যার জলে দূরস্থ পর্ব্বত সমূহ হইতে সারবান পদার্থ আসিয়া জমী এত উর্ব্বরা হ যে বন্যার পরে উপর্য্যুপরি বৎসরে তিন ফসল ঐ সকল জমীতে উৎপন্ন হয়। এদেশে অনেক জেলা বন্যা দ্বারা মিসর দেশের ন্যায় অনায়াসে চির উর্ব্বরতা লাভ করিতে পারিত কিন্তু বাঁধ বাঁধিয়া উর্ব্বরতার পন্থা আমরা বন্ধ করিয়া দিয়া নিজেদের সর্ব্বনাশ নিজেরাই করিয়াছি। এখনও যে যে জেলায় প্রতি বৎসর বন্যা হয় সেখানে জমী অধিক উর্ব্বরা হয় এবং শস্যও অধিক জন্মে। ঐ সকল জেলার লোকেরা ডোবা খনন করিয়া মৃত্তিকা স্তূপাকার করিয়া তাহার উপর গৃহ নির্ম্মাণ করে। ঐ সকল ডোবাতে কৃষকের অনেক প্রকার উপকার হয়, এবং বন্যার স্রোতে বর্ষে বর্ষে জল আসিয়া ডোবাগুলি ধৌত হইয়া ডোবা দ্বারা পল্লির স্বাস্থ্যেরও বিশেষ ক্ষতি হয় না। ফলতঃ বন্যা প্লাবিত স্থান সকলে কৃষকদের অবস্থা কেবল সচ্ছল এমন নহে, তাহারা অন্যান্য কৃষকের ন্যায় জ্বর, বিসূচিকা প্রভৃতি রোগগ্রস্তও হয় না। বন্যার জলে বর্ষে বর্ষে গ্রামের ময়লা সকল ধৌত হইয়া শস্যক্ষেত্রে বিস্তৃত হইয়া উহার উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করে।

২। বড় তুঁত ও অন্যান্য বৃক্ষের আবাদ।

অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি ও জমীর অনুর্ব্বরতার প্রতিকারের আর একটী শ্রেষ্ঠ উপায় আছে। এই উপায় বৃক্ষ রোপণ। আম, কাঁঠাল, নারিকেল, বাঁশ এই সমস্ত গাছের উপকারিতা সকলেই জানে। গাছের শিকড় এত বিস্তৃত ও গভীর যে বৃষ্টি নাই হউক, বন্যায় অন্যান্য ফসল নষ্টই হউক, এবং শত শত বৎসর ফসল জন্মিয়া জমীর উপরিভাগ নিস্তেজই হউক, গাছগুলি প্রথম সার দিয়া ঠিকভাবে লাগাইতে পারিলে, পরে আর কিছুই ভাবিতে হয় না। সকল ফসল লোকসান হইলেও গাছগুলি হইতে কিছু না কিছু উৎপন্ন হইবে। কৃষকেরা নিজ নিজ শস্যক্ষেত্রে পঞ্চাশ হাত অথবা অন্ততঃ একশত হাত তফাতে এক একটী মনুষ্য ও গৃহপালিত পশুর আহারীয় বৃক্ষ রোপণ করিলে, তাহাদের আকালের সময় অনাহারে



মরিবার ভয় থাকে না। যত প্রকার বৃক্ষ আছে তাহার মধ্যে মোরস সেরেটা নামক এক প্রকার তুঁত জাতীয় গাছ বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা উপকারী। ইহা ৫০।৬০ হাত উচ্চ হয়, ইহার কাষ্ঠ অতি উৎকৃষ্ট। ভুটান দেশে ইহার পাতা গরু ছাগল প্রভৃতি জন্তুকে খাইতে দেয়, এবং ইহার নরম নরম পাতাগুলি মানুষে রাঁধিয়া খায়। ইহার ফল প্রায় দশ আঙ্গুল লম্বা হয় এবং পাকিলে সবুজই থাকে কিন্তু অতি সুমিষ্ট হয়। যেমন ছোট জাতীয় তুঁত গাছের পাতা খাইয়া রেশমের পোকা কোয়া প্রস্তুত করে, এই প্রকাণ্ড তুঁত গাছের পাতা খাইয়াও রেশমের পোকা সেইরূপ কোয়া করে। পোলুর নাদি ও কাশায় অতি তেজস্কর সার। এই জাতীয় তুঁতগাছ রোপণ করিলে গভীর ভূগর্ভ হইতে শিকড় ও ডালের মধ্য দিয়া সারবান পদার্থ উঠিয়া পত্র সমূহে বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং কোন না কোন রকমে জমীর উপরি ভাগ সারবান করিয়া তুলে। ঐ পত্র পোলু পোকা খাইয়া তাহার সারাংশ আরও বাড়াইয়া দেয়। পোলু পোকা পাতা খাইলে পাতার জল ভাগ ও অঙ্গারক বায়ুর অধিকাংশ, প্রশ্বাস বায়ু দ্বারা বাহির হইয়া যায়। পক্ষীর ন্যায় পোলু পোকা মূত্র ত্যাগ করে না; কিন্তু পক্ষীর টাট্‌কা বিষ্ঠা অপেক্ষা পোলুর টাট্‌কা বিষ্ঠায় জল ভাগ অনেক অল্প। যত প্রকার মল আছে তাহার মধ্যে পোলুর নাদিই অধিক সারবান ও তেজস্কর। একারণ উক্ত জাতীয় তুঁতগাছ রোপণ দ্বারা কৃষকের অনেক প্রকার উপকার দর্শে।

৩। অরহর ও নীল রোপণ।

বিলাতে চাষিরা বড় মানুষ। তাহারা প্রায় ১০০০ বিঘা জমী চাকর রাখিয়া চাষ করে। তাহারা ৩।৪ টাকায় এক মণ এরূপ দরের অনেক সারবান পদার্থ ক্রয় করিয়া জমীতে দেয় ও এইরূপে জমীর তেজঃ বৃদ্ধি করে। এদেশে বহুমূল্য সার কেনা দূরে থাকুক গোবর পর্য্যন্ত জ্বালানি কার্য্যের জন্য ব্যবহার না করিলে কৃষকদের আর উপায় নাই। একারণ জলসেচন ও বৃক্ষ-রোপণ জমী সারবান করিবার প্রধান দুই উপায় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল। আর একটী সহজ উপায়ে জমি সারবান করা যায়। অসার জমিতে অরহর বপন করিলে পরোক্ষ ভাবে জমি সারবান হয়। সারবান জমীতে অরহর লাগাইলে ডাল পাতা অনেক হয় বটে কিন্তু ফল অতি অল্পই হয়। অন্যান্য ফসল, যাহাদের সুঁটি হয় তাহাদেরও প্রায় এই নিয়ম অর্থাৎ সার দিলে পাতা অধিক হয় কিন্তু ফল কম হয়। নিস্তেজ জমীতে ডাইল, কলাই, বিশেষতঃ অরহর লাগাইলে এইরূপ বলকারক একটী শস্য অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়, এমন নহে, ইহার দ্বারা জমীর উর্ব্বরতা বাস্তবিক বৃদ্ধি হয়। অরহর গভীর শিকড় দ্বারা ভূগর্ভ হইতে সারবান পদার্থ আনিয়া জমীর উপরে সঞ্চিত করে ও গলিত পত্রাদি রূপে ক্ষেত্রে বিস্তীর্ণ করে। ইহা ব্যতীত ডাল কলাই ও অরহরের আর একটী বিশেষ গুণ এই যে ইহাদের বায়ু হইতে একটী বিশেষ সারবান পদার্থ টানিয়া লইবার ক্ষমতা আছে *। অতএব মধ্যে মধ্যে অরহর জন্মাইয়া কেবল ডাইলের জোগাড় হয় এমত নহে, এই ফসল লইবার কারণ জমী হীন-বল না হইয়া বরং আরও তেজস্কর হয়। অরহরের ন্যায় নীলেরও জমীকে সারবান করিবার ক্ষমতা আছে। বঙ্গদেশের কৃষকেরা নীল-বিদ্রোহ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে মাত্র।

৪। ফসল কর্ত্তনের পর পাইট।

অগ্রহায়ণ পৌষ মাসে ধান্যাদি ফসল কাটিয়াই, জমীতে যে গোড়া গুলা থাকিবে সেই গুলা আগুনে জ্বালাইয়া দিবে এবং পরে একটী চাষ দিয়া জমী

* নাইট্রোজেন।

ফেলিয়া রাখিবে। অগ্নি দ্বারা বাস্তবিক জমীর যে সার বৃদ্ধি হয় তাহা নহে, কিন্তু গাছের গোড়া ও মাটীর উপরিভাগ পুড়িলে কতকগুলি পদার্থ সহজে শিকড় দ্বারা উদ্ভিদের গ্রহণোপযোগী হয়। অগ্নি-দাহ দ্বারা আর একটী উপকার হয়, ফসলের কীটাদি জনিত রোগের বীজ অগ্নি দ্বারা নষ্ট হয়। নিস্তেজ জমীতে এই জ্বালান প্রথা ভাল নহে। ফসল কর্ত্তনের পরেই একটী চাষ দিয়া রাখিলে বায়ু সংযোগে জমীর মধ্যে এক প্রকারের সার* সঞ্চয় হয়।

৫। বলদকে সর্ষপ প্রভৃতির খৈল খাওয়ান।

ধান্য কলাই প্রভৃতি সাধারণ ফসল দ্বারা যে অল্প পরিমাণ সারাংশ জমী হইতে বাহির হইয়া যায় তাহা, সর্ষপ অথবা তিসির খৈল অন্যের নিকট ক্রয় করিয়া বলদকে খাওয়াইলে সেই বলদের মল মূত্র দ্বারা পূর্ণ হইয়া যায়; অধিকন্তু জমীতে বাহিরের সার পর্য্যাপ্ত পরিমাণ আসিয়া পড়ে। বলদের মল যদি জ্বালাইবার জন্য ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলেও মূত্র ও ঘুঁটের ছাই জমীতে থাকিয়া উপকার করিবে। গাছের গোড়ায় যদি সর্ষপের খৈল বা ছাই দেওয়া যায় তাহা হইলে কেবল গাছের তেজঃ বৃদ্ধি হয় এমত নহে, গাছে পোকা লাগিবার ভয় ও কম হয়।

৬। পুষ্করিণী ঝালান।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে বিলাতের কৃষকদিষের ন্যায় এদেশের কৃষকের পক্ষে সাক্ষাৎ ভাবে সার ক্রয় করিয়া জমীতে দেওয়া দুষ্কর; একারণ পাঁচটী অসাক্ষাৎ উপায় বলা হইয়াছে। আর একটী উপায় বর্ণনা করিয়া এইবার সাক্ষাৎ অথচ অনায়াসে সাধ্য উপায় কতকগুলি নির্দ্দেশ করা যাইবে। সকল গ্রামের মধ্যেই একটী করিয়া পানীয় জলের জন্য পুষ্করিণী এবং গ্রামের পশ্চাতে এক বা ততোধিক ময়লা জলের পুস্করিণী আছে বা থাকা কর্ত্তব্য। ঘর উচ্চস্থানে করিবার জন্য অনেক মাটি তুলিতে হয় এবং তাহাতে গ্রামের পশ্চাতে অনেক ডোবা হইয়া পড়ে ঐ ডোবাগুলি ক্রমশঃ যোগ করিলে একটী অল্প গভীর ঝিলের ন্যায় হইয়া পড়িবে। বৃষ্টি হইলে গ্রামের সমস্ত ময়লা ধুইয়া গিয়া যাহাতে ঐ ঝিলের মধ্যে পড়ে এমন সমস্ত নালা থাকা কর্ত্তব্য। ঐ ঝিলে মাছ ছাড়িলে এবং সোলা, পানিফল এবং কেসুর জন্মাইলে জলের দোষ অনেকটা কাটিয়া যাইবে; এবং পানের জন্য ব্যবহার না করিয়া অন্যান্য কার্য্যে অনায়াসে ঐ জল ব্যবহার হইতে পারে। ৪।৫ বৎসর অন্তর গ্রীষ্মের সময় ঐ ঝিল ঝালাইয়া দিলে এবং এক হাত পরিমাণ মাটী খনন করিয়া লইলে, যে সকল ঝাজি, পাঁক ও মাটী বাহির হইবে ঐ সমস্ত শুকাইয়া জমীতে সাররূপে ব্যবহার করিলে জমীর বিশেষ তেজঃ হয়। কোন ফসলের উপর টাট্‌কা পাঁক বা পুষ্করিণীর মাটী দেওয়া উচিত নহে। উহাতে উদ্ভিদের পক্ষে বিষময় পদার্থ আছে। শুকাইয়া গেলে সেই দোষ কাটিয়া যায়। কেহ যেন এমন না মনে করেন যে গ্রামের সমস্ত ময়লা ধুইয়া যদি গ্রামের পশ্চাতেই একটী ঝিলে জমা করিয়া ৪।৫ বৎসর রাখা হইল তবেত গ্রামের মধ্যে বিসূচিকা প্রভৃতি রোগ হইলে সেটী বৎসরে বৎসরে হইবারই সম্ভাবনা রহিল*। পানের জন্য এজল অব্যবহার্য্য হইলেও এজল হইতে রোগের বীজ উড়িয়া, বা অন্য কোন রকমে, গ্রামের মধ্যে আসিতে পারে না।—ক্রমশঃ।—শ্রীনিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় এম,এ, এম,আর,এ,সি।

* নাট্রোজেন জনিত সার (অ্যামোনিয়া প্রভৃতি)।

* রোগের বীজগুলি শুষ্ক অবস্থায় জীবিত থাকে। জলের সহিত মিসাইয়া গেলে অল্প দিবসের মধ্যেই রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু পানের জন্য এ জল উপযুক্ত নহে।



# ডোন সাহেবের ঔষধাবলী।

এই সকল প্রসিদ্ধ ঔষধাবলি এ দেশে নূতন বলিয়া কর্ত্তব্যবিধায় সর্ব্বসাধারণকে তাহাদের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছি। প্রথমতঃ ঐ ঔষধাবলির মধ্যে জেমস্ ডোন সাহেবের নামিও তিনটি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রধান ঔষধ আছে; যথা—ডোনের ডাইজেষ্টিব পিল, ডোনের কিডনী পিল, এবং ডোনের মলম।

## (১) ডোনের ডাইজেষ্টিব্ পিল

এইগুলি সাদা ছোট ছোট বটিকা কোন বিশেষ গাছ গাছড়ায় প্রস্তুত এবং এই ঔষধ যকৃত পাকস্থলি ও উদরের পক্ষে মহোপকারী। ইহা পিত্ত-নিঃসরক এবং যকৃৎকে সতেজ করিয়া উদরকে রোগোম্মুক্ত করিতে বিশষ সাহয্য করে শরীরের নষ্ট পদার্থগুলি দূরীভূত করে এবং এতাদ্বারা শরীরকে নির্দ্দোষ ও নিরাময় করে। ইহা শুনিতে পাওয়া যায় যে, ইহার দুটি কি তিনটি বটিকা রাত্রিতে সেবন করিলে পর প্রাতঃকালে কোষ্ঠশুদ্ধি করিয়া সমস্ত শরীরকে সতেজ প্রফুল্লিত করে। এই বটীকা রীতিমত সেবন করিলে শিরঃপীড়া, কোষ্ঠবদ্ধ ও দৌর্ব্বল্য দূর করে ও হজমশক্তি বৃদ্ধি করে এবং রোগোম্মুক্ত করিয়া রক্তকে পরিষ্কার করে। নিরোগ যকৃৎ ও নিয়মিতরূপে দৈনিক কোষ্ঠশুদ্ধি থাকিলে জ্বর ওলাউঠা ও প্লেগের ভয় থাকে না; কারণ এই সকল পীড়া দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগকেই আক্রমণ করিয়া থাকে। উল্লিখিত কারণে আমাদের বিশ্বাস এ দেশের লোক ডোন সাহেবের ডাইজেষ্টিব্ পিল, সানন্দে ব্যবহার করিবেন। ইহার আর এক বিশেষ গুণ যে, এই পিলের কার্য্য এমন সহজ যে, যে সকল রোগীরা পূর্ব্ব প্রচলিত বদ্খৎ বা কড়া বিরেচক ব্যবহার করিতে পারে না, তাঁহারাও ইহা অনায়াসে ব্যবহার করিতে পারিবেন।

শেষ কথা, ডোন সাহেবের ডাইজেষ্টিব পিল এত অল্প মুল্যে বিক্রয় হইতেছে যে দুঃখী পীড়িত



ব্যক্তিরাও সহজে কিনিতে পারে এবং তজ্জন্য এই পিল প্রস্তুতকারীর নিকট আমরা কৃতজ্ঞ। আমরা শুনিয়াছি এই ডাইজেষ্টিব পিল ঔষধবিক্রেতারা ও সওদাগরেরা। তিন রকমের বোতল বিক্রয় করে; এক রকম বোতলের মূল্য ।০ চারি আনা, আর রকমের মূল্য ॥০ আট আনা ও তৃতীয়টির মূল্য ৷৷৷০ বার আনা এবং সদাসর্ব্বদা বোতলের আবরণে জেম্স ডোনের এই ছবি থাকে। ইহা ভিন্ন ঔষধ আসল নহে জনিবে। ডোনের মেডিসিন পি, ও বক্স ২০ বম্বে, এই ঠিকানায় পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ঔষধের নমূনা পাইবেন।

## (২) ডোনের কিড্‌নি পিল

ইহা মূত্রকোষ ও মুত্রাধারের যাবতীত পীড়ার ধন্বন্তরী যে সকল ডাক্তারেরা এই ঔষধ ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহারা ইহার গুণগান উচ্চকণ্ঠে করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন ইহাতে প্রস্রাব বেশ সরল রাখে এবং মূত্রকোষের ও মূত্রাধারাবের যাবতীয় রোগে, বাতে, শোথে, মূত্রকৃচ্ছে, হাত পিঠের বেদনাতে, অনিদ্রায়, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে এবং নানাবিধ রক্তদোষের পীড়ার আশ্চর্য্যজনক ফলপ্রদ ডোনের কিড্‌নি পিলের মূল্য প্রতি বোতল ২৲ দুই টাকা মাত্র। প্রতি বোতলের আবরণে বা লেবেলে ডোনের নামের সঙ্গে একটী পাতার প্রতিকৃতি আছে এবং এই চিহ্নই ঔষধের অকৃত্রিমতার পরিচায়ক।

## (৩) ডোনের অয়েণ্টমেণ্ট

এই ঔষধ গায়ে লাগাইতে হয়। ইহাতে দাদ, খোস. পাঁচড়া, অর্শ এবং অন্যান্য চর্ম্মরোগ আরোগ্য হয়। ইহা নির্দ্দোষী গাছ গাছড়ায়



প্রস্তুত এবং সকল ইংরাজী রিপোর্টেই ইহার আরোগ্যশীল গুণের কথা উচ্চৈস্বরে কীর্ত্তন করে। ডোনের ছবি আছে। এদেশে এই মূল্যবান্ ঔষধত্রয়ের কথঞ্চিৎ ব্যবহার দেখিলেই অতিরিক্ত রিপোর্ট প্রচার করিবার ইচ্ছা রহিল।

## ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল্ এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল্ ওয়ার্কস্।

কন্‌সলটিং ফিজিসিয়ান ডাক্তর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বসু এল. এম. এস. ( মেও হস্পিটালের পুর্ব্বতন হাউস্ সার্জ্জন্ এবং চিৎপুর ডিসপেন্সারির ভূতপূর্ব্ব রেসিডেন্ট্ সার্জ্জন্ ) কন্‌সল্টীং কেমিষ্ট শ্রীযুক্ত বাবু কিরণচন্দ্র মিত্র এম, এ, ( প্রফেসর কেমিষ্ট্রী )

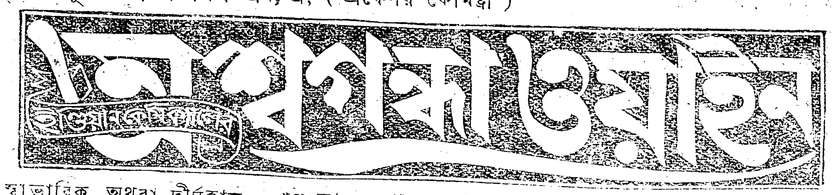

# অশ্বগন্ধা ওয়াইন

ইণ্ডিয়ান কেমিক্যালের

স্বাভাবিক অথবা দীর্ঘকাল রোগভোগের পর শারীরিক অথবা মানসিক অবসাদ, বাল্য ও যৌবনসুলভ অত্যাচারবশতঃ স্নায়ু ও মস্তিস্ক দৌর্ব্বল্য, সকল প্রকার পুরাতন মেহ, স্মৃতিশক্তির অভাব, অকালবার্দ্ধক্য, দৃষ্টিক্ষীণতা, শিরঃপীড়া, পৃষ্ঠে বেদনা, জীবনীশক্তির হ্রাস, পাঠাদি কর্ত্তব্য কর্ম্মে আলস্য, মনের চাঞ্চল্য, অল্পশ্রমে কাতরতা ধারণাশক্তির অভাব, অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, নিদ্রাল্পতা, যৌবনোচিত স্ফূর্ত্তির বিলোপ, সর্ব্বদা ব্যাধিশঙ্কা প্রভৃতি উপসর্গ দূর করিতে "আমাদের অশ্বগন্ধা-ওয়াইন" অমোঘ শক্তিশালী মহৌষধ। ইহা শ্বাস, কাশ, প্রমেহগ্রস্ত রোগী, এবং বৃদ্ধ, দুর্ব্বল ও ভগ্নস্বাস্থ্য ব্যক্তির পরম কল্যাণকর। ৪ আঃ শিশি ১৲ টাকা। ডজন ১১৲ পাউণ্ড ( ১৬ আউন্স ) ৩॥০ টাকা।

## এক্সট্রাক্ট্ ক্ষেতপাপড়া কম্ কণ্টকারী লিকুইড্ কোঃ।

ক্ষেতপাপড়া কণ্টিকারী প্রভৃতির গুণ ভারতবাসীর অবিদিত নাই। ইহা ম্যালেরিয়া জ্বর, সর্দ্দি ও কাশিসংযুক্ত জ্বর, মেহ ঘটিত জটিল জ্বর, প্লীহা ও যকৃত বিবৃদ্ধি প্রভৃতি সর্ব্বজন বিদিত অমোঘ ঔষধ। নিয়মিত সেবনে কোষ্ঠ শুদ্ধি থাকে এবং ক্ষুধাবৃদ্ধি হয় ও রোগী পূর্ব্ব স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হয়। ৬ আউন্স শিশি ১।০ পাঁচ সিকা, ডজন ১৩॥০ টাকা, পাউণ্ড ২৸০ টাকা

### ভীষণ প্রতারণা,—

ভয়ানক অনুকরণ, ক্রেতাগণ সাবধান! আমাদের আদি আবিষ্কৃত। "অশ্বগন্ধা ওয়াইন্" প্রভৃতি কতিপয় ঔষধের উপকারীতার জন্য বিক্রয় বাহুল্য হেতু লোভবশতঃ কতিপয় লোকে আমাদের অশ্বগন্ধা-ওয়াইনের জঘন্য নকল ও জাল করিয়াছে। ক্রয়কালীন "ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল্ এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল্ ওয়ার্কস, ৭৪ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট এবং পার্শ্বের "ট্রেড" মার্ক বিশেষ করিয়া দেখিয়া লইবেন; নতুবা ভ্রম প্রমাদে পড়িবেন ও সম্পূর্ণ প্রতারিত হইবেন।

### এসেন্স অব দ্রাক্ষা।

স্বাভাবিক কোষ্ঠ কাঠিন্য, রক্তাল্পতা, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, রক্তপিত্ত, সর্দ্দি, কাশি, অজীর্ণ, অর্শ প্রভৃতি রোগে সম্যক্ ফলপ্রদ। অতিরিক্ত পরিশ্রমের পর একমাত্র "এসেন্স অব দ্রাক্ষা" সেবনে দেহে নব বলের সঞ্চার হয়। ৪ আঃ শিশি ১৲ ডজন ১১৲ টাকা; পাউণ্ড ( ১৬ আউন্স ) ৩॥০ টাকা।

ডাকমাশুলাদি ব্যয়;—৪ আউন্স এক শিশি ॥/০ আনা, ২ শিশি ॥৵০ আনা; ৩ শিশি ৸/০ আনা, ৬ শিশি ১।০, পাঁচ সিকা, ১২ শিশি ১৸/০ আনা। এক পাউণ্ড বোতল ৸/০ আনা। এক ঔষধ একত্রে তিন শিশি লইলে ডজনের দরে দেওয়া হয়। বহুবিধ দেশীয় ঔষধের তালিকা পুস্তকের জন্য আবেদন করুন।

একমাত্র প্রস্তুতকারক,—ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল্ এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল্ ওয়ার্কস্, ৭৪ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।





## ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন।

নূতন বর্ষারম্ভ হইতেই মেম্বরশ্রেণীভুক্ত হইবার উপযুক্ত সময়। যাঁহারা এক্ষণে ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসনের মেম্বরশ্রেণীভুক্ত হইবেন বা আছেন, তাঁহারা নিম্নলিখিত বীজগুলি পাইবেন।

সভারেণ মেম্বর হইলে—গ্রীষ্মকালে বপনোপযোগী

| | | |
|---|---|---|
| দেশী সবজীবীজ | ২৪ রকম | ২।০ |
| „ ফুলেরবীজ | ২০ „ | ২।০ |
| শীতের বিলাতী সবজীবীজ আমেরিকার টিনে মোড়াই করা | ২৪ রকম ১ বাক্স | ৫॥০ |
| শীতের বিলাতী সটন কিম্বা ল্যাণ্ড্রেথের ফুলের বীজ ১ বাক্স | | ৪॥০ |
| শীতের দেশী সবজীবীজ | ২৪ রকম | ২।০ |
| ডাকমাশুল ইত্যাদি | | ১।০ |
| | | —১৮৲ |

সাধারণ মেম্বর হইলে—

গ্রীষ্ম বর্ষাকালের বপনোপযোগী

| | | |
|---|---|---|
| দেশী সবজীবীজ | ২৪ রকম | ২।০ |
| „ ফুলের বীজ | ১০ „ | ১৵০ |
| শীতকালের বপনোপযোগী আমেরিকার মোড়াই করা এক বাক্স ২৪ রকম বিলাতী সবজী বীজ | | ৫॥০ |
| বিলাতী ফুল বীজ ৮ প্যাকেট | | ১॥০ |
| দেশী সবজী বীজ ১৮ রকম | | ১৵০ |
| ডাকমাশুল ইত্যাদি | | ॥০ |
| | | —১২৲ |

এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক মেম্বর আমাদিগের দ্বারা পরিচালিত বাঙ্গালা মাসিক পত্র "কৃষক" প্রতি মাসে এক কপি করিয়া পাইবেন এবং এসোসিয়েসন হইতে স্বতন্ত্র বীজ গাছাদি খরিদ করিলে ৫৲ পর্য্যন্ত টাকায় /০ এবং ৫৲ অধিক হইলে শতকরা ১০৲ হিঃ কমিশন পাইবেন।

স্পেশ্যাল মেম্বর ঃ—কৃষকের গ্রাহকগণ এসোসিয়েসনের স্পেশ্যাল মেম্বর। তাঁহারাও বীজ গাছাদি খরিদ করিলে উচ্চহারে কমিশন পাইবেন।

সভারেণ মেম্বরকে বার্ষিক এক সভারেণ বা ১৫৲ টাকা, সাধারণ মেম্বরকে বার্ষিক ১০৲ ও স্পেশ্যাল মেম্বরগণকে কৃষকের বার্ষিক মূল্য ২৲ দিতে হয়।

## SECRET OF A NEW TRADE

বা একটী নূতন আমেরিকান ব্যবসায়ের গূঢ়তত্ত্ব। অতি অল্প পুঁজিতে কেমন করিয়া ব্যবসায় করিতে হয় এই পুস্তকে তাহা অকপটভাবে লিখিত হইয়াছে। অসহায়, পুঁজীশূন্য যুবকগণ, অনায়াসে ঘরে বসিয়া অন্য কার্য্য-থাকা সত্ত্বেও উপার্জ্জন করিতে পারিবেন। আমেরিকা কানাডা প্রভৃতি দেশের লোকে এই ব্যবসায় দ্বারা লক্ষপতি হইয়াছেন। যে সকল যুবক প্রকৃতই স্বাধীন জীবিকার প্রয়াসী কেবল এ পুস্তক তাহাদিগকেই বিক্রয় করা হইবে—সমস্ত পুস্তকই শীলমোহর করা এন্‌ভেলপের মধ্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। অতি গূঢ় রহস্য—সেইজন্য এইরূপ করা হইয়াছে যিনি এই পুস্তক প্রকৃত ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে ক্রয় করিবেন তিনি নিশ্চয়ই এ গূঢ় রহস্য প্রকাশ করিবেন না—ইহাই নিশ্চয়। ইউনিভারসাল এড্‌ভারটাইজিং এজেন্সীর ম্যানেজার মিঃ এস, পি, চাটার্জ্জী দ্বারা প্রণীত, মূল্য বিলাতি বাঁধাই ॥৵০ সাধারণ ॥০ আট আনা ভি, পি, স্বতন্ত্র। শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়। বেঙ্গল লাইব্রেরী ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

## বয়েজ টেলিফোঁন।

খুব ভাল ট্রানস্‌মিটার দেওয়া প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূর হইতে কথা কহিতে ও গান করিতে পারিবে অতিশয় আমোদজনক। এ বাড়ী হইতে অন্য বাড়ীতে এই টেলিফোন দ্বারা কথা কহা যাইবে। এমন কি ফিস্ ফিস্ কথা পর্য্যন্তও শুনা যাইবে। প্রত্যেক দিকে ২টী করিয়া সুন্দর ইনামেল টিউব দেওয়া আছে। একটী কানে দিয়া শুনিতে হয়, অন্যটীতে কথা বলিতে হয়। একটী বাক্‌সে প্যাক হইয়া যাইবে ১ নং ৸/০ প্যাকিং ভিঃ পিঃ সমেত ১।০। বেশী নাই।

### "রুজ"।

কাল রংও মুহূর্ত্তের মধ্যে সদ্য প্রস্ফুটিত গোলাপের ন্যায় দেখাইবে, রূপসীর রূপের উপর এক পোচ্ দিলে কেমন হয় বুঝুন। কনে সাজাইতে বেশ জিনিস ভাল গোলাপে সুবাসিত; নির্দ্দোষ জিনিসে প্রস্তুত। দাম ১ শিশি ॥০ ভিঃ পিঃ প্যাকিং স্বতন্ত্র।

বিনামূল্যে আমাদের মূল্যতালিকা পাঠান যায়।

এস্, পি, চাটর্জ্জী এণ্ড সন, আমেরিকার অভিনব দ্রব্য আমদানীকারক, ৫৬ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

## শিল্প ও সাহিত্য—

মাসিক পত্রিকা—(সচিত্র)

বার্ষিক মূল্য ১॥০

সম্পাদক শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী।

ইহাতে ফটোগ্রাফি (আলোকচিত্রণ) চিত্রাঙ্কন ও সাহিত্য সম্বন্ধীয় অনেক প্রবন্ধ থাকে। প্রতি সংখ্যায় দুই এক খানি মনোহর চিত্র সন্নিবেশিত থাকিবেই। পত্রিকা খানি শিল্পানুরাগী ব্যক্তির বিশেষ প্রয়োজনীয় সাহিত্যানুরাগীরও অতি আদরের।

ছায়া বিজ্ঞান। দ্বিতীয় সংস্করণ মূল্য ॥০ আনা।
আলোক চিত্রণ। তৃতীয় সংস্করণ মূল্য ॥০ আনা।
শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত।
ফটো শিক্ষার পক্ষে এই দুই খানি পুস্তক অত্যুৎকৃষ্ট।

১৭নং শ্রীনাথ দাসের লেন, বহুবাজার কলিকাতা
ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুল হইতে প্রকাশিত।

(যিনি লইবেন তিনিই শিখিবেন)

## "৫টী অব্যর্থ মন্ত্রৌষধি।"

১। ধাতুদৌর্ব্বল্য, যৌবনোচিত শক্তি হ্রাস, বাজীকরণাদি। ২। স্তন্য ও গো দুগ্ধ বৃদ্ধি করণ ৩। ঐকালিক ও পালা জর. ৪। খোস পাচড়া চুলকণার তৈল, ৫। ভৌতিক জর, এই পাঁচটী পরীক্ষিত ও ১ দিনে ফলপ্রদ ঔষধ এযাবৎ বিনা-মূল্যে বহু সহস্র ব্যক্তি দ্বারা পরীক্ষিত হইল। এক্ষণে এই পাঁচটীর প্রস্তুত প্রণালী যে কোনও ব্যক্তি শিখিতে ইচ্ছা করেন, বিলম্ব না করিয়া পাঠ মাত্র অগ্রিম ১৲ এক টাকা মনি অর্ডারে পাঠাইবেন, ভিঃ পিঃ হইবে না। নিস্ফলে যথা ধর্ম্মতঃ লিখিলে মূল্য ফেরৎ দিব। প্রত্যেক শিক্ষার্থী এক খানি "গম্ভীরার গীত" নামক মজার গানের পুস্তক উপহার পাইবেন, বিলম্বে উপহার ফুরাইয়া যাইবার সম্ভাবনা।

জি, সি, সরকার, কুশীদা, তুলশীহাটা পোঃ মালদহ

## ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুল।

এখানে ফটোগ্রাফি, হাপটোন ব্লক, উড এন্‌গ্রেভিং, কপার প্লেট ইত্যাদি প্রস্তুত হয়। বিচক্ষণ শিল্প-শিক্ষক গণের বিশেষ তত্বাবধানে নির্ভুলরূপে কার্য্য হইয়া থাকে। বাহিরেযে দরে কাঁচা হাতের কাজ লয়েন, আমাদের এখানে সেই দামেই ভাল কাজ হইবে অথচ স্বদেশের একটা স্কুলের কিছু সাহায্য হইবে। আমরা সাধারণের সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছি।

ইন্‌ডিয়ান আর্ট স্কুল.
প্রাকটিক্যাল ক্লাস।
১৭নং শ্রীনাথ দাসের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

## বেনারস্‌ গাইড্‌।

(সচিত্র)

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন হইতে প্রকাশিত।

ইহাতে বিশ্বেশ্বরের মন্দির হইতে আরম্ভ করিয়া দুর্গাবাড়ী পর্য্যন্ত বারানসীধামের সমস্ত দেব দেবীর মন্দিরের চিত্র আছে ও তাহাদের ইতিবৃত্ত দেওয়া আছে।

মাননীয় গোখেলের ছবি ও অন্যান্য বর্ষের সভা-পতিগণেরও ছবি সন্নিবেশিত আছে। বই খানি দেখিতেও সুন্দর।

এক আনার টিকিট পাঠাইলে পুস্তক খানি পাঠান যায়।

কলিকাতা ১৪৮ নং বউবাজার ষ্ট্রীট, ম্যানেজারের নামে পত্রলিখুন।





## ছারপোকা

এক মাত্র কিটিংসের কীট নাশক পাউডারে মরিয়া যায় অন্য কোন দ্রব্যে যে কেহ মরে বলে সে ঠিক বলে না ইহা কীট নাশ করিতে অদ্বিতীয় গাছের গোড়ায় পোকা লাগিলে দিলে মরিয়া যায় অন্য কীট আসিতে সাহস করে না ইহার ধুমে মোসা মাছি অপসারিত হয় আর সে দিকে আসে না বাছুর, গরু, কুকুর বিড়ালের গায়ে যে উকুন হয় তাহা কিটিংস পাউডার দিলেই নিশেষিত হইবে। কিটিংস সাহেব আমাদের মহামাননীয় সম্রাটের কনট্রাক্টর সম্রাট সাম্রাজ্ঞী ইহার এই সমস্ত ঔষধ ব্যবহার করেন।

ইহা অন্য প্রাণীর আদৌ অনিষ্টকর নহে মানুষের কোন অনিষ্ট হয় না চেয়ারে শয্যা পার্শ্বে দিলে ছারপোকা থাকিলে মরিয়া থাকে এবং আর আসে না। মূল্য বড় কৌটা ॥৵০ মাঝারী ।৵০ ছোট ।০ এক কৌটায় অনেক দিন যায় ছেলে মেয়ে সুখে ঘুমাইতে পারে। উদ্ভিজ্জ হইতে প্রস্তুত এবং একেবারে কলে প্রস্তুত হয় সুতরাং ভারতবর্ষের কোন জাতীয় লোকের ব্যবহারের বাধা নাই। ভি পিতে পাঠান যায়।

☞ সিগারেটের পরিবর্ত্তে ডন্‌ কোম্পানীর মরবার চুরুট খাইতে থাকুন নিরাপদ জিনিষ মূল্য ১ বাক্স ৵৫ মফঃস্বলে ৬ বাক্স একবারে অর্ডার করা উচিতখরচ কম পড়ে।

## কিটিংসের

### কফ লজেঞ্জেস

কাশী, সর্দ্দি, হাঁপানী, গলক্ষত এবং শীত-কালের কষ্টপ্রদ কাশী রোগের অভ্রান্ত প্রকৃত ঔষধ তাহার সন্দেহ নাই। এই মহৌষধ আমা-দের মহামাননীয় সম্রাটের সংসারে এবং অপরা-পর দেশীয় গবর্ণমেন্টকেও সরবরাহ করা হয়। ইহাতেই এই ঔষধের কার্য্যকারিতা উপলব্ধি করা যাইতে পারিবে। প্রায় ৮০ বৎসরের উপর এই ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়া জগতের প্রধান প্রধান ডাক্তারগণ দ্বারা ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। মূল্য ১ শিশি ৸৵০, ডাকমাশুল প্যাকিং স্বতন্ত্র।

## কিটিংসের বন্‌ বন্‌

সর্ব্বপ্রকার ক্রিমি রোগের অতি নিরাপদ সুমিষ্ট এবং আশু ফলপ্রদ ঔষধ বলিয়া সমস্ত ডাক্তারগণ দ্বারা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আপনার শিশুগণ অতি অনায়াসেই ইহা খাইতে চাহিবে। ইহা খাইতে সুমিষ্ট অথচ ঔষধ। মূল্য ১ শিশি ।৵০ ভিঃ পিঃ স্বতন্ত্র।

ভারতের বিশেষ এজেন্টস্‌,

### মেঃ বি, এল, দাঁ এণ্ড কোং

৫২ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সর্ব্বপ্রকার মেহ, প্রমেহ ও ধাতুদৌর্ব্বল্যের জগদ্বিখ্যাত মহৌষধ

## আর লগিন হিলিংবাম এণ্ড কোংর

( স্ত্রী পুরুষ সকলের ব্যবহার্য্য। )

ঔষধের ন্যায় স্থায়ী ও আশুফলপ্রদ ঔষধ আর দ্বিতীয় আবিষ্কৃত হয় নাই।

মেহরোগের আনুষঙ্গিক জ্বালা যন্ত্রণা এবং জননেন্দ্রিয়ের যাবতীয় বিকার মূত্রকৃচ্ছ অর্থাৎ অসরল ও যন্ত্রণাসহ প্রস্রাব নির্গমন, বা বিকার ও শুক্রক্ষীণতা স্বপ্নদোষ, ধারণাশক্তিরহীনতা এবং ইহাদের অবশ্যম্ভাবী ফল মস্তকঘূর্ণন ও মস্তিষ্কে ভারবোধ, শারীরিক ও মানসিক জড়তা, স্মৃতিশক্তির হ্রাস, হস্তপদ ও চক্ষু জ্বালা ও জ্বরভাব ইত্যাদি সমস্ত হিলিংবামের এক মাত্রায় নতশির, এক দিবসে হীনবল, এবং এক সপ্তাহে তিরোহিত হয়।

বলিব অধিক কি—হিহিংবামের ফল ভৌতিক। ইহার সহিত অন্য ঔষধের তুলনা হয় না।

গণকোকাই নামক কীটাণু মেহ ও প্রমেহাদি রোগের মূল কারণ। উহাদের মূলোৎপাটন ব্যতীত উক্ত রোগের মূলোৎপাটন হয় না। উক্ত কীটের বিনাশোপযোগী উপাদান হিলিংবামে আছে বলিয়া হিলিংবাম এরূপ প্রত্যক্ষফলপ্রদ।

হিলিংবাম সম্বন্ধে উচ্চ উপাধিধারী খ্যাতনামা চিকিৎসকগণের মতের উদ্ধৃত সংক্ষিপ্ত অংশ দেখুন।

(৪) ডাক্তার আর, এ, ফারমি, এল, আর সি, পি এণ্ড এস বলিয়াছেন * * হিলিংবাম অনেকগুলি রোগীতে পরীক্ষা করিয়াছি। ইহা অতি ফলপ্রদ।

(৫) ডাক্তার আর, মনিয়ার, এম, বি, সি, এম, এডিনবরা, বলিয়াছেন,—* * আমি হিলিংবাম কয়েকটী মেহ, প্রমেহরোগীতে পরীক্ষা করিয়াছি ইহা নূতন ও পুরাতন মেহরোগের মহৌষধ।

মূল্য দুই আঃ শিশি ২৷৷০ আড়াই টাকা। এক আঃ শিশি ১৸০ এক টাকা বার আনা। প্যাকিং ও ডাক খরচ পৃথক।

"লরেঞ্জো" বা "ইণ্ডিয়ান ফিবার পিল"—সর্ব্বপ্রকার ম্যালেরিয়া ও পুরাতন

## জ্বরের মহৌষধ।

জ্বরঘ্ন, বিরেচক ও অগ্নিবর্দ্ধক; তিনটী মাত্র বটিকাতেই জ্বর বন্ধ। এক সপ্তাহে আরোগ্য নিশ্চয়।

মূল্য—বড় শিশি ২১ পিল ১৷৷০ টাকা, ছোট শিশি ১২ পিল ১৲ টাকা, একশত লইলে চারি টাকা আট আনা, প্যাকিং ও ডাকমাশুলাদি ব্যয় স্বতন্ত্র।

"ইবনি" বা "ইণ্ডিয়ান হেয়ার-ডাই" পাকা চুলের পাকা কলপ!

সৌখিনের সখের জিনিষ। বিলাসীর প্রিয় বস্তু। রং পাকা ও দীর্ঘকাল স্থায়ী। পুনঃ পুনঃ ধৌত বিধৌত করিলেও কলপ উঠে না বা চর্ম্মে দাগ ধরে না। যদি সাদা চুল কাল করিতে চান তবে এই কলপ ব্যবহার করুন। অশীতিপর বৃদ্ধ বা বৃদ্ধাও এই কলপ লাগাইলে দেখিবেন যে যৌবনকালের ন্যায় চুল কুচকুচে কাল হইবে। "বুঝি যৌবন ফিরে এলো এবুড়ো বয়সে"। অকাল বৃদ্ধের ইহা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। সম্পূর্ণ দুর্গন্ধবহীন এরূপ কলপ এই নূতন। দুটী সুন্দর ব্রসসহ ১৸০, ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

আর, লগিন এণ্ড কোং, কেমিষ্টস। বিক্রয়ের একমাত্র স্থান—১৪৮ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, শিয়ালদহের মোড়, কলিকাতা।

☞ N. B.—আর, লগিন এণ্ড কোম্পানী, বেঙ্গল কেমিকেল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসের এজেণ্ট। উক্ত কারখানার প্রস্তুত যাবতীয় ঔষধ এইস্থানে পাওয়া যায়। মূল্য তালিকার জন্য পত্র লিখুন।





## মেওরেস

শুক্রপীড়ার ব্রহ্মাস্ত্র।

মেওরেস—স্নায়ুদৌর্ব্বল্যে অমোঘ;
মেওরেস—ধাতুক্ষীণতায় অপ্রমেয় শক্তিশালী;
মেওরেস—মেহরোগে অব্যর্থ;
মেওরেস—যৌবনসুলভ চাপল্যহেতু সর্ব্ববিধ শুক্ররোগে ধন্বন্তরী;
মেওরেস—স্মৃতি ও মেধাবর্দ্ধনে অদ্বিতীয় ও অতুলনীয়।

### অভিজ্ঞের অভিমত।

ডাঃ জে, স্যাণ্ডাল, এম, ডি, মহোদয় বলেন ঃ—"মেওরেস শুক্রদৌর্ব্বল্য রোগের চমৎকার ঔষধ। ইহাতে কোনও বিষাক্ত দ্রব্য নাই।"

ডাঃ এস্, এ, হোসেন, এম, ডি, C.S.L.C. (Lond.) কলিকাতা, লিখিয়াছেন।—"মেওরেস মেহ প্রভৃতি স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য রোগে আশ্চর্য্য ফলপ্রদ।"

রঙ্গপুর দায়রওয়ানি হইতে বাবু আশুতোষ কুণ্ডু মহাশয় লিখিয়াছেন ঃ—"আমি দিনাজপুর থাকিতে আপনাদিগের জগদ্বিখ্যাত 'মেওরেস' হিতবাদী দৃষ্টে তিন শিশি আনাইয়াছিলাম। আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই যে এই ঔষধে আমার ব্যারাম দূরীভূত হইবে। আমি প্রথমতঃ এক শিশি ব্যবহার শেষ হইতে না হইতেই আশাতীত ফললাভ করিয়াছি। আমার এই জটিল মেহ ব্যারামে আশু ফললাভ শ্রবণে আমার জনৈক পরমবন্ধু অপর দুই শিশি

কাড়িয়া লইয়া ব্যবহার

করিয়া বিশেষ ফললাভ করিয়াছেন। আপনাদিগের "মেওরেস" সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহৌষধ। ইহার আশ্চর্য্য ফল"।

মূল্য এক টাকা মাত্র। তিন শিশি পর্য্যন্ত পাঁচ-আনা মাশুলে যায়। বিশেষ সাবধান হইবেন। অনেকেই অপকৃষ্ট অনুকরণ দ্বারা প্রতারিত করিতেছে। একমাত্র ঠিকানা—

জে, সি, মুখার্জ্জি এণ্ড কোং।

দি ভিক্টোরিয়া কেমিক্যাল ওয়ার্কস।

[ক—১৩১০] রাণাঘাট—(বেঙ্গল)।

## এই সময়

### নেচার্স হেল্‌থ্ রেষ্টোরার

আমেরিকার সুবিজ্ঞ ডাক্তারের প্রস্তুত
অদ্বিতীয় শোনিত পরিষ্কার
লিভার সংশোধক বটিকা

আমেরিকার ওয়াশিংটন নগরে প্রস্তুত হইয়া এদেশে আনীত হইয়াছে স্মরণ রাখিবেন এখনকার প্রস্তুত নহে। প্রত্যেক বাক্সের সহিত প্রকৃত উপকার না পাইলে টাকা ফেরৎ দিবার গারাণ্টী দেওয়া আছে। দুরারোগ্য অম্ল এবং অম্লশূল রোগ কোষ্ঠবদ্ধতা রোগ, বাত এবং পারদ দূষিত ব্যক্তির ইহাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সালসা আজও আবিষ্কৃত হয় নাই। আমেরিকার বড় বড় হাঁসপাতালে ব্যবহৃত এবং প্রশংসিত ইহা চিনি মণ্ডিত পিল্ ৵০ আনা ডাক মাশুলে ৬ মাসের ঔষধ যায়। এক বাক্স ঔষধে পরিবারবর্গের ছয় মাস সিকিৎসা চলিবে আবার এক ব্যক্তির হতাশ রোগে ৬ মাস খাইয়া রোগ না সারিলে সমস্ত টাকা বিনা আপত্তিতে ফেরৎ দেওয়া হয় এক বাক্স ঔষধ ৬ মাসের উপযুক্ত মায় গারাণ্টী সমেৎ ৪৷৷০ টাকা, ১ মাসের ঔষধ ১৲ টাকা, ২ মাসের ঔষধ ২৲ টাকা। যদি তাহাতেও কিনিতে সাহস না হয় ৭ দিনের নমুনার জন্য ।৵০ আনা মায় ডাক মাশুল পাঠাইলেই পাঠাইয়া দিব। যে দিন হইতে ঔষধ সেবন করিবেন সেই দিন হইতে দাস্ত পরিষ্কার ক্ষুধা, নিদ্রা প্রভৃতি শুভ লক্ষণ সমূহ প্রকাশ পাইয়া আপনার আশার সঞ্চার হইবে। বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা এবং উত্তর পশ্চিম প্রদেশের এক মাত্র এজেণ্টস্ মেঃ এস্, পি, চাটার্জ্জী এণ্ড সন্স, ৫৬ নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, বহুবাজার, কলিকাতা।

| | | |
|---|---|---|
| সাপালা<br>সাপালা<br>সাপালা<br>সাপালা<br>সাপালা<br>সাপালা | সর্ব্ববিধ উপদংশ-নিবারক<br>শোণিত দোষ-শোধক<br>সুন্দর সালসা।<br>ইহা বিলাতে প্রস্তুত,<br>এখানে নহে।<br>সকল ঋতুতেই ব্যবহার্য্য। | সাপালা<br>সাপালা<br>সাপালা<br>সাপালা<br>সাপালা<br>সাপালা |
| প্রতি শিশি ২৷৷০ টাকা। | | ডাক মাশুলাদি ব্যয় স্বতন্ত্র। |

## আর, সি, গুপ্ত এণ্ড সন্স

| | | |
|---|---|---|
| ফেব্রিনা<br>ফেব্রিনা<br>ফেব্রিনা<br>ফেব্রিনা<br>ফেব্রিনা<br>ফেবিনা | সর্ব্ববিধ জ্বরের এবং ম্যালেরিয়ার<br>একমাত্র<br>পরীক্ষিত মহৌষধ।<br>প্রতি দিন শত শত<br>বিক্রয়।<br>গৃহস্থের ও দরিদ্রের মহোপ-<br>কারী বন্ধু। | ফেব্রিনা<br>ফেব্রিনা<br>ফেব্রিনা<br>ফেব্রিনা<br>ফেব্রিনা<br>ফেব্রিনা |
| বড় বোতল ১৷৷০ টাকা। | ডাক মাশুলাদি ব্যয় স্বতন্ত্র। | ছোট বোতল ১৲ টাকা। |

## ৮১ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট্ ও ২৭।২৮ নং গ্রে ষ্ট্রীট্ কলিকাতা।

| | | |
|---|---|---|
| নার্ভো<br>নার্ভো<br>নার্ভো<br>নার্ভো<br>নার্ভো<br>নার্ভো | স্নায়বিক শক্তিবর্দ্ধক, ক্ষুধা-<br>কারক শক্তিসঞ্চারক কান্তি ও<br>লাবণ্যবৃদ্ধিকারী পরম<br>হিতকর রসায়ন।<br>যদি কিছু দিন সুস্থশরীরে<br>বাঁচিতে চান তাহা হইলে<br>নার্ভো ব্যবহার করুন। | নার্ভো<br>নার্ভো<br>নার্ভো<br>নার্ভো<br>নার্ভো<br>নার্ভো |
| প্রতি শিশি ১৲ টাকা। | শীঘ্র আমাদের পত্র লিখুন। | ডাক মাশুলাদি ব্যয় স্বতন্ত্র। |





## পন্থা! "পন্থা" পন্থা!

সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে।

হিন্দুশাস্ত্র, দর্শন, বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিক তত্ত্ববিষয়ক
উচ্চশ্রেণীর

## মাসিক পত্রিকা।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বলতম রত্ন সাহিত্য সংসারে সুপরিচিত, রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তিপ্রাপ্ত শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি, এল,

ও

"প্রচারের" সুপ্রসিদ্ধ চিন্তাশীল ও দার্শনিক লেখক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, মুন্সেফ মহোদয় দ্বয়ের সম্পাদকতায়

"বঙ্গীয় ব্রহ্মবিদ্যা সমিতির" তত্ত্বাবধানে পরিচালিত

রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তিপ্রাপ্ত শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী রায় বাহাদুর এম, এ, রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তিপ্রাপ্ত শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রলাল মজুমদার এম, এ এসিষ্টাণ্ট একাউণ্টাণ্ট জেনারেল, শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সেন ব্যারিষ্টার-য়্যাট-ল বাঁকিপুরের গবর্ণমেণ্ট প্লিডার শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ এম, এ, বি, এল, সুপ্রসিদ্ধ বিশ্বকোষ সম্পাদক ও সর্ব্বজন পরিচিত প্রত্নতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু, মুন্সেফ শ্রীযুক্ত বিজয়কেশব মিত্র এম, এ বি, এল, শাস্ত্রজ্ঞ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শ্যামলাল গোস্বামী শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল বঙ্গীয় কৃষিবিভাগের এসিষ্টাণ্ট ডাইরেক্টর শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কলিকাতার মিউনিসিপাল মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় এম, এ, ক্যাম্বেল মেডিক্যাল কলেজের প্রফেসর, প্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেন এম, ডি, সংস্কৃত কলেজের হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত হরিচরণ রায় এম, এ, এবং অন্যান্য প্রসিদ্ধ লেখকগণের সুগভীর গবেষণাপূর্ণ, সুপাঠ্য ও সুলিখিত প্রবন্ধে পন্থার কলেবর মাসে মাসে পূর্ণ থাকে।

সনাতন হিন্দুধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্ব সমূহ জনসাধারণের বহুল প্রচার করাই পন্থার মুখ্য উদ্দেশ্য।

সর্ব্বসাধারণের সুবিধাকল্পে আবার পন্থার মূল্যও অতীব অল্প স্থিরীকৃত হইয়াছে। পন্থার আকার ডিমাই আটপেজি ৫ ফর্ম্মা অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কলিকাতায় ১৷৷০ এক টাকা চারি আনা। মফঃস্বলে এক টাকা ছয় আনা মাত্র। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র।—প্রকাশক শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, ২৮।২ ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা।

## সিদ্ধ মকরধ্বজ।

"সেবনাদস্য নশ্যন্তি সর্ব্বে রোগা ন সংশয়ঃ।
করোত্যগ্নিবলংবীর্য্য বলিপলিতনাশনঃ।
বিধিবৎ সেবিতোহ্যেষ মুমূর্ষুমপি জীবয়েৎ॥"

হিন্দু আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে ইহা একটী মহোপকারী মহৌষধ। ইহা সর্ব্বরোগনাশক; অগ্নি, বল ও বীর্য্যবর্দ্ধক, এবং বলিপতিনাশনক। ইহা বিধিবৎ সেবন করিতে পারিলে, মুমূর্ষু ব্যক্তিও পুনর্জীবন লাভ করিতে পারে। ক্ষীণেন্দ্রিয় ও নষ্টশুক্র অশীতিপর বৃদ্ধও ইহার কল্যাণে যৌবনের বল ও উৎসাহ পুনর্লাভ করে।

৭ সাত পুরিয়ার মূল্য ৩৲ তিন টাকা।

গভর্ণমেণ্ট মেডিকেল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত

**শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজ,**

১৮।১ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

কৃষি-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয়

# রসায়ন পরিচয়।

শিবপুর কলেজের কৃষি-ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত ও গবর্ণমেণ্ট কৃষি-বিভাগের কর্ম্মচারী। শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র চৌধুরী প্রণীত। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

বাঙ্গালা ভাষায় কৃষি রসায়ন বিজ্ঞান আর নাই। এই পুস্তকে কি উপায়ে কৃষি কর্ম্ম ও কৃষি উন্নতি সম্পাদন করিতে হয় তাহা বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। বিভিন্ন মৃত্তিকার উপাদান ও বিভিন্ন গাছ গাছড়ায় প্রয়োজন অনুসারে সার নির্ব্বাচন ও ব্যবহার, মনুষ্য ও কৃষি কর্ম্মোপযোগী পশুদিগের আহার্য্যের গুণাগুণ ব্যাখ্যা ও ব্যবহার ও অন্যান্য কৃষি রসায়ন সম্বন্ধীয় জ্ঞাতব্য বিষয়, সাবান, পালো, শর্করা, ভিনিগার প্রভৃতি প্রস্তুত প্রণালী ও গুণাগুণ বিচার প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় সন্নিবিষ্ট থাকায় এই পুস্তক কৃষক, গ্রাম্য ডাক্তার, কবিরাজ, সর্ব্বসাধারণের বিশেষ প্রয়োজননীয় হইয়াছে।

*Rasayana Parichaya* by Babu Nibaran Chandra Chaudhury is a very useful publication on Agricultural Science in Bengali.—AMRITA BAZAR PATRIKA. *Feb.* 8, 1904.

Babu Nibaran Chandra is a Higher Agricultural Scholar of the Sibpur Engineering College and treats of the subject in the book under notice with the knowledge and the skill of an expert.—BENGALEE, *March* 17, 1904.

It is very creditable to Nibaran Babu that he has been able to produce this work and I am glad to hear it recommended our Cirencester Graduates and other experts.—S. L. MADDOX. *Director of Agriculture, Bengal. Dec.* 24, *1904.*

বঙ্গ ভাষায় এইরূপ পুস্তক এই প্রথম প্রকাশিত হইয়াছে।—সঞ্জীবনী, ৬ই ফাল্গুন, ১৩১০।

এই পুস্তক প্রচারে গ্রন্থকার বাঙ্গালার কৃষি-তত্ত্বালোচনার একটী নূতন পথ প্রদর্শন করিলেন।—বঙ্গবাসী, ২৯এ ফাল্গুন, ১৩১০।

অসার নাটক নবেল পাঠ ছাড়িয়া লোকে কি এইরূপ মহা উপকারী পুস্তক পাঠ করিবে?—বসুমতী, ২৯শে ফাল্গুন, ১৩১০।

সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য রসায়ন শাস্ত্রের আলোচনা আমাদের দরিদ্র দেশের পক্ষে অশেষ মঙ্গলজনক।—প্রদীপ, মাঘ ও ফাল্গুন, ১৩১০।

বিজ্ঞান-পুস্তক এমন সুখবোধ্য ও সুখপাঠ্য হইতে পারে, তাহা আমাদের ধারণা ছিল না।—কৃষক, ফাল্গুন, ১৩১০।

---

৫। **সরল কৃষি-বিজ্ঞান**।—বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগের আঃ ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত এন্, জি, মুখার্জী, M.A., M.R.A.C., & F.R.A.S. প্রণীত ভারতীয় কৃষি সম্বন্ধে একখানি অতি উৎকৃষ্ট পুস্তক। কৃষিশিক্ষার্থী ছাত্রদিগের ও যাঁহাদের চাষ আবাদ আছে তাঁহাদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। মূল্য ১৲ টাকা।

ইহাতে ধান, চাউল, তৈলবীজ প্রভৃতি চাষাবাদের কথা আছে. সার সম্বন্ধে, গবাদির সেবা ও প্রতিপালন, জলশেচন, কৃষি যন্ত্রাদি সম্বন্ধে অতি বিশদরূপ বিস্তৃত আলোচনা আছে। কীট পতঙ্গাদির উপদ্রব নিবারণেরও কথা আছে। কৃষি-শিক্ষকদিগের ও নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের এবং বিশেষতঃ কৃষি-বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের সুবিধার জন্য ও সাধারণ কৃষি-কর্ম্মানুরাগী ব্যক্তিগণের জন্য এই পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে।

মূল্য ১৲ টাকা ভিঃ পিঃ খরচা ৵০ আনা।

নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ছাপা হইয়াছে সময় থাকিতে সত্বর আবেদন করুন। কৃষক আফিস।

---


**THE CALCUTTA MUNICIPAL ACT II**

OF 1899 B. C.

EDITED BY A LAWYER.

**Price Re 1/8.**

Hurris Chunder Bose & Co.,

*3 Sookea's Lane, Radhabazar Calcutta.*





## USEFUL BOOKS.

**Modern Letter Writter**—*(Seventh Edition.)* Containing 635 letters. Useful to every man in every rank and position of life for daily use. Re. 1, Post 1 Anna.

**Helps to the Study of English**—*(Third Edition.)* Containing an exhaustive collection of Phrases, Indioms, Proverbs, with their explanations and proper uses. Rs. 3, Post 3 Annas.

**Every-Day Doubts and Difficulties**—(in reading, speaking and writing the English Language). *Third Edition.* Re. 1, Post 1 Anna.

**A Hand-Book of English Synonyms.** *(Third Edition).* Explainen with illustrative sentences. Aids to the right use of *synonymous* words in composition. Re. 1, Post 1 Anna.

**Beauties of Hinduism. With Notes.** As. 8, Post 1 Anna.

**Wondeers of the world** (in Nature Art, and Science.—Very interesting and instructive. Re. 1, Post 1 Anna.

**Select Speeches of the Great Orators.** Vols. I. aud II. These books hel p to write idiomatic English, to improve the oratorcial and argumentative powers, &c. Each Volume Rs. 2, Post 1½ Anna.

Solutions of 642 very important Examples in Arithmetic, Algebra and Geometry. For Entrance and Preparatory Classe. Re. 1, Post 1 Anna.

Solutions of over 300 typical Examples in Trigonometry For F. A. Students Re. 1-8, Post 1 Anna.

By V. P. Post 1 ANNA EXTRA. TO BE HAD OF THE MANAGER "INDIAN ECHO," OFFICE 106, UPPER CIRCULAR ROAD, CACLUTTA.


---

## কোহিনুর।

হিন্দু-মুসলমানে সম্প্রীতি—জাতীয় উন্নতি এবং জাতীয় সাহিত্যের কল্যাণ কামনায় প্রচারিত। বঙ্গ-সাহিত্যের প্রখ্যাতনামা হিন্দু-মুসলমান লেখকবৃন্দ নিয়মিত লিখিয়া থাকেন। লেখক সম্মিলনে—প্রবন্ধ গৌরবে—সাহিত্য চর্চ্চায় এবং চিত্র নৈপুণ্যে ইহা প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্র। ছবি, ছাপা ও কাগজ প্রভৃতি অত্যুৎকৃষ্ট। দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়। প্রায় সকল মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রে বিশেষ প্রশংসিত। হিন্দু-মুসলমানে সম্প্রীতি উদ্দেশ্যে সাহিত্য প্রচার—এই প্রকার উদ্যম আমাদের দেশে নূতন। স্বদেশ হিতৈষী সাহিত্যানুরাগী মহোদয়গণের অনুকম্পা সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনীয়। অগ্রিম, বার্ষিক মূল্য ২৲ অশমর্থপক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র। বৈশাখ হইতে ৬ষ্ঠ বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে।—ম্যানেজার কোহিনুর।

কোহিনুর-সাহিত্য-সমিতি—পাংশাবেঙ্গল।

## মৃত্তিকা পরীক্ষা।

যে কোন জমি পরীক্ষা করিতে হইলে তাহার কোন স্থান হইতে ৯"×৬"×৬" ইঞ্চ পরিমিত মাটী লইয়া একটী কাঠ কিম্বা কাগজের বাক্সে পুরিয়া পাঠাইতে হইবে যেন মাটীর চাপটী ভাঙ্গিয়া না যায়। সারের নমুনা কাগজে মুড়িয়া পাঠাইলেই চলে। সার ও মৃত্তিকা পরীক্ষার্থ মেম্বরগণের পক্ষে নিম্নলিখিত রূপ ব্যয় নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

মৃত্তিকার আংশিক বিশ্লেষণ অর্থাৎ তাহাতে কর্দ্দম, বালি জান্তব বা অন্যান্য কি পদার্থ আছে কি প্রকারে বা সেই মৃত্তিকার উন্নতি সাধন হইতে পারে। ৮৲

মৃত্তিকার বিশেষ বিশ্লেষণ অর্থাৎ কি পরিমাণে উক্ত পদার্থ সকল আছে ইত্যাদি ক্ষ্মাণুসূক্ষ্মরূপ পরীক্ষা। ২৫৲

এতদ্ব্যতীত মেম্বরগণ বৃক্ষ, লতা, গুল্মাদির ফলফুলসমেত একটী বা দুইটী ডাল পাঠাইলে তাহার নাম নিশ্চয় করিয়া দেওয়া হয়। ব্লটিং কাগজের ভিতর রাখিয়া অল্পে অল্পে চাপিয়া মোড়ক করিয়া স্যাম্পল ডাকে পাঠাইলে উক্ত নমুনা অনেকটা অবিকৃত অবস্থায় পৌছিতে পারে।

ক্ষেত্রে কীটাদির উপদ্রব হইলে সেই ক্ষেত্র হইতে দু একটী কীট ধরিয়া পাঠাইলে সে গুলি কি জাতীয় কীট এবং কি উপায়ে বা সেই আপদ প্রতিকার হইতে পারে বলিয়া দেওয়া হয়।

---


## আই, জি, এ, ইন্সেক্ট কিলায়

বা

উদ্যান ও কৃষিক্ষেত্রের ফসল নষ্টকারী যাবতীয় কীট, পতঙ্গ নষ্ট ও ক্ষেত্র হইতে দূরীভূত করে। পোকার হাত হইতে রক্ষা পাইতে ইচ্ছা করিলে প্রত্যেক উদ্যান পালকের ও কৃষকের এক কৌটা বটীকা ঘরে রাখা আবশ্যক।

একটী বটীকা /১ সের জলে গুলিয়া যে আরক প্রস্তুত হইবে তাহা পিচকারি দিয়া ক্ষেতে বা বাগানে ছড়াইলে পোকা তৎক্ষণাৎ সে স্থান পরিত্যাগ করিবে।

ইহাতে গাছ নষ্ট হয় না বা ফুল ফল বিকৃত হয় না, অতি অল্প আরকে কাজ হয় বলিয়া ইহা ঐ প্রকারের সকল আরক অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও সস্তা।

এক কৌটা ১২ বটীকা ৸০, ২৪ বটীকা ১৷০ টাকা। প্যাকিং ও মাশুল ৵০ স্বতন্ত্র লাগে।

# ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন

১৪৮, বউবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

## গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে বপনোপযোগী সব্জী ও ফুল বীজ।

প্রতি প্যাকেট ৵০। অর্দ্ধ প্যাকেট ⁄০।

| | |
|---|---|
| লাউ লম্বা ও গোল | আউন্স ০ |
| সীম মিশ্রিত | " ৵০ |
| " বরবটী | " ৵০ |
| " লবিয়া | প্যাকেট ।০ |
| " মাখন | আউন্স ৶০ |
| " সুগার বীন | প্যাকেট ।০ |
| টেপারি—প্যাকেট ।০ | আউন্স ১ |
| লঙ্কা—লম্বা বড় | প্যাকেট ।০ |
| " সিলেশ্চিয়াল খুব ফলে | " ।০ |
| " ছোট চিলি | " ।০ |
| লঙ্কা—মিশ্রিত বিলাতি | প্যাকেট ॥০ |
| " " দেশী | " ।০ |
| শসা—এমারল্ড, লংগ্রীণ ইত্যাদি নানারকম মিশ্রিত | তোলা ।০, আউন্স ॥০ |
| ফুলকপি—পাটনাই, আষাঢ় শ্রাবণ মাসে বপন করিতে হয় | প্যাকেট ।০ |
| | তোলা ॥৵০ |
| বেগুণ—আউসে মুক্তকেশী | তোলা ।০ |
| " পৌষে মুক্তকেশী | " ।০ |

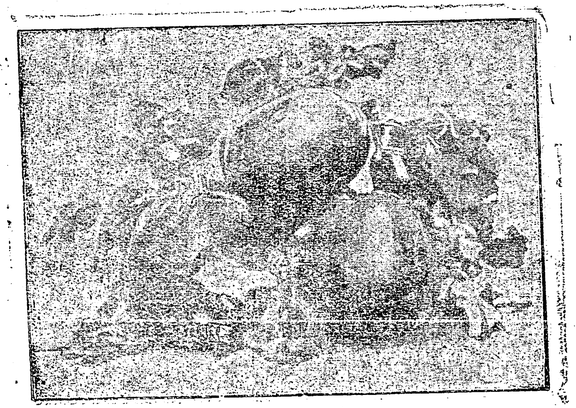



কাটাশূন্য বড় বেগুণ—ওজনে এক একটা ছয় সের পর্য্যন্ত হয়। এদেশে গাছ করিয়া বীজ রাখা—ইহাতে ফলন অধিক দাঁড়াইয়াছে।





| | |
|---|---|
| ভূট্টা—নানারকম চৈত্র ও বৈশাখ মাসে রোপণ করিতে হয় | পাউণ্ড ৮০ |
| করলা—বড় | আউন্স ।০ |
| উচ্ছে— | " ৵০ |
| ঢেঁরস—নানা জাতীয় দেশী | তোলা ৵০ |
| " এমেরিকান | " ।০ |
| চিচিঙ্গে—সাদা ও কাল | প্যাকেট ৵০ |
| স্কোয়াস বা বিলাতি কদু | " ।০ |
| চালকুমড়া— | আউন্স ।০ |
| বিলাতি কুমড়া বা ডিমলা— | " ৵০ |
| বর্ষাতী মূলা— | " ⁄০ |
| | আউন্স ৵০ |
| শাক—চাঁপা, লাল শাক, পদ্মনটে, | আউন্স ৵০ |
| " ডেঙ্গো মিষ্ট লাল | " ৶০ |
| " কাটোয়া সাদা | " ।০ |
| " পাট, পুঁই ইত্যাদি | প্যাকেট ⁄০ |
| শাকালু— | পাউণ্ড ॥০ |
| ঝিঙ্গা—পালা ও ভুঁই ও ধুন্দুল | প্যাকেট ৵০ |
| | আঃ ৶০ |
| দেশী সব্জী বীজ— | |
| প্যাক 'ক' বাছাই ১৮ রকম | ১৵০ |
| " 'খ' ২৪ রকম | ২।০ |
| " 'গ' ৩০ রকম পরিমাণে অধিক | ৪॥০ |

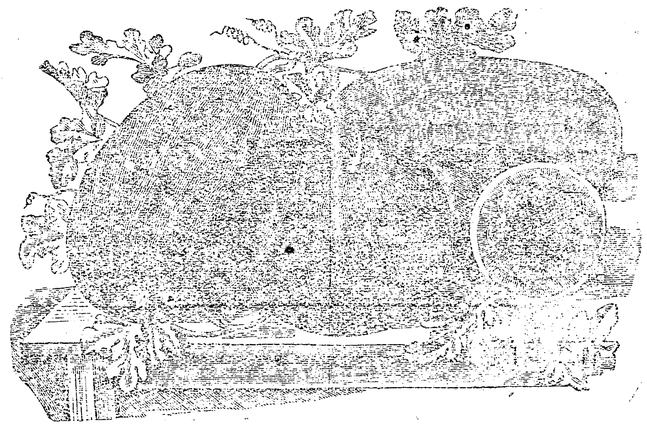



বপনের সময় মাঘ ও ফাল্গুন।

| | |
|---|---|
| তরমুজ—ট্রায়াম্ফ—এক একটা ১ মণ পর্য্যন্ত হয়। | তোলা ॥০ |
| " —ট্রাভলার—খাইতে সুমিষ্ট, উৎকৃষ্ট জাতীয়। | তোলা ॥০ |
| " —দেশী—নানাজাতীয় | " ।০ |

কার্পাস প্রসঙ্গ (সচিত্র)।—শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত প্রণীত। ভারতবর্ষে কার্পাস সকল জানিবার ও শিখিবার যাবতীয় বিষয় সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। দাম ।০ আনার ডাকটিকিট পাঠাইলে বেয়ারিং ডাকে বই পাঠান যায়। নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ছাপা হইয়াছে, অতি সত্বর পত্র লিখুন।

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন, ১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কালকাতা।


হিন্দু-মুসলমানে
এই প্রকার উন্ন
হিতৈষী সাহিত্য
সর্ব্বতোভাবে প্রা
অশমর্থপক্ষে
বর্ষ আরম্ভ হ
কোহি

PARTIALY

TRACING LAMINATED.

কাঁকুড়, ফুটী, গুড়মী তোলা ।০
খরমুজা (লক্ষ্ণৌ) প্যাকেট ৵০

প্রত্যেক সবজী বীজের প্যাকেট ৵০ ;
অর্দ্ধ প্যাকেট ⁄০ ।

আয়কর বৃক্ষের বীজ—শিশু, সেগুণ,
কৃষ্ণচূড়া, শিরিশ প্যাকেট ।০ আনা
মেহগ্নী, ইউকালিপটস্ „ ॥০ আনা

আদা, হলুদ, এরোরুট প্রভৃতি মূলের অধিক পরিমাণে আবশ্যক হইলে সুবিধা দরে পাওয়া যায়

খুচরা—এরোরুট পাউণ্ড ।০
আদা „ ।০
হলুদ „ ৵০

তুলা—সি আইল্যাণ্ড, এলেন্‌স্
হাইব্রিড প্রভৃতি এমেরিকার
তুলা বীজ পাউণ্ড ২৲ টাকা

ব্রোচ, কানপুর প্রভৃতি
দেশী তুলা বীজ পাউণ্ড ১॥০ টাকা

পেঁপে বীজ—বোম্বাই প্যাকেট ।০
এমেরিকান „ ॥০

গবাদি পশুর খাদ্য—
গিনি ঘাস— পাউণ্ড ২৲
জোয়ার— „ ।০
বিয়ানা প্রভৃতি ঘাস „ ২৲

ফুলবীজ—(বপণের সময় মার্চ্চ মাস হইতে জুলাই) এমারাছস্, বালসাম, ক্যানা, কস্‌মস্, ক্লিটোরিয়া, কনভলভিউলস্, ডালিয়া, ধুতরা, গিলার্ডিয়া, পিটুনিয়া, আইপোমিয়া, মিরাবিলিস্, জালাপা, মেরিগোল্ড, প্যাসিফ্লোরা, পর্টুলাকা, জিনিয়া প্রভৃতি ফুল বীজ প্রতি প্যাকেট ।০
অর্দ্ধ প্যাকেট ৵০

বাছাই করা ১০ রকমের প্যাকেট ১৵০
„ ২০ রকমের „ ২।০

কাঁটাযুক্ত বেড়ার বীজ—তোলা ৵০ ; ২॥০ তোলা ।০ ; পাউণ্ড বা অর্দ্ধ সের ২॥০ টাকা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র দিতে হয়।

এক বৎসরে দুর্ভেদ্য বেড়া হয়। ২।০ তোলা বীজে এক লাইন করিয়া বসাইলে ৬৬ ফুট বেড়া হয়। বিশেষরূপ ঘন বেড়ার আবশ্যক হইলে দুই লাইন করিয়া বীজ বসান উচিত। বীজগুলি নিম্ন প্রদর্শিত নিয়মানুসারে জুলি কাটিয়া ৯ ইঞ্চ অন্তর বসাইতে হয়। দুইটী জুলির মাঝেও ৯ ইঞ্চ ব্যবধান থাকা আবশ্যক।

## কাপাস চাষ।

একখানি ক্ষুদ্র পত্রিকা।

বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগের সহকারী ডিরেক্টার
শ্রীনিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

সংক্ষেপে তুলা চাষের কতকগুলি বিশেষ উপদেশ ইহাতে দেওয়া আছে। ⁄০ আনার ডাকটিকিট পাঠাইলে পাওয়া যায়।

"কৃষক" অফিসে পত্র লিখুন।

বিশেষ কথা।—তুলা চাষের যে কয়খানি পুস্তক বাহির হইয়াছে, সকল গুলিরই বিশেষত্ব আছে। সুতরাং একখানি লইলে অন্য খানি আবশ্যক নাই বলিয়া মনে করি না; সকলগুলিই আবশ্যক।

## তুলা চাষ।

(সচিত্র)

বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগের সহকারী ডিরেক্টার
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

যাঁহারা তুলাচাষে নূতন ব্রতী হইতেছেন, তাঁহাদের এইরূপ একখানি পুস্তকের নিতান্ত আবশ্যক। মূল্য ।০ আনা মাত্র।

চারি আনার ডাকটিকিট সহ নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন—

ম্যানেজার,
ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন,
১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

## নূতন আমদানী এমেরিকান ও দেশী তুলা বীজ।

| | | |
|---|---|---|
| কিংস্ প্রলিফিক্ (ফলনে অধিক) | পাউণ্ড | ১॥০ |
| টেক্সাস রুর (ভাল জাতীয়) | „ | ১॥০ |
| ক্যারোলিনা | „ | ১॥০ |
| সাইন্স প্রলিফিক্ | „ | ১॥০ |
| সি আইল্যাণ্ড—সর্ব্বোৎকৃষ্ট | „ | ২৲ |
| দেশী ব্রোচ | „ | ১৲ |
| „ দেব-কাপাস ও সাধারণ গাছ কাপাস | „ | ১৲ |

মাশুল স্বতন্ত্র দিতে হয়।

বাঙ্গালা দেশে তুলা চাষ কিরূপ সফল হইবে তাহা এখন পরীক্ষা-সাপেক্ষ—সেই জন্য বহুল পরীক্ষার প্রয়োজন। আমরা কৃষিকার্য্যানুরত ব্যক্তি মাত্রকেই অল্পাধিক পরিমাণে বীজ লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। একেবারে বহুবারম্ভ না করিয়া বঙ্গের নানাস্থানে নানাপ্রকার মৃত্তিকায় বহুল পরীক্ষা একান্ত আবশ্যক।

তুলা চাষের জমি।—নিচু জমিতে, যেখানে জল বাধে, সেখানে কাপাস চাষ আদৌ হইবে না। দোয়াঁস অপেক্ষাকৃত উঁচু জমিতে যেখানে আউস ধান, ভুট্টা, অরহর প্রভৃতি চাষ হয় তথায় তুলা চাষ হইবে।

বপনের সময়।—বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে বৃষ্টিপাত হইলে তুলা চাষ আরম্ভ করিতে হয়। ছোটনাগপুর ও বেহার অঞ্চলে জমিতে জল দাঁড়ায় না, তথায় জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে তুলা বীজ বপন করা চলে পূর্ব্ববঙ্গে চৈত্র মাসে দুই এক পশলা বৃষ্টিপাত হইলে তুলা বীজ বপন করা প্রশস্ত ও বর্ষা শেষে আশ্বিন মাসেও তুলা বীজ বপন করিয়া দেখা উচিত।

বপন প্রণালী।—তুলা বীজ ছিটাইয়া না বুনিয়া লাইন করিয়া বপন করা ভাল। ইহাতে নিড়াইবার ও জমি পরিষ্কার করিবার সুবিধা হয়। বর্ষার পূর্ব্বে বপন করিলে জমিতে দেড় হাত অন্তর আইল বাঁধিয়া তাহার উপর বপন করিতে হয়। প্রত্যেক গাছের মধ্যে দুই ফিট ব্যবধান থাকা চাই। জমিতে জল না জমে এমন করিয়া ঢাল মানাইয়া দিতে হয়। আশ্বিন মাসে বীজ বপন করিলে আইল না বাঁধিয়া জুলি কাটিয়া দিলেও চলে। গাছ কাপাসের গাছ ৮।১০ ফিট অন্তর বসান উচিত।

বীজের পরিমাণ।—প্রতি বিঘায় ৫ বা ৬ পাউণ্ড বীজ যথেষ্ট। গাছ কাপাসের বীজ প্রতি বিঘায় এক ছটাকও লাগে না।

তুলার চাষ, কার্পাস প্রসঙ্গ, কার্পাস চাষ নামক পুস্তকে তুলা চাষের বিস্তৃত আলোচনা আছে।

## AMERICAN AND INDIAN COTTON SEEDS.

| | | | |
|---|---|---|---|
| King's Prolific | per lb | Re. | 1-8 |
| Texus Bur | ,, | ,, | 1-8 |
| Sea Island | ,, | ,, | 2-0 |
| Very Early Carolina Prolific | ,, | ,, | 1-8 |
| Shine's Prolific | ,, | ,, | 1-8 |
| Broach (acclimatised) | ,, | ,, | 1-0 |
| Tree Cotton | ,, | ,, | 1-8 |

Sowing time.—Before rains—April and may. After rains—September and October.

Soil.—Cotton can be grown in well drained, raised sandy loam.

Quantity of Seeds.—5 to 6 lbs. of seeds are required to sow a bigha of land. Seedlings raised from 5 tollas of tree cotton seeds are sufficient to plant 1 bigha. Better sown in straight furrows than sown broad cast.

The seedlings of tree cotton should be planted 8 to 10 feet appart, but a space of 2 feet should be allowed to annual plant.







## পাতা বাহার বিলাতি তাল ।

চায়না পাম ( পাতার সুন্দর পাখা হয় )

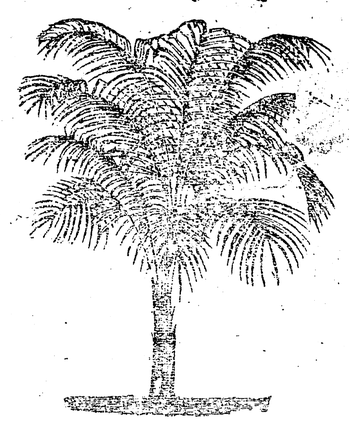

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| চায়না পাম ( পাতার সুন্দর পাখা হয় ) | প্রত্যেক | ॥০ | ডজন | ৫॥০ |
| কেণ্টিয়া ম্যাকার্থুরি সুন্দর ঝাড় হয় | ,, | ॥০ | ,, | ৫৲ |
| এরেকা ছেটিসান্সি অতি সুন্দর | ,, | ১॥০ | ,, | ১৫৲ |
| ,, ম্যাগুগ্যাসকরেন্সিস | ,, | ১৲ | ,, | ১২৲ |
| প্রিচার্ডিয়া (পানের রাজা) গ্রাণ্ডিস | ,, | ২॥০ | ,, | ২৫৲ |

প্যাকিং ও মাশুল স্বতন্ত্র দিতে হয়। গাছ ভিঃ পিঃ তে পাঠান হয় না। অর্ডারের সঙ্গে টাকা পাঠাইতে হয়।

## নানা জাতীয় ডালিয়ার মূল।

বিভিন্ন বর্ণের সুন্দর সুন্দর ফুল হয়।

মূল্য প্রতি ডজন ৫৲ টাকা।

প্যাকিং ও ডাক মাশুল স্বতন্ত্র দিতে হয়।

অর্ডারের সঙ্গে টাকা পাঠাইতে অনুরোধ করি।

## ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন,

১৪৮ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

## রোগের প্রতিকার অপেক্ষা প্রতিবন্ধক ভাল।

যাহাদের দেহ সবল ও সুস্থ তাহাদের প্লেগ, বসন্ত, কলেরা বা কাশরোগের কোন ভয় নাই।

দুর্ব্বল বা যাহারা রুগ্ন হইয়া পড়িয়াছে তাহারা কখন রোগের আক্রমণ নিবারণ করিতে পারে না।

## স্কটস ইমলসন

এই দুর্ব্বল দেহকে সবল করিয়া শরীরের রুগ্ন অংশের রোগ নিবারণ পূর্ব্বক দৃঢ় করিয়া দেহকে কোন রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইতে দেয় না।



Always get the Emulsion with this mark—the Fishman —the mark of the "Scott" process.!

হস্ত দ্বারা স্পৃষ্ট নহে।

সকল ঔষধালয়ে প্রাপ্তব্য।

স্কট এণ্ড বাউন লিমিটেড,

ম্যানুফ্যাকচারিং কেমিষ্টস্

লণ্ডন, ইংলণ্ড।

জেলের বিযুক্ত ঐ মার্কা দেখিয়া লইবেন।

## জগদ্বিখ্যাত কেশরঞ্জন তৈল।

### কেশরঞ্জন আপনারই জন্য

যদি আপনার শিরোবেদনা, শিরোঘূর্ণন, মস্তিষ্কের উষ্ণতা ও মনের অস্থিরতা, কোন তৈল ব্যবহারে নিবারিত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে জানিবেন—"কেশরঞ্জনই" তাহার উৎকৃষ্ট ঔষধ।

যদি দেখেন—চুল উঠিয়া যাইতেছে, টাক পড়িয়াছে, অকালে চুল পাকিতেছে, অথবা চুলগুলি বিকৃত ও বিবর্ণ হইয়াছে, তাহা হইলে "কেশরঞ্জন" ব্যবহার করিবেন চুলের সব দোষ নষ্ট হইবে।

যদ্যপি আধিক অধ্যয়ন, অধিক বক্তৃতা বা সর্ব্বদা বিচারকার্য্য প্রভৃতিতে মস্তিষ্কের বিশ্রাম দিবার অবসর না পান, অত্যধিক মানসিক পরিশ্রমে সর্ব্বদা ক্লান্ত হইয়া পড়েন, তাহা হইলে "কেশরঞ্জন" নিত্য ব্যবহার করিবেন মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ থাকিবে।

এক শিশির মূল্য এক টাকা মাত্র।
মাশুলাদি ।৵০ আনা।
তিন শিশি ২৷০ টাকা। ডাঃ মাঃ ৷৶০ আনা।

## অবলার জীবন রক্ষা করুন।

লজ্জার জন্য বঙ্গ রমণী জগতের মহিলাকুলের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়া আছেন। যে রোগ তাঁহার দেহকে সারশূন্য করিতেছে, হৃদয়কে আশাশূন্য করিতেছে, প্রাণে নিরাশার উদাস ভাব আনিয়া দিতেছে, সুখের সংসার বিষময় করিয়া তুলিতেছে, বঙ্গললনা নীরবে এই সকলের কারণভূত, এই রোগের যাতনা সহ্য করিয়া থাকিবেন, তত্রাচ মুখ ফুটিয়া কাহাকে রোগের কথা বলিবেন না। চিকিৎসক ত দূরের কথা—তাঁহার হৃদয়সর্ব্বস্ব স্বামীও এ কথা জানিতে পারেন না। এই সমস্ত গোপনে পুষ্ট, অপরিব্যক্ত, অচিকিৎসিত রোগে কতই না অমঙ্গল ঘটিতেছে! একপক্ষে জীবন নাশ ও পক্ষান্তরে বন্ধ্যাত্ব—ইহার কি কোন প্রতিকার নাই?

আমাদের "অশোকারিষ্ট" অনেক আশাহীন স্থলেও রোগীকে মৃত্যুমুখ হইতে জীবনের নিরাপদ সীমায় পৌঁছাইয়া দিয়াছে। অশোক ছাল ইহার প্রধান উপকরণ। কষ্টকর ও দোষজনক ঋতুর সহজস্রাবে ইহা অমোঘ ও অব্যর্থ। ইহা সেবন করিলে বাধক, রজোবিকার, প্রদর, শ্বেতপ্রদর, দুর্ব্বলতা, উদরের বেদনা প্রভৃতি যাবতীয় স্ত্রীরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে। প্রসবান্তে ইহা সেবন করিলে ভয়াবহ ভীষণ সূতিকারোগে আক্রান্ত হইয়া অকালে প্রাণ-বিনাশের আশঙ্কা দূর হয়। আপনার গৃহাশ্রম—যে এই সমস্ত স্ত্রীস্বভাব সুলভ ব্যাধির একমাত্র মহৌষধ "অশোকারিষ্ট" থাকিতে আপনি অন্য ঔষধ ব্যবহারে সময় নষ্ট করেন। অশোকারিষ্ট ব্যবহার করিতে দিয় অবলার জীবন রক্ষা করুন।

একশিশি ঔষধ ও ১ কোটা (১৬ বটিকার) মূল্য ১৷০ টাকা। মাশুলাদি ।৶০ আনা।

গবর্ণমেণ্ট মেডিকেল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত
**শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজ।**
১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।


REGISTERED NO. C. 192.

# কৃষক

জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৩


HIGH CLASS JEWELLERY FINELY FINISHED AND OF MARVELOUS VALUE
EACH AND EVERY ORNAMENT MADE AT OUR OWN FACTORY ABSOLUTELY.

No. 652.
Solid Gold Ring set Rose Diamond from Rs. 35.

No. 142.
Solid Gold Ring set Rose Diamond from Rs. 25.

ILLUSTRATED CATALOGUE sent free on application.

No. 977.
Gold Earrings set Emeralds, Pearls and Ruby from Rs. 30 per pair.



No. 439.
Solid Gold Brooch set Turquoises and Pearl &c. from Rs. 13.

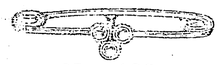



No. 06.
Solid Gold Brooch set Pearls &c. from Rs. 14.

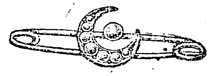

No. 665 B.
Gold Earring set Opals and Roses from Rs. 34

Ten per cent discount for each on purchases above Rs 10. Old Jewellery purchased or changed for new. Repairing and setting works undertaken and skilfully dealt with at moderate rate.

LABH CHAND MOTI CHAND,
*Manufacturing Jewellers,*
Marble House, 41, Dhurrumtolah Street, Calcutta.


TRACING LAMINATED.

# কৃষক।

বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।

(স্বয়ং বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট ইহার পৃষ্ঠপোষক)

কলিকাতা ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন হইতে প্রকাশিত।

কৃষকের বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে সাময়িক কৃষি সম্বন্ধীয় যাবতীয় সংবাদ, সরকারী কৃষিক্ষেত্র সমূহের বিবরণী, ফল ফুল শস্যাদি উৎপাদনের উৎকৃষ্ট এবং অভিনব প্রণালী প্রভৃতি, কৃষিকর্ম্মরত ব্যক্তি বর্গের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় যথারীতি প্রকাশিত হয়।

কৃষক।—কৃষি, সাহিত্য, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র। * * *

অতি সুন্দর কাগজে, সুন্দর প্রণালীতে 'কৃষক' পত্র প্রকাশিত হইতেছে। কৃষকের জানিবার অনেক কথাই ইহাতে আছে।—বঙ্গবাসী।

"The *Krishak*, while mindful of the conservatism of the raiyats and their poverty aims at initiating them into scientific methods not involving outlays beyond their means. * * there is reason for hoping that it has been doing some service to the improvemnt of indigenous agriculture by its valuable writings of this character."—*Statesman.*

"We take this occassion to notice Krishak a monthly Bengali Magazine. This deals with Agricultural topics alone and is well conducted" *Indian Nation.*

## সার! সার! সার!

গুয়ানো।

অত্যুৎকৃষ্ট সার। অল্প পরিমাণে ব্যবহার করিতে হয়। ফুল, ফল, সবজীর চাষে ব্যবহৃত হয়। প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ। অনেক প্রশংসা পত্র আছে। ছোট টিন মায় মাশুল ॥৵০, বড় টিন মায় মাশুল ১।০ আনা। ব্যবহারের প্রণালী টিন সহ পাইবেন।

### হাড়ের গুঁড়া

(অত্যন্ত মিহি গুঁড়া)

শস্য, সবজী, বাগানের পক্ষে উত্তম সার। প্রতিমণ ৩৲। অর্দ্ধমণ ১৸০। দশসের ১৲। পাঁচ সের ॥৵০। প্যাকিং ও মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

## সূচী পত্র।

(কৃষক জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩ সাল)

[লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন


| বিষয়। | | পত্রাঙ্ক |
|---|---|---|
| বিবিধ সংবাদ ও মন্তব্য | ... ... | ২৫ |
| সিন্ধুর তুলা | ... ... | ২৬ |
| সুতার মাড় | ... ... | ২৬ |
| স্বদেশী দেশালাই | ... ... | ২৬ |
| বিলাত ফল সমিতি | ... ... | ২৭ |
| শিবাজী উৎসবে শিল্প প্রদর্শনী | ... | ২৮ |
| আর্য কৃষিরীতি—হল কথা... | ... | ৩০ |
| প্রাদেশিক কৃষি সংবাদ | ... ... | ৩০ |
| পত্রাদি | ... ... | ৩২ |
| জলী ধান | ... ... | ৩২ |
| তিসির আঁশ | ... ... | ৩২ |
| বাগানের মাসিক কার্য্য | ... ... | ৩৩ |
| সহজ বিজ্ঞান | ... ... | ৩৪ |
| লাউ, কুমড়া প্রভৃতির চাষ | ... | ৩৫ |
| রোয়া আমন | ... ... | ৩৮ |
| লেবু পোকা | ... ... | ৩৯ |
| পশ্চিমের শিল্প ও কারুকার্য্য | ... | ৪০ |
| তামাক ও চুরুট | ... ... | ৪১ |
| জমির সার | ... ... | ৪৬ |


## বিজ্ঞাপন।

আমরা গত বৈশাখ মাস হইতে কৃষকের নূতন খণ্ড আরম্ভ করিলাম। ৬ষ্ঠ খণ্ডের সকল সংখ্যা নাই এবং তাহা আর পুনঃ মুদ্রিত হইবে না। এই সময়, সময় থাকিতে থাকিতে যাহারা যে সংখ্যা চাহেন লইতে পারেন। পুরাতন খণ্ডের প্রত্যেক সংখ্যার দাম ।০ আনা। বলা বাহুল্য যে সংখ্যা আমাদের নাই তাহা আমরা দিতে পারিব না। ম্যানেজার।

REGISTERED No. C. 192

# কৃষক।



কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

সপ্তম খণ্ড,—দ্বিতীয় সংখ্যা।

JOTINDRO NATH DUTT
JANMABHUMI OFFICE
89, Manik...

সম্পাদক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ স্বর্ণকার, এম, এ,
সিটি কলেজের ভূতপূর্ব্ব অঙ্কশাস্ত্র ও বিজ্ঞানের অধ্যাপক।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৩।

কলিকাতা, ১০৭ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, "শ্রীপ্রেসে" শ্রীযদুনাথ শীল দ্বারা মুদ্রিত ও ১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট, "ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন" হইতে শ্রীশশীভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

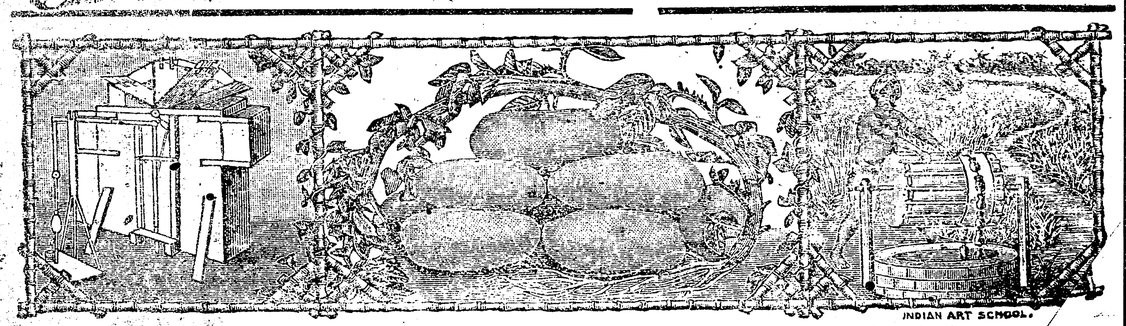




PARTIALY TRACING LAMINATED.

ডাক্তার মেজর সাহেবের বিশ্ববিখ্যাত সেই

# ইলেক্ট্রো-সার্শাপ্যারেলা।

## শুক্র ও শোণিত পীড়ারোগে নবযুগ আনিয়াছে।

রক্তই মানবদেহে জীবনী শক্তি। প্রতিদিন নানাপ্রকারে বিশেষতঃ আহার বিহারে অত্যাচার অনাচারে, নিশ্বাস প্রশ্বাসে মানবদেহে বিষ প্রবেশ করিয়া থাকে। এই বিষ ক্রমে রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া দেহাভ্যন্তরস্থ তাড়িতশক্তির হ্রাস করে এবং পরিণামে সাধারণতঃ শুক্র ও শোণিত সম্বন্ধীয় পীড়া উৎপন্ন হয়। যে ঔষধ ঐ রক্তদুষ্টির বিষ তিরোহিত করিয়া হ্রাসপ্রাপ্ত বৈদ্যুতিক শক্তির সামঞ্জস্য সম্পূর্ণরূপ রক্ষা করিতে পারে তাহাই প্রকৃত ঔষধ; এই—

"ইলেক্ট্রো-সার্শাপ্যারেলা"ই তাহার একমাত্র আদর্শ।

**ইহা কি?** চিকিৎসা-বিজ্ঞান-সম্মত শুক্র ও শোণিত দোষ-সংশোধক এবং তাড়িতশক্তি প্রবর্ত্তক কয়েকটী দুষ্প্রাপ্য বীর্য্যবান উদ্ভিজ্জ হইতে—নিউইয়ার্ক নগরবাসী খ্যাতনামা ডাক্তার জেমস মেজর এম, এ, এম, ডি, মহোদয়ের অনুষ্ঠিত,—নূতন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বিনিঃসৃত নির্য্যাস। মানবদেহে ইহার ক্ষমতা অসীম, গুণ অনন্ত, ক্রিয়া স্থায়ী।

ইহাতে যে কয়েকটী বীর্য্যবান ভেষজ পদার্থ আছে তাহা অন্য কোন ঔষধে নাই; এবং ঐ গবেষণা-লব্ধ মহাগুণশালী দুষ্প্রাপ্য ভেষজই ইহার ঐরূপ অসাধারণ গুণবত্তার মূল কারণ।

**ইহাতে কি কি রোগ সারে?**—সর্ব্বপ্রকার কারণজাত শুক্র ও শোণিত বিকৃতি, বাতরক্ত, আমবাত, গাত্রকণ্ডু, এবং তজ্জনিত দূষিত ঘা, নালী ঘা, হাত পায়ের তলায় চামড়া উঠা, শরীরের নানাস্থানে কুৎসিত চিহ্ন, নূতন পুরাতন বাত, গাঁইটে গাঁইটে বেদনা ও ফুলা, প্রমেহ, শুক্রমেহ, স্মরণশক্তির হীনতা, যৌবন কালোচিত সামর্থ্যের অভাব ইত্যাদি শুক্র ও শোণিত সংক্রান্ত সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি ও তাহার সহস্রাধিক উৎকট উপসর্গ সমূলে বিনষ্ট করিয়া ক্ষুধাবৃদ্ধি করিতে, কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখিতে এবং দুর্ব্বল ও জরাজীর্ণ দেহ সবল ও কার্য্যক্ষম করিতে ইহা অতুলনীয়; তাই—

### ডাক্তার মেজরের ইলেক্ট্রো সার্শাপ্যারেলা

আজ ভারতের সর্ব্বত্র সমাদৃত ও পরিব্যাপ্ত। প্রকৃত গুণ আছে বলিয়াই ইহার বিক্রয় এত অধিক—বিক্রয় বাহুল্য হেতুই আজ এত নকলের সৃষ্টি! ক্রেতাগণ সাবধান!!

"ইলেক্ট্রো সার্শাপ্যারেলা"র প্রত্যেক শিশির রঙ্গিন কভারিং বাক্সে—

### ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্টারি করা আমাদের ট্রেডমার্ক দেখিয়া লইবেন।

আদি ও অকৃত্রিম ঔষধ পাইতে হইলে বোম্বাই কিম্বা কলিকাতার ঠিকানায় মেসার্স "ডব্লিউ, মেজর কোম্পানিকে পত্র লিখিবেন; অথবা কলিকাতা মেসার্স বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোম্পানীর দোকানে পাইবেন এই উভয় স্থান ব্যতীত আর কোথাও প্রকৃত ঔষধ পাওয়া যায় না।

**"ইলেক্ট্রো-সার্শাপ্যারেলা"** সকল দেশের সকল ঋতুতে উল্লিখিত রোগ সমূহের সকল অবস্থায় আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, রোগী অরোগী সকলেই নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন।

ইহাতে পারদাদি কোনপ্রকার দূষিত পদার্থের সংস্রব না থাকায় মাতৃস্তন্যের ন্যায় নির্দ্দোষ; স্নানাহারে কোন কঠিন নিয়ম না থাকায় ধনী দরিদ্রের সমান অধিকার।

**ইলেক্ট্রো-সার্শাপ্যারেলার মূল্যাদি,**— সর্ব্বপ্রকার ভাষার ব্যবস্থাপত্র সম্বলিত ৩৮ দিন সেবনোপযোগী প্রত্যেক শিশির মূল্য ২৲ টাকা, ৩ শিশি ৫৷৷০, ৬ শিশি ১০৷৷০ টাকা, ডজন ২০৲ টাকা, প্যাকিং ও ডাকমাশুল ইত্যাদি যথাক্রমে ৮০, ৮৵০, ১৷০, ১৸০.

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

# কৃষক।

৭ম খণ্ড। জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৩ সাল। ২য় সংখ্যা।

## কৃষক

### পত্রের নিয়মাবলী।

১। "কৃষকে"র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৶০ তিন আনা মাত্র।

২। সাড়ে তিন আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে এক সংখ্যা কৃষক প্রেরিত হইবে।

৩। আদেশ পাইলে, পরবর্ত্তী সংখ্যা ভিঃ পিতে পাঠাইয়া বার্ষিক মূল্য আদায় করিতে পারি।

পত্রাদি ও টাকা ম্যানেজারের নামে পাঠাইবেন।

KRISHAK

THE ONLY POPULAR PAPER OF BENGAL

Subscribed by amateure-gardeners with interest.

It reaches 1000 such people who have ample money to buy goods.

**Rates of Advertising.**

1 Full page Rs. 3-8
1 Column Rs. 2.
½ ,, ,, 1-8.
Per Line As. 1½.
Back page Rs. 5.

MANAGER—"KRISHAK";
148, Bowbazar Street, Calcutta.

For further particulars regarding advertising in the "Krishak," please apply to the Manager Universal Advertising Agency, and authorised advertising agent of Krishak. 56, Wellington Street, Calcutta.

## বিবিধ সংবাদ ও মন্তব্য।

মেদিনপুর জেলার সর্ব্বত্রই ভূমিকর্ষণ আরম্ভ হইয়াছে। স্থানে স্থানে ধান্য বপনও হইতেছে। তিল ও তুলার অবস্থা আশাপ্রদ।

—o—

ময়মনসিংহ।—মুক্তির প্রতি বৎসর এ অঞ্চলে প্রচুর আম্র, জন্মিয়া থাকে। আম কাঁঠালই এ প্রদেশের প্রধান খাদ্য। এবার কিন্তু নাই বলিলেও চলে। টাকায় নয় সের চাউল। অনেকের দু-বেলা আহার জুটা দায় হইয়াছে।

—o—

খুলনায় চাষের সুবিধা।—খুলনার মে মাসের শেষে সপ্তাহ হইতে প্রচুর বৃষ্টি হইতেছে। বৃষ্টির ফলে কৃষিকার্য্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। চাউলের দর ছিল ছয় টাকা চারি আনা; এখন পাঁচ টাকার এক মণ চাউল মিলিতেছে।

—o—

গত ১লা জ্যৈষ্ঠ তারিখে মফস্বলের বহুস্থানে বৃষ্টি-পাত হইয়াছে, এই বৃষ্টির জন্য কৃষককুল হা করিয়া আকাশের দিকে চাহিয়াছিল, বৃষ্টির পর চতুর্দ্দিকের ক্ষেত্রে মহাউৎসাহে কর্ষণ চলিতেছে। সমস্ত বৈশাখ মাসে এক বিন্দু জল হয় নাই, এমন বহুকাল দেখা যায় নাই; আকাশে এখনও মেঘ আছে, এবং এখনও বৃষ্টির প্রয়োজন।

—o—

দুর্ভিক্ষের কথা।—বোম্বাইয়ের সরকারী তথ্যে প্রকাশ,—এখনও বোম্বাই অঞ্চলে অন্নকষ্টের আশঙ্কা যায় নাই। বীজাপুর, আহম্মদনগর, সোলাপুরের অধিকাংশ, নাসিকের দক্ষিণ পূর্ব্বভাগ, সাতারা, নগাঁও, ধাওয়ারের কতকাংশ, প্রভৃতি স্থানে অন্নকষ্টের আশঙ্কা বিদ্যমান। কাল বৃষ্টি হয় নাই বলিয়া পশুদিগের খাদ্য কম হইয়াছে। ফলে পশুদিগের বড় কষ্ট। সরকারী তথ্যে এইরূপই প্রকাশ।

—০—

সিন্ধুর তুলা।—ভারতের গবর্ণমেণ্টকে সর্ব্বত্রই, বিলাতের কলের জন্য, উৎকৃষ্ট তুলা উৎপন্ন করিতে হইতেছে। মিশরীয় বীজে সিন্ধুপ্রদেশে যে তুলা উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা বিলাতী কলের একান্ত উপযুক্ত। লিবারপুলে সৈন্ধব তুলার এক সেরের দর উঠিয়াছে ১।০ সিকা। ক্রমে এই তুলায় ভারত আচ্ছন্ন হইবে, কিন্তু নিজের জন্য এক ছটাকও রাখিতে পারিবেন না।

—০—

সুতার মাড়।—সুতা পাকাইলেও তাহার উপর কতগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তুলার আঁশ দেখা যায়। সুতা গুলি এই প্রকার আঁশ শূন্য করিবার জন্য ও সুতা শক্ত করিবার জন্য আমাদের দেশের তাঁতিরা সুতায় মাড় দিয়া থাকে। তাহারা সুতায় মাড় দিয়া সুতায় পাট করিয়া এমন সুতা তৈয়ারি করে, সে সুতায় কাপড় বুনিলে কাপড় মসৃণ হয় এবং অনেক দিন টেকে। মাড় অনেক রকমে প্রস্তুত হয় যথা ভাতের মাড়, থৈয়ের মাড়, চিড়ার মাড় ইত্যাদি। চিড়া ও ভাতের মাড়ই ভাল কিন্তু কেহ কেহ সব সময় ভাত "শকড়ি" বলিয়া নাড়াচাড়া করিতে রাজি নহে তাই তাহারা থৈয়ের মাড় ব্যবহার করে। ময়দা ও থৈয়ের সংমিশ্রণেও বেশ মাড় প্রস্তুত হয়। গরম জলে ময়দা গুলিয়া তাহাতে থৈ ফেলিয়া দিয়া চট্‌কাইয়া লইলে মাড় প্রস্তুত হয়। মাড়টী পাতলা দুধের মত হওয়া আবশ্যক। তাহাতে সুতা ভিজাইয়া টানিয়া লইলে সুতা বেশ টন্‌কো হয়।

—০—

ভয়ানক অন্নকষ্ট।—ত্রিপুরা, কুমিল্লা হইতেও অন্নকষ্টের বিষম সংবাদ আসিয়াছে। দাউদকাঁদি থানায় চাউলের মণ ৭৲ টাকা। উপবাসে উপবাসে বিস্তর লোক যেন ক্ষেপিয়া উঠিতেছে। তাহারা ধানের গোলা, বাজারের চাউল লুঠ করিতেছে। সম্প্রতি একদিন প্রায় চারিশত লোক সমবেত হইয়া মুরখা বাজারের দুইশত মণ চাউল লুঠ করিয়া লইয়াছে। ওজারখালাতেও চাউল লুঠ হইয়াছে। অবিলম্বে রিলিফ ব্যবস্থা না করিলে বহু প্রাণ হানির সম্ভাবনা।

—০—

স্বদেশী দেশলাই।—বিজ্ঞান-সভার উদ্যোগে শ্রীযুক্ত পি, সি রায় এবং শ্রীযুক্ত এ পি ঘোষ দেশলাই তৈয়ারির কাজ শিখিবার জন্য জাপান গিয়াছিলেন। সেখানে ইহাঁরা উভয়েই এ বিদ্যায় বিদ্বান হইয়া, স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। শুনিতেছে ইহাঁরা আর অধিক দিন বেকার বসিয়া থাকিবেননা,—শীঘ্রই একটা দেশলাইয়ের কল বসিতেছি,— ইহাঁরা সেই কলের তত্ত্বাবধায়ক হইবেন। কলের সাজ-সরঞ্জাম জাপান হইতে আসিবে,—জাপানে ইহাও জন্য অর্ডার গিয়াছে।

—০—

বঙ্গলক্ষ্মী কাপড়ের কল।—১৮ই মে হইতে বঙ্গলক্ষ্মী কাপড়ের কলের অংশ বিক্রয়ের বিধিমত চেষ্টা হইতেছে। গত ২৪ জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত অর্থাৎ ২০ দিনে ১১ লক্ষ টাকার অংশ বিক্রয় হইয়াছে। আর এক লক্ষ টাকার অংশ বিক্রয়ের জন্য অবশিষ্ট আছে বোধ হয় ২ দিনের মধ্যে ১ লক্ষ টাকার অংশ বিক্রয় হইবে। আমাদের বিশ্বাস ১৫ই জুনের মধ্যে ১।১২০ লক্ষ অংশের টাকা আসিয়া পঁহুছিবে। এতকাল পরে বঙ্গে একটী কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হইল।

—০—

দুর্ভিক্ষের জ্বালায় ডাকাতি —বিষম ব্যাপার। চট্টগ্রামের জ্যোতিঃপত্রে জনৈক ভদ্রলোক রামগড় হইতে লিখিয়াছেন,—"নিতান্ত দুঃখের সহিত জ্ঞাপন



করিতেছি যে রামগড় ও মহালছড়ী থানার এলেকাধীন স্থানসমূহে লোকেরা অন্নাভাবে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে; দুই তিন শত লোক একত্র দল বাঁধিয়া ডাকাতি ও লুট করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বিগত ৩রা মে হাজাছড়া নামক স্থানে ঝাম্পা রোয়াজার বাড়ী অনুমান দেড় শত লোক বেলা ৩টায় সময় উপস্থিত হইয়া ধান চাউল যাহা পাইয়াছিল, তাহা লুট করিয়া নিয়াছে। পরে ৪ঠা মে গোমতী বিষ্ণুরাম রোয়াজার বাড়ীতে বেলা ১টার সময় প্রায় তিন শত লোক উপস্থিত। এই সময় রামগড় থানার হেড কনেষ্টবল ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু পেটের জ্বালায় ক্ষিপ্ত রিয়াং ও ত্রিপুরাগণ পুলীশের বন্দুককে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া উক্ত রোয়াজার ঘর হইতে প্রায় ৫০০ আড়ি ধান লুট করিয়া লইয়া গিয়াছে। পাহাড় জঙ্গলের আলু কচু, এমন কি তাহার মূল পর্য্যন্ত ফুরাইয়া গিয়াছে। এখন অনেকে গাছের পাতা খাইতে আরম্ভ করিয়াছে। এইক্ষণ দয়ালু কমিশনার মহাশয়ের কৃপা ছাড়া হতভাগ্য পার্ব্বত্যগণের রক্ষার আর উপায় নাই। আমরা কাতরে তাঁহার কৃপা ভিক্ষা করিতেছি।" কমিশনার বাহাদুর অবিলম্বে দুর্ভিক্ষপীড়িত পার্ব্বতীয়দিগের রক্ষার ব্যবস্থা করুন।

—০—

অকাল লোকান্তর।—কলিকাতা হাতীবাগানের কবিরাজ ৺কালিদাস রায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র কবিরাজ নৃত্য গোপাল রায়ের অকাল লোকান্তর সংবাদ পাইয়া আমরা বড়ই ব্যথিত হইয়াছি। * তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন; কিন্তু ইহাঁর নামে ঘোষণার জয় ডঙ্কা বাজিত না। ইনি সুচিকিৎসক ছিলেন; কিন্তু ইহাঁর নামে কোথাও কোনরূপ বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইত না। ইনি বহু মৌলিক সংস্কৃত কাব্য এবং বহু মৌলিক বাঙ্গালা নাটকাদি রচনা করিয়াছিলেন। সে সকল গ্রন্থের বহু সুনামও হইয়াছিল; কিন্তু কোন গ্রন্থেই তাঁহার নাম ছিল না। তাহার প্রণীত "রামাবদানং" নাটকখানি জর্ম্মণীর একটী বিশ্ব-বিদ্যালয়ে দুই তিন বৎসর পাঠ্য পুস্তক রূপে পরিগণিত ছিল। ইনি যেমনই বিদ্বান, তেমনই চরিত্রবান,—যেমন বুদ্ধিমান, তেমনই দয়াবান। পিতৃদেবের জীবিতাবস্থায় ইনি যাহা উপার্জ্জন করিতেন, তাহা সমস্তই ইনি সংস্কৃত পাঠার্থীদিগের উপকারার্থে ব্যয় করিতেন। যেরূপ যে ব্যবস্থায় সংস্কৃত শিক্ষার উন্নতি সাধন করা তাঁহার সাধ্যায়ত্ত হইত, তাহাতে তিনি কোন রূপ ত্রুটি করিতেন না। তাঁহার সংস্কৃত শ্লোকের মধুর ঝঙ্কার শুনিয়া প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিত, তাঁহার সুমিষ্ট কথা শুনিলে তেমনই প্রাণ পুলকে পুরিয়া যাইত। গত ৭ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার রাত্রি ১০টা ৪৫ মিনিটের সময় তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে। ১২৬১ সালের ২৬শে ভাদ্র তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। এহেন সুপণ্ডিত সুচিকিৎসকের অকাল লোকান্তরে কে না ব্যথিত হইবে?

* তিনি আমাদের কৃষি-সমিতির অধ্যক্ষগণের অনেকেই শিক্ষকাচার্য্য।

—০—

বিলাতী ফল সমিতি:—সম্প্রতি বিলাতে একটি ফল সমিতির অধিবেশন হইয়াছিল। সমিতির কার্য্যে অনেক বিশেষজ্ঞই যোগদান করিয়াছিলেন। বিলাতী ফল সমূহ উৎপাদন প্রণালী আমাদের দেশের পক্ষে সম্পূর্ণ প্রযুজ্য না হইলেও, এই সমিতির অধিবেশনে ফল চাষ সম্বন্ধে যে ককেকটি প্রধান মত প্রকাশিত হইয়াছে তৎসমুদয় আমাদের বিশেষ রূপে অধ্যয়নের উপযুক্ত। সংক্ষেপতঃ সেগুলি এই।—(১) চারার শিকড়গুলি কখন বাতাসে অধিকক্ষণ রাখা উপযুক্ত নয়। যদি অনেকগুলি চারা বসাইতে হয় তাহা হইলে চারা গুলির শিকড় প্রথমেই মাটি দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া উচিত। তৎপরে সুবিধা মত রীতিমতরূপে বসাইতে পারা যায়। (২) চারা শিকড় যত স্থান অধিকার করিবে তদপেক্ষা অন্ততঃ ১ ফুট অধিক চওড়া গর্ত্ত করিবে। উপরের মাটি ফেলিয়া দিবে। গর্ত্তের

নিচের মাটি ৬-৮ ইঞ্চি পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া দিবে। তৎপরে গর্ত্তের মধ্যেস্থলে গুঁড়া মাটি একটু উচু করিয়া রাখিয়া তাহার উপর চারা বসাইবে। (৩) শিকড় যদি কোন রূপ ছিন্ন অথবা জখম হইয়া থাকে তাহা হইলে ছাঁটিয়া দিবে এবং নিম্নগামী শিকড় সকল সামান্য পরিমাণে কাটিয়া ছোট করিয়া দিবে। (৪) চারা বসাইবার চারা গুলি যতদূর পর্য্যন্ত মৃত্তিকায় প্রোথিত ছিল নূতন স্থানে বসাইতে হইলে ঠিক সেই পর্য্যন্ত প্রোথিত করাই ভাল। চারার কাণ্ডে মাটির দাগ দেখিলেই কতদূর পর্য্যন্ত প্রোথিত ছিল তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। ফলতঃ সর্ব্বোচ্চ শিকড় গুলি মৃত্তিকার উপরিভাগ হইতে ৩।৪ ইঞ্চি নিম্নে থাকাই উচিত। (৫) ভাল করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে কাণ্ডের অনেক স্থান হইতে শিকড় বাহির হইয়াছে। চারা বসাইবার সময় সর্ব্ব নিম্নস্থ শিকড় গুলি বেশ করিয়া মাটির উপর ছড়াইয়া দিয়া তাহার উপর কিয়ৎ পরিমাণ গুঁড়া মৃত্তিকা দিবে। তৎপরে ক্রমশঃ ক্রমশঃ উপরের শিকড় গুলিও ঐ রূপে বসাইবে। চারাটীকে মাঝে মাঝে নাড়িয়া দিলে মৃত্তিকা সর্ব্ব স্থানে সমান হইয়া বসিয়া যাইবে। (৬) যখন সকল শিকড় গুলি বসান হইবে তখন মাটি আস্তে আস্তে চাপিয়া দিয়া কাণ্ডের চতুর্দ্দিকে উচু করিয়া কিয়ৎ পরিমাণ মাটি দেওয়া আবশ্যক। কারণ কিছু দিনের মধ্যেই মাটি প্রায় ২।১ ইঞ্চি নামিয়া যায়। (৭) বসানর পর, মাটি ভিজা না হইলে একবার বেশ করিয়া জল দেওয়া উচিত। (৮) চারা বসাইয়া উহাকে একটা শক্ত কাঠির সহিত বেশ করিয়া বাঁধিয়া দিতে হয়। ভাল করিয়া না বাঁধিলে বাতাসে কাঠির সহিত ঘেঁস লাগে। ছুটি কাঠি দিলে আরও ভাল হয়। (৯) গাছ গুলি যাহাতে পশ্বাদি দ্বারা নষ্ট না হয় তাহার উপায় করিতে হইবে। (১০) মাটি বর্ষার পর শুষ্ক হইলেই নিড়াইয়া দেওয়া আবশ্যক। ভাল করিয়া মাটি নিড়াইলে গাছ বেশ সতেজ হয় এবং অনাবৃষ্টিতেও গাছের ক্ষতি করিতে পারে না।

অঙ্কুরোদ্গমের সময়।

—০—

কোন বীজের অঙ্কুর বাহির হইতে কত সময় আবশ্যক হয়, তৎসম্বন্ধে আমেরিকায় কতকগুলি পরীক্ষা হইয়াছিল। উক্ত পরীক্ষার ফলে জানা গিয়াছে যে নিম্নলিখিত বীজ গুলির অঙ্কুরোদ্গম হইতে নিম্নলিখিত পরিমাণ সময় আবশ্যক হয়।

| | | |
|---|---|---|
| হাতি চোক্ | ১৪ হইতে | ২১ দিন |
| সিম | ৫—১০ | ,, |
| বীট | ১০—২০ | ,, |
| ফুল কপি বাঁধা কপি প্রভৃতি | ৫—১২ | ,, |
| গাজর | ১৪—২১ | ,, |
| ভূট্টা | ৮—১৪ | ,, |
| শসা | ১০—১৫ | ,, |
| বেগুন | ৮—১০ | ,, |
| ওলকপি | ৫—১২ | ,, |
| ছালাই | ৩—৫ | ,, |
| ফুটি, তরমুজ | ৮—১৩ | ,, |
| শরিসা | ৩—৭ | ,, |
| ঢেঁড়স | ৮—১৫ | ,, |
| পেঁয়াজ | ৭—১৪ | ,, |
| মটর | ৫—১০ | ,, |
| লঙ্কা | ৮—১০ | ,, |
| কুমড়া | ৫—১০ | ,, |
| মূলা | ৩—৫ | ,, |
| বিলাতী বেগুন | ৫—১৫ | ,, |
| শালগম | ৩—৫ | ,, |

## শিবাজী-উৎসবে শিল্প-প্রদর্শনী।

কলিকাতার কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে "সঙ্গীত-সমাজে"র সম্মুখে যে একটী বড় মাঠ পড়িয়া আছে, সেই মাঠের উপর গত সোম, মঙ্গল ও বুধ—এই তিন দিন 'শিবাজী-মেলা' বসিয়াছিল। যে মহারাষ্ট্রীয় বীর শিবাজী ধর্ম্মরক্ষার আকাঙ্ক্ষায় শক্তির সাধনা করিয়া

JOTINDRO NATH DUTTA
JANMABHUMI OFFICE
39, Manick Bose's Ghat St. Calcutta



ছিলেন, সেই শিবাজীর স্মরণোৎসবে কলিকাতায় এই মেলার অধিষ্ঠান। আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া এই কলিকাতায় কয়েকজন আধুনিক ইংরাজী-শিক্ষিত বাঙ্গালীর উদ্যোগে শিবাজীর স্মৃতি-উপলক্ষে উৎসব হইয়া আসিতেছে। বৎসরান্তে এমনি সময়ে এই উৎসব হইয়া থাকে। সেই উৎসবে কেবল সভা, সমিতি, বক্তৃতা প্রভৃতির অনুষ্ঠানই হয়। এবারকার উৎসবে অনুষ্ঠানের প্রকৃতি অন্যরূপ।

এবার শিবাজী-উৎসবের এক বৈচিত্র এই,—সিংহবাহিনী ভবানীর পূজা। মূর্ত্তিতে শাস্ত্রীয় আদর্শের প্রমাণ নাই। রাজনীতির প্রকট মূর্ত্তি,—অভিষেকে আলীঢ় শিবাজী সিংহবাহিনীর সম্মুখে। এই সিংহবাসিনী ভবানীরই পূজা হইয়াছিল।

মাঠের এক দিকে হোগলার ছাওয়া একটী মণ্ডপ প্রস্তুত হইয়াছিল। এ মণ্ডপে তিন দিনই কথকতা চলিয়াছিল। পুতুলনাচ, লাঠি খেলা, তরবারি খেলা, মল্লক্রীড়া প্রভৃতি নানাবিধ ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। মণ্ডপের একদিকে কৃত্রিম আরণ্য পর্ব্বতে শিবাজীর গুরু রামদাসের যোগমগ্ন মূর্ত্তি প্রদর্শিত হইয়াছিল। তিন দিনই উৎসব-ক্ষেত্রে লোকসমাগমে তিল ধারণের স্থান ছিল না। সকলেরই মুখে যেন উদ্দীপ্ত উৎসাহের লক্ষ দীপ শিখা।

এবারকার শিবাজী উৎসবের আর এক বৈলক্ষণ্য এই যে,—পুনা হইতে শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর তিলক এবং অমরাবতী হইতে শ্রীযুক্ত খাপার্দ্দে এই উৎসব দেখিবার জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিলেন।

মেলার মাঠে সারি সারি দোকান শ্রেণী। পূজা-বাড়ীর ঘর-দালানেও অনেকগুলি স্বদেশী জিনিষের দোকান। বহু লোক দেশী দ্রব্যের বেচা-কেনায় ব্যস্ত। অধিকাংশ দোকানই কলিকাতার। আমরা নিম্ন কয়েকটী দোকানের নাম উল্লেখ করিয়া দিলাম। ৩২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী কোং,—ইহাঁদের কড়ির বোতাম উৎকৃষ্ট; ১৫৮নং আহিরী টোলা ষ্ট্রীটের রসিকলাল গাঙ্গুলীর দোকান,—ইহাঁদের "গোলক-ধাঁধা" প্রভৃতি সাবান বেশ; ৭২ নং হারিসন রোডের "স্বদেশী ষ্টোর,"—ঢাকা, টাঙ্গাইল প্রভৃতির ধুতি শাড়ী অত্যুৎকৃষ্ট। "স্বদেশী শিল্প-ভাণ্ডার" ২৮৫ নং অপার চিৎপুর রোড,—ইহাঁদের আয়না বেশ ভাল। শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র মণ্ডল ৩৭ নং গৌরীবেড় লেন,—ইহাঁদের দোকানে চন্দ্রকণার তাঁতীর কাপড় আদরের জিনিষ। ২৭।১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের "ভারত-ভাণ্ডার"—বেশ দোকান খানি; কাশী, ঢাকা প্রভৃতি স্থানের বহুমূল্য বস্ত্রাদি ও নানাবিধ মূল্যবান মনোহারী জিনিষপত্র; সবগুলিই মনোরম। "গার্হস্থ্য-ভাণ্ডার"—৮ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় ম্যানেজার;—খাসা দোকান, শান্তিপুর, ফরাসডাঙ্গা, প্রভৃতি স্থানের ধুতি, শাড়ী, রুমাল ইত্যাদি বেশ, কানানোর জামার কাপড়, ছিট খুব ভাল; ইহা ছাড়া ইহাদের নিজের তাঁতে প্রস্তুত কাপড়, চাদর, গামছা বেশ হইয়াছে। ৯ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের "মহাপ্রভু ভাণ্ডার"; ইহাঁদের চন্দনকাঠের কলমের হাণ্ডেল উৎকৃষ্ট। ২১২।১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের "মাতৃভাণ্ডার"—মহিষের শিঙ্গের নানাপ্রকার চিরুণী দেখিতে খাসা। ২৩ নং পগেয়াপটী ষ্ট্রীটস্থ শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়,—ইহাঁর দোকানে মোজা, গেঞ্জি, তোয়ালে বেশ। মুখার্জী ব্রাদার্স, ৭ নং লালবাজার ষ্ট্রীট,—অডিকলোম, টুথ পাউডার, নস্য আর জুতার ব্রাউন পালিস উৎকৃষ্ট জিনিস। আ, সি, দাস গুপ্ত, ফেডারেসন ষ্টোর, ১৪০ নং অপার চিৎপুর রোড,—"বুল বুল সোপ ফ্যাক্টরীর" নানা রকমের সুগন্ধি সাবান খুব ভাল। শ্রীগোপীচাঁদ বোথরা ম্যানেজার, "তারপুর সুগার ওয়ার্কসের" চিনি চমৎকার। ৮ নং বালাখানা ষ্ট্রীটের কে সি চক্রবর্ত্তী এণ্ড কোং,—নানা রকমের তাঁতের

কারখানা ; তাঁতগুলি বেশ ব্যবহারোপযোগী, চরকার কল, টানার কল খুব ভাল হইয়াছে। "বস্ত্র প্রচার সমিতি",—৭ নং শাখারিটোলা লেন, দেশী তাঁতের কাপড় উৎকৃষ্ট, ছোট বড় সকল রকমের কাপড়ই পাওয়া যায়। বড়বাজার ৫০ নং ঢাকাপটী ষ্ট্রীটের নিতাইচরণ শ্যামবন্ধু বসাক,—ইহাঁদের দোকানে ঢাকার প্রস্তুত নানাবিধ ধুতি, শাড়ী, চাদর ইত্যাদি ঢাকার দরে পাওয়া যায়; সকল জিনিসগুলিই উৎকৃষ্ট। এ, সি, মজুমদার, ৯ নং শিকদারবাগান লেন,—ইহাঁদের স্বদেশী সিগারেট খাসা। দর খুব সস্তা। ২৪০।১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীটের ওরিএণ্টাল ষ্টোর কোম্পানী,—দিল্লীর হিন্দু বিস্কুট উৎকৃষ্ট। "টাউন স্কুল" কলিকাতা, সিমলা, "বঙ্কিম লুম" বেশ ব্যবহারোপযোগী ; বস্ত্র-বয়ন বেশ চলিতেছে। হারিসন রোডের "ছাত্র-ভাণ্ডার"—এই ভাণ্ডারে নানা স্থানের নানাবিধ দেশী ধুতি শাড়ী পাওয়া যায় ; জিনিষগুলি ভাল।

---

## আর্য্য কৃষিরীতি—হল কথন।

### হল চালানের শুভ সময়।

অনিলোত্তর রোহিণ্যাং মৃগমূল পুনর্ব্বসৌ।
পুষ্য শ্রবণহস্তেষু কুর্য্যাদ্ধলিপ্রসারণম্॥
হল প্রসারণং কার্য্যং কর্ষকৈঃ শস্য বৃদ্ধয়ে।
শুক্রেজ্যু বীজবাসরেষু শশিজস্য বিশেষতঃ॥

স্বাতী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, রোহিণী, মৃগশিরা, মূলা, পুনর্ব্বসু, পুষ্যা, শ্রবণা ও হস্তা নক্ষত্রে হল প্রবাহন করিবে। এই সময়ে হল প্রসারণ করিলে বিশেষতঃ শুক্র, সোম, বৃহস্পতি ও বুধবার হইলে কর্ষকের শস্য বৃদ্ধি হয়।

তিথি ও বারাদি বিশেষে পৃথিবীর স্বতন্ত্র ভাবান্তর সম্পস্থিত হয়। তন্মধ্যে পূর্ব্বোক্ত নক্ষত্র ও বারের ভাবে কৃষির শস্য বৃদ্ধিরই কারণ।

### তিথি বিশেষে হল চালনের ফলাফল।

সুখদা প্রতিপচ্চৈব দ্বিতীয়া কার্য্যসাধিনী।
আরোগ্যদা তৃতীয়াচ চতুর্থী কীটকৃৎ সদা॥
পঞ্চমী শ্রীপ্রদা নূনং ষষ্ঠী চ কলহপ্রিয়া।
সপ্তমী স্থানদা ভোগ্যা বৃষং হন্তি তথাষ্টমী॥
নবমী শস্যনাশায় দশমী তূর্ত্তিদা সদা।
একাদশী তথা কুষ্মাণ্ডনং ধান্যং মনোরথম্॥
দ্বাদশী প্রাণসন্দেহা সর্ব্বসিদ্ধা ত্রয়োদশী।
চতুর্দ্দশী পতিং হন্তি পঞ্চদশ্যেব নিষ্ফলাম্॥

(কৃত্য চিন্তামণি বলভদ্রে)

প্রতিপদে হল চালন করিলে সুখদায়ক, দ্বিতীয়ায় কার্য্য সাধন, তৃতীয়ায় আরোগ্যদায়ক, চতুর্থীতে কীট কারক, পঞ্চমীতে নিশ্চিতই শ্রীপ্রদায়ক, ষষ্ঠীতে কলহপ্রিয়তা, সপ্তমীতে স্থান ও ভোগ দায়ক, অষ্টমীতে বৃষ নাশ, নবমীতে শস্য নাশ, দশমীতে সর্ব্বদা সম্পদদায়ক একাদশীতে ধন ধান্য বৃদ্ধি, দ্বাদশীতে প্রাণসংশয়, ত্রয়োদশী সর্ব্বসিদ্ধি, চতুর্দ্দশীতে স্বামী (কর্ত্তা) নাশ এবং অমা পূর্ণিমায় নিষ্ফলা হইয়া থাকে।

---

## প্রাদেশিক কৃষি সংবাদ।

বঙ্গে তৈল্য সস্য।—১৯০৫।১৯০৬ ভাইই ও রাবি তৈল্য শস্যের সরকারি রিপোর্টে প্রকাশিত হইয়াছে। সমুদয় তৈল শস্যে মধ্যে শরিষা ও রাইই সর্ব্ব প্রধান। ইহা প্রায় সমুদয় তৈল শস্যের এক তৃতীয়াংশ, তিসি প্রায় এক তৃতীয়াংশ বাকী তিল, রেড়ী এবং অন্যান্য তৈল শস্য হইতে পাওয়া যায়।

পূর্ণিয়া, সাঁওতালপরগণা, ভাগলপুর, দীরবঙ্গ, খুলনা জেলায় রাই ও শরিষা সমধিক পরিমাণে জন্মায় এক পাটনা বিভাগে আট আনার উপর তৈল শস্য

JOTINDRO NATH DUTTA
JANMABHUMI OFFICE
89, Manick Bose's Ghat St. Calcutta



জন্মায়। মজঃফরপুর, মেদিনীপুর, যশহর, ও আন্দুলে তিসির চাষ অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে।

তৈল বীজ বুনিবার সময় জমিতে রস না থাকায় এবং জানুয়ারি ও ফ্রেব্রুয়ারি মাসে অসময়ে বৃষ্টি হওয়ায় তৈল শস্যের হানি করিয়াছে।

এ বৎসর মোটের উপর ২,২০০,১০০ একর জমিতে তৈল শস্যের আবাদ হইয়াছে। বিগত বর্ষে ২,২৪৩,০০০ একর জমিতে আবাদ হইয়াছিল।

বালেশ্বরে তৈল শস্যের আবাদ খুব কম বলিলেই হয় তথায় ষোল আনা রকম ফসল হইয়াছে। সম্বলপুরে, ৬।০ আনা, সারণ, দ্বারবঙ্গ, মজাফরপুর প্রভৃতি জেলায় ৮।০ আনা, পূর্ণিয়া, মুঙ্গের, গয়া, চম্পারণ প্রভৃতি জেলায় ৮/০ আনা রকম ফসল হইয়াছে এবং বাকী জেলায় যথা সাঁওতাল পরগণা, নদীয় প্রভৃতি কোন খানে ।৵০ আনা কোন স্থানে ৷৷০ আনা কোথাও ৷৷৵০ আনা রকম ফসল জন্মিয়াছে।

শরিষা রাই, তিসির ফলন একর প্রতি ৬/০ মণ হিসাবে ও অন্য তৈল শস্যের ফলন ৪৷৷০ মণ হিসাবে ধরিলে মোটের উপর ৩০৪,৭০০ টন ফসল উৎপন্ন হইয়াছে। বিগত বৎসর ৩০১,৭০০ টন হইয়াছিল।

পঞ্জাবে রবি তৈলশস্য।—বীজ বুনবার সময় জমিতে প্রচুর রস থাকায় অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা অনেক অধিক জমিতে তৈল শস্যের বুনানি হইয়াছিল। কিন্তু তৎপরে জানুয়ারি ও ফ্রেব্রুয়ারি মাসে অনাবৃষ্টি হেতু এই ফসলের বিশেষ ক্ষতি হয় এতদ্ব্যতীত ঝড়ে, শিলাবৃষ্টিতে বা পোকার উপদ্রবে কিছু কিছু ক্ষতি হইয়াছিল। নানা কারণে দিল্লি বিভাগে রাই ভাল রূপ জন্মায় নাই, জলশুর ডিষ্ট্রীক্টে খুব আবাদ হইয়াছে।

রবী নদের উত্তর ও পশ্চিম উপকূলে তৈল শস্যের আবাদ অপেক্ষাকৃত ভাল হইয়াছে। বিগত বর্ষে পাঞ্জাবে সর্ব্বসমেত ১,৬১৪,২০০ একর পরিমিত জমিতে তৈল শস্যের আবাদ হইয়াছে। অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা শতকরা ৩৩ ভাগ অধিক জমিতে আবাদ হইয়াছিল।

এই জমির মধ্যে ৩০৭,০০০ একর জমিতে জল সেচনের সুবিধা ছিল এবং ১,৩০৬,৫০০ জল সেচনের কোন বন্দোবস্ত ছিল না। বিগত বর্ষে ২৭০,৯০০ একর মাত্র জমিতে সেচন জলের সহয়াতা পাওয়া গিয়াছিল। পাঞ্জাবের সমস্ত ডিষ্ট্রীক্টের উৎপন্ন বীজ তৈল গড় ধরিলে বুঝা যায় যে, একেমল মাত্র ৷৷৵০ আনা ফসল জন্মিয়াছে।

১৯০৫ সালে পাঞ্জাব হইতে ৪৭,০১৪ টন অন্যত্র রপ্তানি হয়। ফেরোজপুরে রাইয়ের দর ৪৷৷০ টাকা মে মাস পর্য্যন্ত ৩৷৷৵৫ হইতে ৪৲ টাকা পর্য্যন্ত চড়িয়াছিল। ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত ৫৲ টাকা দাঁড়াইয়াছিল। অমৃতসহরের দর ৪৲ টাকা ছিল।

পঞ্জাবে গমের চাষ।—প্রথমতঃ অনাবৃষ্টিতে গমের আবাদের সুবিধা হয় নাই। শেষে ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি বৃষ্টি হই। ফসলের অনেক পরিমাণে উন্নতি হয়। তারপর মাঝে মাঝে বৃষ্টি হইয়া গমের পক্ষে শুভকর হইয়াছিল এবং অন্যান্য বৎসরের মত এবৎসর ঝড় বা শিলাবৃষ্টি বিশেষ কোন ক্ষতি করে নাই। মোটের উপর ৮০৬,৪০০ একর জমিতে গমের চাষ হইয়াছিল। পূর্ব্ব বৎসর আবাদী জমির পরিমাণ ৭,৭১২,১০০ একর। এ বৎসর উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ ৩,৫১০,৩০০ টন। গত বৎসর হইয়াছিল ২,৮৫৫,৩৫৩ টন। ফেরোজপুর প্রভৃতি স্থানে টাকায় ।৫ সের গম বিক্রয় হইয়াছে। শেষে ফ্রেব্রুয়ারি মাসে নাগাইত ।৪ সের দর দিল। অমৃতসহরে ।৬ সের গম টাকায় বিক্রয় হইয়াছে। শেষের দর ।৪ সের দাঁড়াইয়াছে।

---

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন হইতে প্রকাশিত,

## বিলাতী সব্জী চাষ।

OR

Practical Gardening Part I.

৺মন্মথনাথ মিত্র, বি, এ ; এফ,আর,এচ,এস, প্রণীত।

ইহাতে কপি, সালগম, গাজর, বীট প্রভৃতি বিলাতী সব্জী চাষ প্রণালী বিশদরূপে বর্ণিত আছে। মূল্য ৷৷০ আনা স্থলে ।০ আনা, বাঁধাই ।৵০ আনা।

# পত্রাদি।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন, গৌহাটি, আসাম।

জলী ধান।—যে জমিতে ২ হাত ২॥ হাত জল জমে তাহাতে বরো ধান হয় কি না ?

[ ঐ প্রকারের জমিতে বরো ধান হইতে পারে। কিন্তু বরো ধান জলদী জাতীয় ধান। চৈত্র, বৈশাখ মাসে উহার বুনানি করিতে হয় সেই সময় জমি সম্পূর্ণ শুষ্ক হইয়া যাইবার ভয় থাকিলে তাহাতে আর বরো ধানের আবাদ করা চলে না। কিন্তু ঐ সকল জমিতে বাঁকুই বা জলি ধান বেশ ভাল রূপ হইবার সম্ভাবনা। জলি ধানের জমিতে ৩।৪ হাতেরও অধিক জল দাঁড়াইলে ক্ষতি হয় না। ]

হাজারি নারিকেলে কত টুকু জল থাকে ?

[ হাজারি নারিকেলের খোল বড় ছোট, উহাতে অর্দ্ধ পোয়া হইতে এক পোয়া পর্য্যন্ত জল ধরে। হাজারি কিম্বা বড় নারিকেলের গাছের উচ্চতা প্রায় সমান হয়। ]

তিসির আঁশ।—কোন পত্র প্রেরক লিখিতেছেন যে আমাদের দেশে তিসির তৈল বহুল পরিমাণে ব্যবহার হয় কিন্তু তৈল ব্যতীত তাহার গাছের আঁশে কোন কাজ হয় কি না ?

[ ভারতবর্ষে তৈলের জন্য তিসির চাষ হইয়া থাকে। আঁশের জন্য ইহার চাষ হয় না। বিলাতে পাটের ন্যায় আঁশের জন্য ইহার চাষ হইয়া থাকে। পাট গাছে যাহাতে কম ডালপালা হয় তাই পাটের ঘন বুনানি করিতে হয়। বিলাতে সেই প্রকারে ইহার চাষ হইয়া থাকে। আয়ার্লণ্ডে অনেক দিন হইতে ভাল রূপ বীজ নির্ব্বাচন পূর্ব্বক পরীক্ষা চলিতেছে। এত পরীক্ষা সত্ত্বেও তথায় উহার ভাল বীজ উৎপন্ন হয় না। রুষ রাজ্য হইতে বীজ আনাইয়া সেই বীজ হলাণ্ডে এক বৎসর চাষ করিয়া যে বীজ উৎপন্ন হয় সেই বীজে আয়ার্লাণ্ডে তিসির চাষ হয়। আমেষ্টার্ডামের বীজই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। আমাদের দেশে ঐ প্রকারে তিসির চাষ করিয়া দেখিলে ক্ষতি কি ? আবশ্যক বোধ করিলে বিদেশ হইতে বীজ আনান যাইতে পারে। ]

অনেকেই মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন যে তাঁহাদের জমি খালের ধারে অবস্থিত, তথায় জল সেচনের বিশেষ সুবিধা সত্ত্বেও ফসলের শ্রীবৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক ক্রমেই বৎসর বৎসর অবস্থা খারাপ হইয়া আসিতেছে।

[ আমরা ইতিপূর্ব্বে দুই একবার এই বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি। প্রচুর পরিমাণে জল পাইয়া মৃত্তিকাস্থিত সার পদার্থ সকল সহজে এবং শীঘ্র দ্রব হইয়া উদ্ভিদগণের পোষণোপযোগী অবস্থায় আইসে সুতরাং ঐ সকল জমিতে ২।৩ বৎসর খুব ভাল ফসল হইয়া জমি নিস্তেজ হইয়া পড়ে এবং ক্রমশঃ ফসল শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই সকল জমিতে বৎসর বৎসর পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সার প্রয়োগ করা বিশেষ আবশ্যক নতুবা আশানুরূপ ফল পাওয়া প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। দ্বিতীয় আশঙ্কা এই যে মৃত্তিকায় অধিক জল সিঞ্চন হেতু তাহার নিম্ন স্তরে বহুল পরিমাণে জল সঞ্চিত হইয়া মৃত্তিকাকে অযথা সিক্ত রাখে। সুতরাং যেখানে জল সেচনের বন্দোবস্ত আছে সেইখানে অনাবশ্যক জল বাহির করিয়া দিবার জন্য ভালরূপ পয়োনালা থাকা আবশ্যক। দুই একটী পয়োনালা এমন সুগভীর হওয়া আবশ্যক যেন তাহার দ্বারা নিম্ন স্তরের জলও নির্গত হইবার উপায় হয়। ]



JOTINDRO NATH DUTTA
JANMABHUMI OFFICE
39, Manick

# বাগানের মাসিক কার্য্য।

## আষাঢ়।

শবজী বাগ —

শীতের চাষের জন্য এই সময় প্রস্তুত হইতে হইবে। আমন বেগুণের তলা ফেলিতে হইবে। এই সময় শাকাদি, সীম, লঙ্কা, শীতের শসা, লাউ, বিলাতি বেগুণ, পাটনাই ফুলকপি, পাটনাই শালগম ইত্যাদি দেশীসব্জী বীজ ক্রমান্বয়ে বপন করিতে হইবে।

পালম শাক, টমাটোর জলদি ফসল করিতে গেলে এই সময় বীজ বপন করিতে হইবে। বিলাতি সব্জী বীজ বপনের এখনও সময় হয় নাই।

মোকাই ( ছোট মোকাই ) এবং দে-ধান চাষের এই সময়।

হলুদ, আদা, জেরুজালেম, আর্টিচোক, এরোরুট প্রভৃতি গোড়ায় মাটি দিয়া দাঁড়া বাঁধিয়া দিতে হইবে। দাঁড়া বাঁধিয়া দিলে গাছগুলির বৃদ্ধি হয় এবং গাছগুলি জলে গোড়া আলগা হইয়া পড়িয়া যায় না।

ফুল বাগিচা।—

দোপাটী, ক্লিটোরিয়া ( অপরাজিতা ) এমারন্থস, কক্সকোম্ব, আইপোমিয়া, ধুতুরা, রাধাপদ্ম(sunflower) মার্টিনিয়া, ক্যানা ইত্যাদি ফুলবীজ লাগাইবার সময় এখন গত হয় নাই। ক্যানার ঝাড় এই সময় পাতলা করিয়া অন্যত্র রোপণ করা উচিত।

গোলাপ, জবা, বেল, জুঁই প্রভৃতি পুষ্প বৃক্ষের কটিং করিয়া চারা তৈয়ারি করিবার এই উপযুক্ত সময়।

জবা, চাঁপা, চামেলি, জুঁই, বেল প্রভৃতি ফুলগাছ এই সময় বসাইতে হয়।

ফলের বাগান।—

বর্ষা নামিলে আম, লিচু, পিয়ারা প্রভৃতি ফলের গাছ বসাইতে হয়। বর্ষান্তে বসাইলে চলে কিন্তু সে সময় জল দিবার ভালরূপ বন্দোবস্ত করিতে হয়, এখন—ঘন ঘন বৃষ্টিপাত হওয়ায় কিছু খরচ বাঁচিয়া যায়, কিন্তু সতর্ক হওয়া উচিত, যেন গোড়ায় জল বসিয়া শিকড় পচিয়া না যায়। আম, লিচু, কুল, পিচ, নানাপ্রকার লেবু গাছের গুল কলম করিতে আর কাল বিলম্ব করা উচিত নহে। লেবু প্রভৃতি গাছের ডাল মাটি চাপা দিয়া এই সময় কলম করা যাইতে পারে। এইরূপ প্রথায় কলম করাকে লেয়ারিং ( layering ) করা বলে।

আনারসের মোকা বসাইয়া আনারসের আবাদ বাড়াইবার এই উপযুক্ত সময়।

আম, লিচু, পীচ, লেবু, গোলাপজাম প্রভৃতি ফল গাছের বীজ হইতে এই সময় চারা তৈয়াবি করিতে হয়। পেঁপের বীজ এই সময় বপন করিতে হয়।

আম, নারিকেল, লিচু প্রভৃতি গাছের গোড়া খুঁড়িয়া তাহাতে বৃষ্টির জল খাওয়াইবার এই সময়। কাঁটালের গোড়া খুঁড়িয়া দিবার এখন একটু বিলম্ব আছে। ফল শেষ হইয়া গেলে তবে গাছের গোড়ার মাটী বিচলিত করা কর্ত্তব্য। শুপারি গাছের গোড়ায় এই সময় গোবর মাটি দিতে হয়। এই সময় ঐ সকল গাছের গোড়ায় সামান্য পরিমাণ গোবর



NOTES ON
INDIAN AGRICULTURE.
By B. C. Bose, M.A., M.R.A.S.
Asstt. Director of the Department of
Land Records & Agriculture,
Assam.
Price Rs. 2. Reduced to Re. 1 only.
Apply to the Manager, Indian Gardening Association, 148, Bowbazar Street, Calcutta.

দিলে বিশেষ উপকার পাইবার সম্ভাবনা। হাড়ের গুঁড়াও এই সময় দেওয়া যাইতে পারে।

আয়কর বৃক্ষ যথা, শিশু, সেগুণ, মেহগ্নি, খদির কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, কাঞ্চন প্রভৃতি বৃক্ষের বীজ এই সময় বপন করা উচিত।

কলার মৃত মূল এই সময় ঝাড় হইতে স্থানান্তরিত করা কর্ত্তব্য এবং কলার তেউড় এখন ও নাড়িয়ে রোপণ করা চলে।

যাঁহারা বেড়ার বীজ দ্বারা বেড়া প্রস্তুত করিবেন তাঁহারা এই বেলা সচেষ্ট হউন। এই বেলা বগানের ধারে বেড়ার বীজ বপন করিলে বর্ষার মধ্যেই গাছ গুলি দস্তুরমত গজাইয়া উঠিবে।

শস্য ক্ষেত্র।—

কৃষকের এখন বড় মরশুম বিশেষতঃ বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যা ও আসামের কতক স্থানের কৃষকেরা এখন আমন ধান্যের আবাদ লইয়া বড় ব্যস্ত। পাট চাষ প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব বঙ্গে কোন কোন স্থানে পাট তৈয়ারি হইয়া গিয়াছে, দক্ষিণ বঙ্গে পাট কিছু নাবি হয়, কিন্তু পাটে বুনিতে আর বাকি নাই। ধান্য রোপণ শ্রাবণের শেষে শেষ হইয়া যায়।

বর্ষাকালে ঘাস এবং আগাছা ও কুগাছা বৃদ্ধি হয় সুতরাং সবজী ক্ষেতে মধ্যে মধ্যে নিড়ানি দেওয়া উচিত। ক্ষেতে জল না জমে সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা ও আবশ্যক।

পার্ব্বত্য প্রদেশে কপি চারা ক্ষেত্রে বসান হইতেছে। পূজার পূর্ব্বেই পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে কলিকাতায় কপি, কড়াই শুঁটী প্রভৃতি আমদানি হয়।

এই সময় পার্ব্বত্য প্রদেশে সূর্য্যমুখী, জিনিয়া কক্সকোম্ব, কেপ গাঁদা, দোপাটী প্রভৃতি ফুল বীজ বপন করা হইতেছে।

---

# সহজ বিজ্ঞান।

## বীজ ও বীজাঙ্কুর।

কি প্রকারে বীজ জন্মে এবং বীজ হইতে কি প্রকারে চারা উৎপন্ন হয় পূর্ব্ব প্রবন্ধে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া গিয়াছে এক্ষণে তাহাই বিশদরূপে বুঝাইবার চেষ্টা করা যাইবে।

কতকগুলি শুষ্ক মটর বীজ লইয়া দেখিলে দেখিতে পাইবে যে বীজ গুলি বর্ত্তুলাকার বটে কিন্তু সুগোল নহে এবং বীজের আবরণ ভাগ কোঁকড়ান। এই গুলি জলে ভিজাইলে ইহার পুষ্ট হইয়া উঠিবে এবং আবরণ ভাগ আর কোঁকড়ান থাকিবে না অর্থাৎ বীজ গুলি শুষ্ক হইবার পূর্ব্বে যেমন ছিল জলে ভিজিয়া তদবস্থা প্রাপ্ত হইবে। এখন বীজ গুলির আবরণ ত্বক্ ছাড়াইলে বুঝা যায় যে দুইটী দৃঢ় সম্বদ্ধ অর্দ্ধ বর্ত্তুল (দল) ভাগে এক একটী বীজ গঠিত। এই দুইটী অর্দ্ধ বর্ত্তুলকে ছুরির আগা দ্বারা পৃথক করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে এক স্থলে দুইটি বীজ দল সংযুক্ত আছে। উহাই ভবিষ্যত বৃক্ষের ভ্রূণ। এই

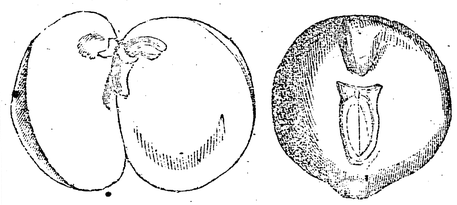

ভ্রূণ আবার দুই ভাগে বিভক্ত। এক ভাগ ভূমি ভেদ করিয়া উঠিয়া গাছের কাণ্ডে পরিণত হয় আর অপর ভাগ ভূমি মধ্যে প্রবেশ করে এই শেষোক্ত

---

কৃষিদর্শন—সাইরেনসেষ্টর কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ কৃষিতত্ত্ববিদ, বঙ্গবাসী কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত জি, সি বসু এম, এ প্রণীত মূল্য ॥০। কৃষক আফিস।



ভাগকে শিকড় কহে। বীজ হইতে অঙ্কুরোৎপত্তির পূর্ব্বে বীজ গুলি বায়ুর আদ্রতায় হউক বা ভিজা মাটিতে পড়িয়া হউক বা জলে নিমজ্জিত হইয়া হউক কোন প্রকারে জলে সিক্ত হওয়া আবশ্যক। এই রূপ সিক্ত হইবার পর মৃত্তিকা নিহিত হইলে তবে অঙ্কুরোদ্গম হয়। শুষ্ক বীজ ভিজাইয়া লইতে হয় বলিয়া কেহ যেন না মনে করেন যে কাঁচা অপক্ক বীজ পুতিলে চারা ফুটিতে পারে,—তাহা হয় না। কাঁচা বীজ মৃত্তিকা নিহিত হইলে প্রায় পচিয়া নষ্ট হইয়া যায়। প্রকৃতিতত্ত্ব কি অদ্ভুত! ঐ শুষ্ক বীজের মধ্যে ভবিষ্যত বৃক্ষের অঙ্কুরটী স্থাপিত, সেই সূক্ষ্ম অঙ্কুরটী হইতে গাছের কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা, পত্র ও শিকড় তৈয়ারি হইবে। আর এই অঙ্কুরটী মৃত্তিকা নিহিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সঞ্জীবিত রাখিবার জন্য যাহা কিছু উপাদান আবশ্যক তাহাও ঐ বীজ মধ্যে সংরক্ষিত থাকে।

মটরাদি অনেক বীজের প্রায়ই এই প্রকারের দুইটী করিয়া দল আছে, সেই জন্য ইহাদিগকে দ্বিদল (dicotyledons) কহে। কিন্তু সকল বীজ দ্বিদল নহে। ইতিপূর্ব্বে অঙ্কুরিত ভুট্টা বীজের চিত্র দেওয়া হইয়াছে। ছুরী দ্বারা ভুট্টা বীজ কাটিয়া দেখিলে দেখা যায় যে মটরের মত ইহা দ্বিদল নহে। ক্ষুদ্র বীজাঙ্কুরটী ঐ ভুট্টা দানার মধ্যে সংস্থাপিত। সীম, মটর প্রভৃতির দুইটী দল আছে কিন্তু ভুট্টাদানার একটী দল; সেই জন্য ইহাকে এক দল (monoctydon) বলে। দ্বিদল বীজের উৎপাদিকা শক্তি অঙ্কুর পার্শ্বস্থিত দুইটী দলে সংরক্ষিত থাকে। এক দল বীজেরও সেই-রূপ সমগ্র বীজটীতে থাকে। কিন্তু মটর ও ভুট্টা বীজ ঠিক এক জাতীয় নহে। কারণ আমরা যাহাকে ভুট্টার দানা বলি সেটী বীজ নহে,—ফল। ভুট্টার দানার উপরের খোসা ছাড়াইয়া ফেলিলে যে অংশ থাকে তাহাই ভুট্টার বীজ। চাউলও সেই হিসাবে ধান্যের বীজ।

---

কৃষক। জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৩।

# লাউ, কুমড়া প্রভৃতির চাষ।

লাউ, কুমড়া, শসা প্রভৃতি উদ্ভিদসমূহ উদ্ভিদজগতে শসাকী (cucurbitaceæ) জাতির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। শসা এই জাতির আদর্শ বলিয়া উক্ত জাতির "শসাকী" নামকরণ হইয়াছে। কতদিন হইতে ভারতবর্ষে এই সমস্ত উদ্ভিদের চাষ চলিয়া আসিতেছে, তাহা ঠিক নির্দ্ধারণ করা যায় না। বিচক্ষণ উদ্ভিদতত্ত্ববিদগণের মতে অন্যূন ৩০০০ বৎসর পূর্ব্বেও ভারতবর্ষে লাউ, কুমড়া, শসা প্রভৃতির চাষ ছিল। সম্ভবতঃ ভারতবর্ষ হইতেই শসাকী জাতীয় উদ্ভিদ পৃথিবীর নানাস্থানে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমান সময় এই জাতির অন্তর্ভুক্ত প্রায় ছয় শত প্রকার (species) জগতের বিভিন্ন স্থানে দৃষ্ট হয়। বঙ্গদেশে শসাকী জাতীয় উদ্ভিদ অপেক্ষাকৃত কম। ডাক্তার প্রেনের বেঙ্গল প্ল্যান্টস্ (Dr. Prain's Bengal Plants) নামক পুস্তকে কেবল আঠারটী বর্গ (genus) এবং চৌত্রিশটী 'প্রকারে'র উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু 'প্রকারে'র সংখ্যা সামান্য হইলেও শসাকী জাতীয় উদ্ভিদের শঙ্কর উৎপাদন-প্রবণতা এত প্রবল যে বঙ্গদেশের প্রত্যেক গ্রামেই উক্ত উদ্ভিদসমূহের এক একটী প্রকার 'ভেদ' (variety) উৎপাদিত এবং সংরক্ষিত হইয়া থাকে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পল্লীগ্রামে প্রত্যেক

গৃহস্থের বাড়ীতেই শসাকী জাতীয় উদ্ভিদ উৎপাদিত হয় এবং বৎসরের সকল সময়েই উক্ত জাতির কোন না কোন প্রকারের উদ্ভিদ আহার্য্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই এই সমস্ত উদ্ভিদের এত অধিক বিস্তৃতির কারণ অনুমাণ করিতে পারা যায়। ইহাদের চাষ, অপেক্ষাকৃত অল্প আয়াস-সাধ্য; কতিপয় প্রকারের (species) ফল সুবৃহৎ এবং অন্যান্য প্রকারের ফল ক্ষুদ্র হইলেও বিশেষ গুণসম্পন্ন। কুমড়া, পটল, কাঁকুড়, তেলাকুচা, মাকাল প্রভৃতি বহুকাল হইতে হিন্দু চিকিৎসাশাস্ত্রে ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। যদিও এতদ্দেশে শোভার জন্য শসাকী জাতীয় উদ্ভিদ উৎপাদিত হয় না, তথাপি এই জাতীয় কয়েকটী উদ্ভিদ দেখিতে যে অত্যন্ত মনোরম তাহা কেহ অস্বীকার করিবেন না। ইউরোপের নানাস্থানে লতাকুঞ্জ প্রস্তুতের জন্য কুমড়া, করলা প্রভৃতির গাছ ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং ইহাদের পাতা, ফুল ও ফলের বৈচিত্রে কুঞ্জের শোভা যে অনেক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে তাহা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। এতদ্ভিন্ন কুমড়া-খোলাও নানাবিধ কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। ভারতবর্ষের রাজপুতানা প্রভৃতি স্থানের এবং আফ্রিকার কুমড়ার খোল হইতে বিভিন্ন প্রকার ভোজন পাত্র ও বাদ্যযন্ত্র প্রস্তুত হয়। শসাকী জাতীয় উদ্ভিদের বীজে যথেষ্ট পরিমাণে শ্বেতসারময় পদার্থ এবং তৈল পাওয়া যায়। মান্দ্রাজ প্রদেশের কোন কোন স্থানে এই সমস্ত বীজ হইতে (প্রধানতঃ কাঁকড়ি) এক প্রকার আটা প্রস্তুত হয়। উহাদের তৈলও জ্বালানি এবং আহার্য্য রূপে ব্যবহৃত হয়। ডাক্তার জি রয়বর্গের মতে উক্ত আটা সুস্বাদু এবং বিশেষ পুষ্টিকর।

শসাকী জাতীয় যে সমস্ত উদ্ভিদ এতদ্দেশে উৎপাদিত হইয়া থাকে তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রধান:—পটল, চিচিঙ্গা, লাউ, ধুন্দুল, ঝিঙ্গে, চাল কুমড়া, করলা, উচ্ছে, কাঁকরোল, খরবুজ, কাঁকড়ি, তরমুজ, কুমড়া, বিলাতী কুমড়া এবং শসা। লাউ, কুমড়া প্রভৃতি সমস্ত শসাকী জাতীয় ফসলই দোঁয়াশ মাটিতেই উত্তমরূপে জন্মিয়া থাকে। বরং বালির পরিমাণ অধিক হইলে তাদৃশ ক্ষতি হয় না কিন্তু কর্দ্দমের পরিমাণ অধিক হওয়া উচিত নহে। অনেক স্থলেই লাউ, কুমড়া, শসা প্রভৃতি গৃহ প্রাঙ্গনেই রোপিত হইয়া থাকে এবং গোয়ালের আবর্জ্জনা ও উনুনের ছাই সার রূপে ব্যবহৃত হয়। গোবর এবং ছাই উভয়ই শসাকী জাতীয় উদ্ভিদের পক্ষে উত্তম সার। কিন্তু গোবরের আধিক্যে অনেক সময় গাছ কেবল বড় হইয়া থাকে এবং ফল হয় না। তজ্জন্য গোবর সার কিছু কম করিয়া দেওয়া আবশ্যক। বিঘা প্রতি ৮ মণ অসিক্ত (unslaked) ছাই এই সমস্ত উদ্ভিদের পক্ষে উত্তম সার বলিয়া পরিগণিত হয়। ছাই প্রয়োগে জমির কৈশিক আকর্ষণের শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তাহাতে গাছে অধিক পরিমাণে জল শোষিত হয় এবং ফলও বড় হইয়া থাকে। গাছে জল প্রয়োগ করার সময় যাহাতে গাছের গোড়ায় জল না লাগে তৎসম্বন্ধে সাবধান হওয়া আবশ্যক। গাছের কাণ্ডে জল লাগিলে উপকার অপেক্ষা অপকারই অধিক হইয়া থাকে।

শসাকী জাতির একটি প্রধান লক্ষণ এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক। এই জাতীয় সমস্ত গাছেরই পুষ্প এক লিঙ্গ; অর্থাৎ কেবল পুরুষ অথবা কেবল স্ত্রী। আবার এই জাতীয় গাছের অনেক 'প্রকারে' এক গাছেই উভয় জাতীয় পুষ্প জন্মাইয়া থাকে যেমন লাউ ও কুমড়া। কিন্তু অন্যান্য প্রকারে বিভিন্ন গাছে বিভিন্ন জাতীয় পুষ্প উৎপন্ন হয় যেমন পটল। অনেক স্থলে ক্ষেত্রে যে পটল উৎপন্ন হয় না তাহার কারণ এই যে ক্ষেত্রে শুদ্ধ পুরুষ কিম্বা স্ত্রী জাতীয় লতা রোপিত হইয়া থাকে



JOTINDRO NATH DUTTA
JANMABHUMI OFFICE
89, Manick Bos'es Ghat St. Calcutta.

এরূপ স্থলে বিপরীত লিঙ্গ বিশিষ্ট লতা ক্ষেত্রে বসাইলে ফল উৎপাদিত হইতে থাকে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে শসাকী জাতীর শঙ্কর উৎপাদন প্রবণতা অত্যন্ত প্রবল। শঙ্কর তিন প্রকার—বর্ণ-শঙ্কর ( Genus-hybrids ), প্রকার-শঙ্কর ( Species-hybrids ), এবং ভেদ-শঙ্কর ( Variety-hybrids )। এস্থলে 'বর্ণ,' 'প্রকার' ও 'ভেদ'র কিয়ৎ পরিমাণে ব্যাখ্যা আবশ্যক। সংক্ষেপতঃ ইহা বলিতে পারা যায় যে যে সমস্ত উদ্ভিদ্ পরস্পর এত নৈকট্য রূপে সম্বন্ধ যে, তৎসমুদয়কে এক গোষ্টির অর্থাৎ এক পরিবারস্থ অন্য সকলের সহিত তুলনা করা যায়; সেই সকল উদ্ভিদ এক বর্ণ ভূক্ত। শসাকী জাতীর অন্তর্গত 'লাফ্‌ফা' ( Luffa ) এইরূপ একটি বর্ণ। এক পরিবারস্থ এক একটির সহিত প্রকারের তুলনা করা যাইতে পারে। লাফ্‌ফা পরিবারে ঝিঙ্গে, তিত ঝিঙ্গে, ও ধুন্দুল এই রূপ তিনটি প্রকার। ভেদ এবং প্রকার এতদুভয়ের বিভিন্নতা অতি অস্পষ্ট। জল, বায়ু, উত্তাপ, ভূমির অধিক অথবা অল্প আর্দ্রতা এবং অন্যান্য আকস্মিক অবস্থা নিবন্ধন একই প্রকার বৃক্ষের নানা প্রকার আকারগত বৈষম্য সংঘটিত হয়। ছোট, বড়, ঋজু, বক্র প্রভৃতি নানাবিধ প্রকার ঝিঙ্গে তাহার উদাহরণস্থল। যখন এইরূপ বৈষম্য পুরুষানুক্রমে সংঘটিত হইতে থাকে তখন ঐ লক্ষণ সমূহ স্থায়ী হইয়া যায় এবং 'ভেদ' একটি 'প্রকারে' উন্নত হয়। দুইটি বিভিন্ন 'ভেদে'র মধ্যে শঙ্কর উৎপাদিত হওয়া যেমন সহজ, দুইটি প্রকারের মধ্যে শঙ্কর তেমন সহজ নহে এবং দুইটি বর্ণের শঙ্কর উৎপাদন করা সুকঠিন। পটল এবং করলা দুইটি বিভিন্ন বর্ণভূক্ত। পটলের রেণু করলা স্ত্রী পুষ্পে প্রয়োগ করিয়া ফল উৎপাদিত হইতে দেখা গিয়াছে বটে কিন্তু ঐ ফলের বীজ অঙ্কুরিত হয় না। শসাকী জাতীয় শঙ্করসমূহ সম্বন্ধে এত অধিক বলার প্রধান উদ্দেশ্য এই যে শঙ্কর উৎপাদন দ্বারা এই সমস্ত ফলের বর্ণ, আকার, স্বাদ, আয়তন বৃদ্ধি করা যথেষ্ট সম্ভবপর। শঙ্কর উৎপাদন আদৌ কঠিন নহে এবং আমাদের পাঠকবর্গের মধ্যে যে কেহ এ সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

শসাকী জাতীয় উদ্ভিদ জমি ব্যতিরেকে টবেও উত্তমরূপে জন্মান যাইতে পারে। যাঁহারা ফটক, তারের ঘর ও বাঙ্গলা প্রভৃতি সাজাইবার জন্য বিদেশীয় লতা প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাঁহারা ঐ সমস্ত লতার পরিবর্ত্তে, শসাকী জাতীয় কতিপয় লতা ব্যবহার করিতে পারেন। কাঁকরোল, চিচিঙ্গে, ছোট জাতীয় লাউ প্রভৃতিতে সুদৃশ্য ফটক প্রস্তুত হয়। এতদ্বারা বাগানের শোভা পরিবর্দ্ধিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে অনেক পরিমাণ আহার্য্য ফলও প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইউরোপের মধ্যে ফ্রান্সে এবং আমেরিকায় শসাকী জাতীয় উদ্ভিদের যথেষ্ট আদর। লাউ, শসা, কাঁকড়ী, ফুটি প্রভৃতি বহুল পরিমাণে উৎপাদিত হয় এবং বিদেশে রপ্তানি করা হইয়া থাকে। আমাদের দেশে শসা, কুমড়া, লাউ প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে রহিয়াছে বটে কিন্তু উপযুক্ত নির্ব্বাচনের অভাবে দিনে দিনে অতি অপকৃষ্ট হইয়া দাঁড়াইতেছে। বিশেষতঃ তরমুজ, খরমুজ ও ফুটি প্রভৃতি এই জাতীয় যে কয়েকটি ফল অত্যন্ত উপাদেয় বলিয়া পরিগণিত হয় সে কয়েকটিরও উৎকৃষ্ট 'ভেদ' সমূহ আজকাল আর প্রায় বাজারে দেখিতে পাওয়া যায় না। শসা, কুমড়া প্রভৃতির ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে ( বিশেষতঃ যে স্থলে দুই তিন প্রকার বীজ এক ক্ষেত্রে রোপিত হইয়াছে ) স্থানে স্থানে এমন এক একটি ফল উৎপাদিত হইয়াছে যাহা আকারে, আয়তনে, বর্ণে ও স্বাদে অপর গুলি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। যদি এইরূপ ফলের পক্ক বীজ যত্ন পূর্ব্বক অন্য ক্ষেত্রে রোপণ করা যায় এবং উক্ত 'প্রকারে'র অন্য গাছ উক্ত ক্ষেত্রে কিম্বা উহার নিকটবর্ত্তী স্থানে না থাকে তাহা হইলে সম্ভবতঃ ঐ

আকস্মিক 'ভেদ'কে স্থায়ী করিতে পারা যায়। কিন্তু অনেকেই মনে করেন যে এইরূপ নূতন 'ভেদ' উদ্ভাবন করা অনাবশ্যক এবং যে সকল 'ভেদ' পুরু যানুক্রমে উৎপাদিত হইয়া আসিতেছে তৎসমুদয়ই ভাল। কিন্তু এইরূপ বিবেচনা করিলে আর কখনও উন্নতির আশা থাকে না। সুতরাং আমরা আশা করি যে ভবিষ্যতে কৃষকবর্গ এরূপ ধারণা পরিত্যাগ করিয়া শসাকী জাতীর উন্নতি সাধনে তৎপর হইবেন। শসাকীজাতীর শঙ্কর অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসে উৎপাদিত হয় এবং তজ্জন্যই ইহাদের উন্নতি সাধন দ্বারা অধিক ফল ফলাইতে পারিলে এবং ফসলের গুণ বৃদ্ধি করিতে পারিলে দেশে তরকারির অভাব অনেক পরিমাণে দুরীভূত হওয়া সম্ভব।

---

## রোয়া আমন।

যে সকল গভীর কুঁড়ী ক্ষেত্রে ও চাতরের বিলে অধিক পরিমাণে জল দাঁড়াইয়া থাকে, সেই সকল ক্ষেত্রে রোয়া চলে না। আর যে ক্ষেত্রে জলের ভাগ অপেক্ষাকৃত অল্প হয়, তথায় রোয়া ধান্য জন্মিয়া থাকে।

রোয়া জমিতে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে বা তদগ্রে কোন এক সময়ে দোয়ার চাষ দিয়া রাখা কর্ত্তব্য। তদনন্তর ঐ ক্ষেত্রে জল দাঁড়াইলে, পুনর্ব্বার দোয়ার চাষও দুই পালা মৈ দিলে, মৃত্তিকা দধিকাদাবৎ হইয়া উঠে। অনন্তর বীজের আটি বাম হস্তে ধারণ করিয়া, দক্ষিণ হস্তে গুছি লইতে হয়। প্রত্যেক গুছিতে একটি বা দুইটি বাওয়ালি থাকিলেই যথেষ্ট হইতে পারে। আড়াই পোয়া অন্তরে গুছি বসান কর্ত্তব্য।

সমস্ত আষাঢ় মাস ও শ্রাবণ মাসের পোনেরই পর্য্যন্ত ধান্য রোপণের সেরা বাত থাকে। তদনন্তর নামলা বাত বলে। নামলা বাতের ধান্য তাদৃশ উৎকৃষ্ট হয় না। কারণ আমন ধান্য মাত্রই আশ্বিন মাসের মধ্যে থোড় হইয়া কার্ত্তিক মাসের প্রথমেই ফুলাইতে আরম্ভ করে। শ্রাবণ মাসের শেষে ও ভাদ্র মাসে যে ধান্য রোপণ করা যায়, তাহার থোড় সঞ্চার হইতে অধিক সময় থাকে না। অতি অল্প কালের মধ্যে ধান্য অধিক বাড়িতে ও ঝাড়াইতে পায় না। সুতরাং নামলা বাতের ধান্যের ফলন নিতান্ত কম হইয়া যায়। আর যে ধান্য সেরা বাতে রোয়া হয়, তাহার বৃদ্ধি প্রাপ্তির অনেক সময় থাকে। ঐ দীর্ঘ কালের মধ্যে অধিকাংশ পাশকাটি ছাড়িবার অবকাশ পায় এবং ধান্যের ঝাড় সকল বৃহৎ হইয়া উঠে। এই জন্য কৃষকেরা বলে, "আষাঢ়ে রোয়া আশী কাটি।" আরও একটি বচন কহিয়া থাকে, যথা—"আষাঢ়ে রোয়া শীষকে, শ্রাবণে রোয়া বিশকে, ভাদুরে রোয়া কাষকে, আশ্বিনে রোয়া দিশকে।" বাস্তবিকই আষাঢ় ও শ্রাবণের মধ্যে যে সকল ধান্য রোয়া হয়, তাহাদের ফলন অতি উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে। আর ভাদ্র মাসে রোয়া ধান্যের অতিশয় শীঘ্র বহির্গত হয় এবং আশ্বিন মাসের রোয়ায় আদৌ ধান্য হয় না বলিলেই হয়।

যে দিবস ধান্য রোপণ করা যায়, তাহার পর দিন একবার ক্ষেত্রখানি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিদর্শন করা কর্ত্তব্য। কোন স্থানের দুই চারিটা গুছি যদি জল-হিল্লোলে উপড়াইয়া স্থানচ্যুত হইয়া যায়, তবে ঐ সকল গুছি পুনর্ব্বার স্বস্থানে বসাইয়া দিতে হয়। এবং দশ দিন পরে রোয়ার জমির মাটি হাটকাইয়া তৃণ সমুদয় টানিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

ধান্যের যে বীজ রোপণ করা যায়, তাহা দ্বিবিধ উপায়ে সংগৃহীত হইয়া থাকে। প্রথম, বুনানী ক্ষেত্রে বাওয়ালি ঘন থাকিলে, কাড়ান চাষ দেওয়ার পূর্ব্বে তাহা তুলিয়া লওয়া যাইতে পারে। অপর, তলা ফেলিয়া বীজ প্রস্তুত করা হয়। দুই প্রকার পদ্ধতি ক্রমে তলা প্রস্তুত করা গিয়া থাকে। প্রথম "বুনানী" দ্বিতীয় "নেওচ্ করা"।

বুনানী।—যে প্রণালীতে ধান্য বুনানি করা যায়, বীজ তলা ফেলারও নিয়ম অবিকল সেই রূপ প্রভেদের মধ্যে বীজতলায় বিঘা প্রতি ষোল সের



JOTINDRO NATH DUTTA
JANMABHUMI OFFICE

হইতে বত্রিশ সের পর্য্যন্ত বীজ বুনানি করিতে পারা যায়। এবং বীজ বুনানির পর ক্ষেত্রে আর চাষ দিবার আবশ্যক হয় না, কেবল মাত্র দুই পালা মৈ দিয়া রাখিতে হয়। বীজের ক্ষেত্রে প্রথমে চাষ দেওয়ার সময় ও বীজ বাহির হওয়ার পর কিছু সার দেওয়া একান্ত আবশ্যক করে।

বিলান ক্ষেত্র ভিন্ন সমুদয় ক্ষেত্রে, এবং লোণা-ফোটা ভিন্ন সমস্ত মৃত্তিকায় তলা ফেলা যাইতে পারে। কিন্তু যে সকল জমিতে সচরাচর আধ হাত আন্দাজ জল হইয়া থাকে, সেই সকল জমিতেই ধান্য বীজ তলা দেওয়া প্রশস্ত; এবং বীজতলার মাটি বিশেষ তেজস্বী হওয়া আবশ্যক। মরা মাটিতে তলা দিলে, বীজ ভাল জন্মায় না। বীজ উত্তম জন্মিলে /২ দুই সের ধান্য বীজে এক বিঘা জমি রোয়া হইতে পারে। নতুবা চারি সের পাঁচ সের বীজ লাগিয়া থাকে।

বীজ তলার মাটি ক্রমে ক্রমে চষিয়া তৈয়ারি করিতে হয়। যখন দেখা যায়, চাষে চাষে মাটি ধূলিবৎ হইয়া গিয়াছে ও কোন স্থানে তৃণ বা আগাছার চিহ্ন মাত্র নাই, সেই সময় বীজ বুনানি করা কর্ত্তব্য। বুনানির পর চাষ দিবার নিষেধ তাহার কারণ এই যে, ধান্য অধিকভূতলে প্রবিষ্ট হইলে, বীজ তুলিবার সময় সহজে উঠাইতে পারা যায় না। জোরের সহিত টানিয়া তুলিতে হইলে, প্রায়ই গোড়া ছিন্ন হইয়া যায়। এরূপ ঘটনা-স্থলে নিড়ানীর সাহায্য ব্যতিরেকে, বীজ উত্তোলন করা সুকঠিন হইয়া উঠে। অথচ নিড়ানীর দ্বারা উঠাইতে হইলে খরচ-বাহুল্য হইয়া থাকে। অতঃপর বুনানীর পূর্ব্বে অধিক পরিমাণে চাষ দিয়া, পরে চাষ না দেওয়াই শ্রেয়ঃ। কিন্তু এ দেশের কৃষকেরা হাল্কা কম যুতযুক্ত লাঙ্গলে আলগা মুটে এক ঘা চাষ দিয়া থাকে।

নেওচ্ করা।—কোন ক্ষেত্রে অর্দ্ধ হস্ত বা তন্ন্যূন পরিমাণ জল বদ্ধ থাকিলে ঐ ক্ষেত্রে পুনঃপুনঃ চাষ ও মৈ ঘর্ষণের দ্বারা উত্তমরূপে কাদা প্রস্তুত করিতে হয়। তদনন্তর কাদায় জলে বীজ ছিটাইয়া দিলে, বীজগুলি কর্দ্দম মধ্যে প্রোথিত হইয়া যায়। ইহারও বীজ প্রতি বিঘায় বত্রিশ সের হারে ফেলান যাইতে পারে। বীজ বপনের পর ক্ষেত্রে মৈ দিবার আবশ্যক হয় না।

অনন্তর ঘোলা বসিয়া জল পরিষ্কার হইলে, ক্ষেত্রের আইল কাটিয়া ঐ জল বাহির করিয়া দিতে হয়। এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত ক্ষেত্র জলশূন্য হইয়া থাকিলেই ধান্যের চারা বাহির হইয়া পড়ে। তখন উপরে কিছু সার ছিটাইয়া দিয়া ক্ষেত্র পুনর্ব্বার জল-পূর্ণ করিয়া দিতে হয়। তাহা হইলে অল্প দিনের মধ্যে বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠে।

বুনানী হউক, আর নেওচ্ করাই হউক, বীজ সকল চতুরঙ্গুলি মাত্র উচ্চ হইলে, বীজ তলা সর্ব্বদা জল বদ্ধ থাকা আবশ্যক করে। নতুবা বীজ ভাল হয় না। ডেঙ্গার বীজ জলে রোপণ করিলে, বীজ জলে শীঘ্র লাগিয়া থাকে ও অল্প দিনের মধ্যেই তেজস্বী হইয়া উঠে।

কোন কোন প্রদেশে ধান্যের ক্ষেত্র বীজ কাষ্ঠ ও ঘুটের দ্বারা পোড়াইয়া দেওয়া হয়। সে ব্যবস্থা মন্দ নহে। পোড়াইয়া দিলে মাটি অধিক উর্ব্বরা হইয়া উঠে। এবং তত্রত্য আগাছা ও তৃণ এবং তৃণ-বীজ ও ঝরা ধান্য সমুদয় দগ্ধ হইয়া ধান্য-বীজই যে বিশেষ তেজস্বী হয়, তাহার সন্দেহ নাই। ইহা রাঁব নামে কথিত হইয়া থাকে।—ক্রমশঃ।—শ্রীশ

---

## লেবু পোকা।

### PAPILIO ERITHONIAS.

ইহারা নানা প্রকারের লেবু বেল ও কুল ও সম্ভবত পেয়ারা গাছও উদরসাৎ করে। এই কীড়া দ্বারা চারা গাছ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংশ হইতে পারে। কীড়া প্রথমত কচি পত্র ভক্ষণ করে। পরে কচি ডালের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ডালটী ধ্বংশ করে। আমি এই প্রকারের কীড়া জলপাইগুড়ি জেলায় পেয়ারা গাছ ধ্বংশ করিতে দেখিয়াছি।

JOTINDRO NATH DUTTA
JANMABHUMI OFFICE
39, Manick Bos'es Ghat St. Calcutta.



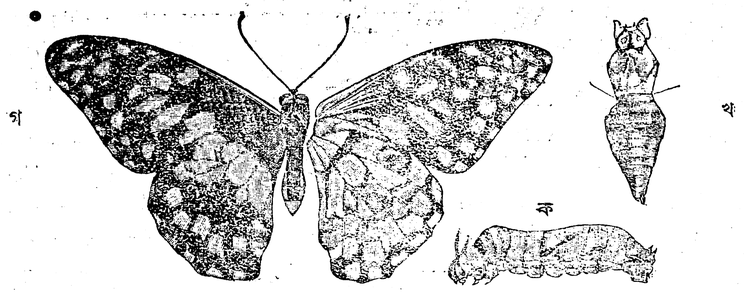


ক। কীড়া। খ। গুটী (পৃষ্ঠ ও পার্শ্ব দেশ)। গ। পতঙ্গ বা প্রজাপতি (স্বাভাবিক অবয়ব)।

স্ত্রী পতঙ্গ কচি পত্রের উপরে ডিম্ব প্রসব করে। এক স্ত্রী পতঙ্গ প্রায় ৫ শত ডিম্ব বিভিন্ন দিনে প্রসব করে। এক গাছে ৪।৫টীর অধিক ডিম্ব প্রসব করে না। ডিম্ব হরিদ্রাভাযুক্ত লোহিত বর্ণ বিশিষ্ট, দশ বা বার দিন পরে ডিম্ব হইতে কীড়া বহির্গত হয়। কীড়া প্রায় এক মাস পরে গুটী অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ইহার ১০।১২ দিন পরে পতঙ্গ অবস্থা ধারণ করে। ডিম্ব হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় দুই মাস ইহাদের আয়ু।

প্রতীকার।

১। প্রথম অবস্থায় কীড়া পত্র হইতে তুলিয়া লইয়া হত্যা করা যাইতে পারে।

২। লণ্ডনপারপল প্রভৃতি বিষাক্ত ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা পত্রস্থিত ডিম্ব বিনষ্ট করা যায়।

৩। কোন ডাল শুষ্ক দেখিলে ইহার অভ্যন্তরে কীড়া আছে অনুমান করা যায়। তল্লাস করিলে ডাল কোন্ পর্য্যন্ত আক্রান্ত হইয়াছে নির্দ্ধারিত করা যাইতে পারে। আক্রান্ত ডাল ছাটিয়া অগ্নিতে পুড়াইবে।

কোন্ কোন্ গাছ এই পোকা কর্ত্তৃক বিনষ্ট হয় তাহার বিস্তারিত অনুসন্ধান হওয়া আবশ্যক।—শ্রীনিবারণচন্দ্র চৌধুরী। বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগের কৃষি পরিদর্শক।

## পশ্চিমের শিল্প ও কারুকার্য্য।

শিল্প ও কারুকার্য্য, ঐশ্বর্য্য ও সভ্যতার নিদর্শন। যে দেশের শিল্প, ভাস্কর্য্য বা কারুকার্য্য প্রাচীন, সে দেশ পুরাকাল হইতে সভ্য, ধনবান এবং উন্নত। ভারতের পুরাতন ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থ (বর্ত্তমান দিল্লী) হইতে আরম্ভ করিয়া বেহারের রাজগৃহ নামক অতি প্রবুদ্ধ জন পদ পর্য্যন্ত যে সুবিস্তৃত প্রদেশ মানচিত্রে শোভা পাইতেছে তাহাই ভারতবর্ষীয় সভ্যতার আদিম স্থান, এই জন্য হিন্দু ও মুসলমান শাসনকালে এই প্রদেশেই সম্রাটদিগের রাজধানী, নির্দ্দিষ্ট ছিল। দেশের বড় বড় ধনী, বীর, পণ্ডিত, বণিক, শিল্পী প্রভৃতি এই প্রদেশেই বাস করিতেন, তদ্ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র, জনক, বুদ্ধ প্রভৃতি ধর্ম্মাবতারগণ উপরি উক্ত পুণ্য ভূমিতেই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই সুপ্রশস্ত ও সুবিখ্যাত দেশের নাম আর্য্যাবর্ত্ত; মনু প্রভৃতি ব্যবস্থাপকদিগের মতে ইহা ব্রহ্মর্ষিদিগের জন্ম স্থান ও যজ্ঞ ভূমি। যাহা হউক, শিল্প, ভাস্কর্য্য বা কারুকার্য্য বিদ্যার উন্নতি জন্য যে সকল উপকরণ বা উপাদান আবশ্যক, বর্ণিত স্থানে তাহা যথেষ্ট পরিমাণে ছিল এবং এখনও আছে এই জন্য এখানে এই সকলের অমিত শ্রীবৃদ্ধি হইয়া গিয়াছে। আর্য্যাবর্ত্তের ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারি, কাষ্ঠ, স্থতা,



অস্থি, সুবর্ণ প্রভৃতি অপেক্ষা পাথরের কাজ পুরাতন। মনুষ্যেরা প্রথমে প্রস্তরের সাহায্যে শিল্প অভ্যাস করিয়াছে, সুতরাং পাথরের ভাস্কর্য্য সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতর। প্রত্নতত্ত্ববিদদিগেরও তাহাই অভিমত। পশ্চিমোত্তর প্রদেশে আগ্রা, মথুরা, বেনারস, মির্জ্জাপুর প্রভৃতি অঞ্চলে পর্ব্বত এবং পাথরের খনি আছে। দিল্লী, মথুরা, আগ্রা এবং বিশেষতঃ ফতেপুর শিকরি নামক স্থান সমূহের প্রাচীন মন্দির, কেল্লা, স্মরণস্তম্ভ, প্রশস্ত বর্ত্ম, সেতু প্রভৃতি ইহার প্রমাণ। পাথরের উপরে অতুলনীয় শিল্প এবং পাথর সম্বন্ধীয় শিল্পের চরমসীমা দেখিবার আবশ্যক হইলে, আগ্রা নগরে ভ্রমণ করিতে হয়; পৃথিবীর কোন স্থান অদ্য পর্য্যন্ত আগ্রাকে এ বিষয়ে পরাস্ত করিতে পারে নাই। এখানে পাথরের কাজ এত সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম হয় যে, জানালার পর্দ্দা বা "চিক্" পর্য্যন্ত প্রস্তরে প্রস্তুত হইয়া থাকে; শুনা যায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে অতীব মসৃণ পাথরের এক যোড়া ধুতি, একজন দেশীয় মিস্ত্রি, ছয় বর্ষকাল মধ্যে তৈয়ার করিয়া দিয়াছিল; ঐ ধুতি বাস্তবিক সদত পরিধানের যোগ্য নহে, ইহা দেখাইবার জিনিষ কিন্তু সাবধানতাসহ বস্ত্রের ন্যায় ব্যবহারও করা যাইতে পারিত। ইহা কৃষ্ণাশ নামক পাথরে প্রস্তুত হইয়াছিল, এই প্রস্তর ভরতপুর রাজ্য হইতে আমদানী করা হয়। বালু প্রস্তর (Sand stone) জন্য তাঁতিপুর নামক স্থান প্রসিদ্ধ, তথা হইতে এই পাথর আইসে। ধোলপুরের রাজ্যের মাকরানা নামক স্থান মার্ব্বল পাথরের জন্য বিখ্যাত, প্রাচীন শিল্পীরা এই স্থান হইতে মর্ম্মর প্রস্তর আনাইতেন। বর্ত্তমান কালে জব্বলপুর এবং ধোলপুর এতদুভয়স্থানের মার্ব্বল ব্যবহার করা হইয়া থাকে। আগেট্ (Agate) জেস্পার, কর্ণিলীয়ান, মুক্তা প্রভৃতির শিল্প জন্য এই সকল দ্রব্য সিংহল, নেপাল, তিব্বত, ভোটান, জাঞ্জিবার এবং ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে আনয়ন করা হয়। শাল কাঠের কারুকার্য্য, পশ্চিম প্রদেশের প্রায় ঘরে ঘরে দেখিতে পাইবেন। Shorea Robusta জন্মতীয় শাল এদেশে অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অযোধ্যা হইতে উৎকৃষ্ট শাল কাঠ ভারতের নানা স্থানে রপ্তানী হয়। লক্ষ্ণৌ নগরীর কাঠের কাজ ভুবনবিখ্যাত। সাহারণপুরের "শিশু" কাষ্ঠের কারুকার্য্য অতীব মনোরম; ইহা Dalbergia Sishoo জাতীয় শিশু গাছ। বুলন্দ সহর, আলিগড়, ফরক্কাবাদ এবং মৈনপুরীর মিস্ত্রীদের কাঠের কাজ, লক্ষ্ণৌ বা সাহারণপুর হইতে কম প্রশংসনীয় নহে। তিব্বতের শিবালিক এবং হিমালয় পর্ব্বতের নিবিড় অরণ্য হইতে এখনও মিস্ত্রীরা "ছয়াহী" (Holianhena antidysenterica) নামে কাঠ আনাইয়া অতুলনীয় শিল্প চাতুর্য্য দেখাইয়া থাকে। বিজনৌর জেলায় মেহগনী কাঠের কার্য্য অত্যন্ত প্রশংসাযোগ্য। এই জেলার নগীনা নামক স্থানে এ বিষয়ে তুলনা রহিত কার্য্য হইয়া থাকে। লণ্ডন ও নিউইয়র্ক পর্য্যন্ত এখানকার মিস্ত্রীদের হাতের কাজ রপ্তানী হইয়া থাকে। হস্তি দন্ত ও রূপার কাজের জন্যও নগীনা নামক স্থান প্রসিদ্ধ। মৈনপুরীর "তর্কাশী" শিল্প খোঁকার—শিল্পীদের আশ্চর্য্য বাহাদুরীর পরিচায়ক। বেরেলী জেলায় মিস্ত্রীদের তৈয়ারী কাঠের দ্রব্য পশ্চিমোত্তরে প্রায় সমুদয় সরকারী কার্য্যালয়ে এবং ইউরোপীয় ও দেশীয় ধনবানদিগের গৃহে নিত্য ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়।

পশ্চিমোত্তর প্রদেশে হস্তি দন্তের কারিগরী পুরাকাল হইতে প্রখ্যাত। প্রায় চল্লিশ বর্ষ হইতে উষ্ট্রের অস্থিতে কারিগরি কার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছে, এই কার্য্যও অতীব মনোহর এবং ইহাতেও মিস্ত্রিরা যথেষ্ট বাহাদুরী দেখাইতেছে। পাংখা, বাসন, যষ্ঠির বাঁট, ছবির ফ্রেম, চিরুণি, কলমের বাঁট, ছাতার বাঁট, ছোট ছোট বাক্স প্রভৃতি উটের হাড়ে তৈয়ার হইয়া থাকে।

বস্তুতঃ প্রস্তর, কাষ্ঠ ও অস্থির কার্য্যাপেক্ষা সোণা, রূপা, পিতল, কাঁসা প্রভৃতির কাজ পশ্চিম প্রদেশে আরও বিস্তৃত ভাবে সম্পাদিত হয়। দুঃখের বিষয় এই, অযোধ্যা এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লোকেরা বিলাতী দ্রব্যের প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিরোধী থাকিয়াও, ধাতুর কাজে যথেষ্ট ক্ষতি সহ্য করিয়াছে ও করিতেছে, কারণ ক্রমে ক্রমে অষ্ট্রীয়া, জার্ম্মনী,

JOTINDRO NATH DUTTA
JANMABHUMI OFFICE
39, Manick Bos'es Ghat St., Calcutta.



আমেরিকা ও ইংলণ্ড হইতে অতি সামান্য মূল্যে এরূপ বাসন ও তৈজসপত্রাদি আমদানী হইতেছে যে, গরিব লোকেরা তাহাতে প্রলোভিত হইয়া যাইতেছে, ক্রমে ক্রমে মধ্যবিত্ত ও উচ্চ শ্রেণীর লোকেরাও ইহা খরিদ করিতেছেন, তদ্ভিন্ন দেশীয় কারিগরগণকে বিদেশীয় গবর্ণমেণ্ট কখন উৎসাহ বা অর্থ সাহায্য করেন নাই, সুতরাং অর্দ্ধ শত বর্ষ কাল পূর্ব্বে পশ্চিম প্রদেশে ধাতুর কাজ যে প্রকার বিস্তৃত ও লাভজনক ছিল, বর্ত্তমান সময়ে তাহা অপেক্ষা অনন্তর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তথাপি এখন যাহা আছে তাহা ভারতের মহাগৌরব ও সৌরভের প্রচুর নিদর্শন এবং প্রাচীন সভ্যতার প্রকৃষ্ট পরিচায়ক। ধাতুর কারিকরদিগকে এদেশে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করে, প্রথম থাটেরা, দ্বিতীয় কিশোরা। ইহারা তাম্র, পিতল, কাঁশা ও ফুল নামক ধাতুর কাজ করে। "লোহার" কারিকর লৌহের এবং "স্বর্ণকার"গণ সোণা ও রূপার কাজ করিয়া থাকে। জহুরীগণ হীরা, মণি, মাণিক্য, প্রবাল প্রভৃতি বিক্রয় করে এবং তদ্ব্যতীত তাহারা শিল্পকার্য্যের জন্যও প্রসিদ্ধ। "সাচ্চাই" কারিকরগণ সাড়ি, চোগা, রেশম, পশম, মখমল, শাল, জামিয়ার, জুতা প্রভৃতির উপরে সোণা ও রূপার শিল্প চাতুর্য্য দেখাইয়া থাকে। আজমগড় জেলার মলিপটি, বান্দা জিলার হুসেনপুর, অযোধ্যা জিলার সুলতানপুর প্রভৃতি স্থানের কাঁশার কাজ জগদ্বিখ্যাত। ঝাঁসি ও ললিতপুরের মিস্ত্রিগণ ইউরোপেও প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। মরোরা, মথুরা, এটোয়া, গোরখপুর, কাণপুর, ফরেক্কাবাদ, আলিগড়, কাশী, মির্জ্জাপুর, লক্ষ্ণৌ, ফতেপুর, শিকরী, মজফরগড় এই কয়েক স্থানের পিতলের কারিকরী সমগ্র পৃথিবী-বাসী জনগণকে চমৎকৃত করিতে পারে। আমরা মোরাদাবাদের কথা এ পর্য্যন্ত বলি নাই। উপরি উক্ত সমুদয় স্থানাপেক্ষা মোরাদাবাদ নগর এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠতম। এই জিলার সর্ব্বত্র পিতল, তামা, ফুল এবং কাঁশার কার্য্য ও শিল্প অমিত পরিমাণে হইয়া থাকে। মোরাদাবাদকে কেহ এ পর্য্যন্ত পরাস্ত করিতে পারে নাই, এখানকার কড়াই বা "কলাই" (Tinning) অতীব উৎকৃষ্ট। বিলাতের বড় বড় বিখ্যাত মিস্ত্রিগণও অনেক সময়ে তাহার অনুকরণ করিতে অসমর্থ হইয়া থাকে। মোরাদাবাদের পিতল ও কাঁশার এবং তামার থালা, বাটি, ঘটি, গ্লাশ, লোটা, ঘড়া প্রভৃতি অতীব উৎকৃষ্ট, এখানকার ডেক্‌চি, প্রকাণ্ড কটাহ, বিশেষতঃ ফুর্শী, গড়গড়া প্রভৃতি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। ফুর্শী ও গড়গড়ার শিল্প চাতুরী এবং কলাই বিশেষ প্রশংসনীয়। লক্ষ্ণৌ নগরের রূপার বাসন, মণিমাণিক্যের কাজ এবং "বিদ্‌রী" নাম্নী সাচ্চাই শিল্প অতি উত্তম। লক্ষ্ণৌএর হীরার কাজও ভাল। মথুরার নিকট গোকুল গ্রামের স্বর্ণকারেরা রৌপ্যের শিল্প জন্য পুরাকাল হইতে প্রসিদ্ধ। এই গোকুল এক সময়ে কংস রাজার রাজধানী ছিল। এখানে নানা প্রকারের খেলনা প্রস্তুত হয়। হমিরপুর, কুল্পী ও ভোগারপাড়া গ্রামের মিস্ত্রীদের হাতের আঁয়না বা আর্শী (Mirrors) খুব সুন্দর। এই আয়নার অপূর্ব্ব কারুকার্য্য দেখা যায়। পশ্চিম প্রদেশে ইশপাৎ ও লোহার কারিগরি প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে; আলিগড়, মিরট প্রভৃতি স্থানে অদ্যাপি কিছু কিছু দেখা যায়। আলিগড় নগরে গভর্ণমেণ্ট বাহাদুরের যে সুবিশাল পোষ্টাল ওয়ার্কশপ্ নামক কারখানা আছে তাহাতে প্রায় দুই সহস্র হিন্দুস্থানী শিল্পী চাকুরী করে। বিজনৌর জিলায় নগীনা নামক গ্রামে ৭০ বৎসর পূর্ব্বে বড় বড় কামান প্রস্তুত হইত এবং সেখানকার লোহার "তালা" অদ্যাপি প্রখ্যাত।

রেশম, পশম ও তুলার শিল্প পশ্চিম প্রদেশের অনেক স্থানে দৃষ্ট হয়। তন্দা ও জৈশ নামক "জমদানী", আযোধ্যা হইতে পৃথিবীর বহুদূরবর্ত্তী স্থান সমূহেও প্রেরিত হইত। লক্ষ্ণৌএর মল্‌মল্, তাঞ্জেব্, আদ্দি, চিকন্, কামদানী, ছিট প্রভৃতি দর্শকের বিস্ময়োৎপাদন করিয়া থাকে। "দরি" (সতরঞ্চ) কার্পেট, আসন, পাগড়ী প্রভৃতি অযোধ্যার গৌরবের অন্যতম নিদর্শন। আজমগড় জিলার মাউ মহকুমা এবং বুলন্দসহর জেলার সিকন্দরাবাদ তহশীল অদ্যাপি ঐ সকল কারুকার্য্যের নিমিত্ত সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ।



ফরক্কাবাদ, লক্ষ্ণৌ, বুলন্দসহর, বেনারশ প্রভৃতি স্থানের "ছিট" ভারতের সর্ব্বত্র বিক্রীত হইয়া থাকে। ফতেপুর, বেরেলি, মথুরা, আগ্রা, বস্তি, মির্জ্জাপুর, এটা, বড়াবাংকী, আলিগড়, মোরাদাবাদ প্রভৃতি স্থানের বিবিধ প্রকার সুতী কাপড়ের কারুকার্য্য শিল্প-বিদ্যার ইতিহাসে অতি তারস্বরে প্রশংসিত হইয়াছে। অযোধ্যা প্রদেশের হরদুই জেলার সন্দিলা তহশীল,—"পালংপোষ" নামক দ্রব্যের জন্য বিখ্যাত। ঝাঁসি জেলা "খড়ওয়ার" জন্য প্রসিদ্ধ। খড়ওয়া এক প্রকার শয্যা, অতি কোমল, প্রশস্ত, শোভাজনক এবং পরিচ্ছন্ন।

বেহার প্রদেশের সুপ্রসিদ্ধ গয়া নগরী, পাথর ও পিতলের কাজের জন্য বিখ্যাত। বাঙ্গালা দেশের মেদিনীপুর জিলান্তর্গত ঘাঁটাল মহকুমার সীমান্তবর্ত্তী উদয়গঞ্জ, খড়ার নামক প্রখ্যাত খণ্ডগ্রামে যে পরিমাণে পিতল ও কাঁসার কাজ হয় কিম্বা কটকে ও বিষ্ণুপুরে যেরূপ হইয়া থাকে, তৎসমুদয় একত্র করিলে গয়া হইতে অনন্তর হয়। গয়ার কাজ খুব বিস্তৃত ও পুরাতন। পাটনা জিলার রাজগৃহ এই পাথরের কাজের জন্য এক সময়ে ভুবন বিখ্যাত ছিল, এখন তাহা একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। দ্বারভাঙ্গা, মজফরপুর, জনকপুর প্রভৃতি অঞ্চলে এখনও এত সূক্ষ্ম সুতা প্রস্তুত হয় যে, দশ হস্ত প্রমাণ ধুতি একটা বালকের মুষ্টির মধ্যে রাখা যাইতে পারে। আমরা একদা ঐ স্থানের তৈয়ারি একশত ছাব্বিশটা উপবীত, একটা অতীব ক্ষুদ্র ছিদ্র মধ্যে রাখিয়া দিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। দিল্লী সহরে বিবিধ প্রকার শিল্প ও কারুকার্য্য আছে। ইহা অতি পুরাতন নগরী, এখানকার পরিচয় দিতে গেলে প্রস্তাব সুদীর্ঘ হইয়া উঠিবে। সংক্ষেপতঃ কাহয়া রাখা আবশ্যক, এমন, কোন শিল্প বা কারিগরি নাই যাহা দিল্লী নগরীতে বা ঐ জেলার অভ্যন্তরে দৃষ্ট হয় না। চামড়ার উপরে অতি সুন্দর এবং অতি চমৎকার শিল্পকর্ম্ম জন্য নিম্নলিখিত স্থান সমূহ প্রসিদ্ধ, কিন্তু হিন্দুরা ইহাতে বড় সম্পর্ক রাখে না, ইহা মুসলমান শিল্পির কার্য্য। স্থান গুলি এই—পাটনা, কনোজ, কাশী, ফয়জাবাদ, পিলভীত, মোরাদাবাদ, মৈনপুরী, লক্ষ্ণৌ, সুলতানপুর, দিল্লী, আগ্রা, কানপুর প্রভৃতি।—শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

---

# তামাক ও চুরট।

## উপক্রমণিকা।

গত ১৯০৬ সালের জানুয়ারী মাসে, ভারত গভর্ণমেণ্টের কৃষি-বিভাগের যে দ্বিতীয় সভার অধিবেশন হইয়াছিল তাহাতে জানা গিয়াছে যে সমস্ত ভারতবর্ষে ২২৪,০০০,০০০ একর জমিতে শস্য উৎপন্ন হয়; এতন্মধ্যে ১০,৬০০০০ একর জমিতে তামাকের আবাদ হইয়া থাকে। পরপৃষ্ঠায় কয়েকটী প্রদেশের তামাকের আবাদের জমির তালিকা দেওয়া গেল।

এতদ্দ্বারা বেশ দেখা যাইতেছে যে সর্ব্বাপেক্ষা বঙ্গদেশ ও বেহারে অধিক তামাক আবাদ হইয়া থাকে; এক রঙ্গপুরেই প্রায় সমগ্র মান্দ্রাজ ও ব্রহ্ম দেশের সমান পরিমাণ জমিতে তামাকের আবাদ হয়। রঙ্গপুর হইতে প্রতি বৎসর বহুল পরিমাণ তামাক ব্রহ্মদেশে রপ্তানি হয়; এই জন্য বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাসে রেঙ্গুন, আরাকাণ, মল্‌মিন, একিয়াব প্রভৃতি বিভিন্ন স্থান হইতে মঘেরা এখানে আসিয়া তামাক রপ্তাণি করিয়া থাকে। এই রপ্তাণি যে কতকাল যাবৎ চলিতেছে ঠিক বলা যায় না; কিন্তু ক্রমান্বয়েই ইহা বৃদ্ধি পাইতেছে। এতদ্ব্যতীত রঙ্গপুর ও কুচবিহারের তামাক বাঙ্গলায় বিভিন্ন স্থানে রপ্তানি হইয়া থাকে।

তামাক প্রথমতঃ কলম্বস্ আবিষ্কার করেন বটে; কিন্তু ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে ইহা পর্টুগিজগণ কর্ত্তৃক ভারতে প্রথমতঃ আনিত হয়। মোগল সম্রাট আকবর ইহার বড় পক্ষপাতি ছিলেন না; কিন্তু তৎপুত্র

| ক্রমিক নং | প্রদেশের নাম | জমির পরিণাম | মন্তব্য। |
|---|---|---|---|
| ১। | পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গদেশ, বেহার ও আসাম | অন্যূন ৩৫০,০০০ একর | এতন্মধ্যে এক রঙ্গপুরেই ১৭১,০০০ একর ; মজঃফরপুর ও দ্বারভাঙ্গায় ৪৮,০০০ একর, মুঙ্গের, ভগলপুর ও পূর্ণিয়ায় ৫০,০০০, কুচবিহারে ৩৫,০০০ একর। |
| ২। | মান্দ্রাজ | অন্যূন ১১৫,০০০ একর | গোদ্দাবরী জেলায় ১১২০০ একর, কৃষ্ণা জেলায় ২৮,৫০০ একর, কাবনুল জেলায় ১২,০০০ একর, কোয়েম্বাটোর, মাদুরা ও ত্রিচিনপলি জেলায় ৩৩,৯০০ [মিঃ বেনসেন মান্দ্রাজের কৃষিবিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টার বলেন যে বোধ হয় ইহা অপেক্ষা অধিক জমিতে তামাকের আবাদ হয়।] |
| ৩। | বম্বে | অন্যূন ১০০,০০০ একর | কেইবা ও বেলগম প্রসিদ্ধ। |
| ৪। | ব্রহ্মদেশ | ৭৬,০০০ একর | আরাওয়াতী ৫৪৫৪ একর, মাণ্ডালে ৪৩২১ একর, মবিন ৪৫৮১ একর। |
| ৫। | আগ্রা ও অযোধ্যা | ৬৭,০০০ একর | |
| ৬। | পঞ্জাব | ৫৪,০০০ একর | |
| ৭। | যুক্তরাজ্য | ৫২,০০০ একর | |
| ৮। | মহীশূর | ১৭,০০০ একর | |

জাহাঙ্গীর হইতেই ইহার প্রচলন আরম্ভ হয়। ক্রমে ক্রমে ইহার প্রচলন এত বর্দ্ধিত হইয়াছে যে চাউল, ডাল প্রভৃতি ৩৪টি ফসল আবাদের পরিমাণে নিচেই বর্ত্তমান সময়ে ইহার আবাদ হইয়া থাকে।

এখন পর্য্যন্ত এদেশে সাহেবদের ব্যবহারোপযোগী তামাকের আবাদ আরম্ভ হয় নাই ; কেবল মান্দ্রাজের অন্তর্গত কয়োম্বাটোরে কথঞ্চিৎ আবাদ হইয়া থাকে। এদেশে যেরূপ তামাক জন্মে তাহাতে সাহেবদের উপযোগী তামাকের চাষ করিতে পারিলে ইহার আবাদ আরও বৃদ্ধি পাইতে পারে এবং বহু অর্থলাভ হওয়ার সম্ভাবনা।

অনেকে হয় তো শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবে যে সুমাত্রা তামাকের মণ ১০০০৲১২০০৲ পর্য্যন্ত বিক্রয় হয়, এই তামাক সাহেবদের চুরটের জন্য ব্যবহৃত হয় ; এদেশে তামাকের মণ ১০।১৫৲ টাকার অধিক বিক্রয় হয় না এইরূপ অবস্থায় বঙ্গদেশ ও বেহারে তামাক আবাদের উন্নতি করিতে পারিলে কি বিশেষ লাভের সম্ভা না নাই ?

তামাক নানা প্রকারে ব্যবহৃত হইয়া থাকে যথা :—(১) গুড়ুক তামাক, (২) পানপাতা, (৩) নস্য, (৪) সুর্ত্তি, (৫) চুরট, ও (৬) সিগারেট ও (৬) পাইপ তামাক ইত্যাদি।

বঙ্গদেশে গুড়ুক তামাক, পানপাতা ও নস্য, সুর্ত্তি বহুকাল হইতেই প্রচলিত আছে কিন্তু ব্রহ্মদেশ, মান্দ্রাজ প্রভৃতি স্থলে চুরটের জন্য তামাক ব্যবহার হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার অনুকরণে



বঙ্গদেশেও চুরটের বহুল পরিমাণে প্রচলন হইয়াছে ; এতদ্ব্যতীত কয়েক বৎসর যাবৎ সিগারেট এত আমদানী হইতেছে যে ভদ্রলোক, কুলি, মজুর, সকলেই ইহার ব্যবহার করিতেছে। গত ১৯০৫ সালে ৪৪০০০০০৲ টাকার একমাত্র সিগারেট ভারতবর্ষে বিক্রয় হইয়াছে। আজ ২০।২৫ বৎসর যাবৎ ইয়োরোপিয়ান প্লানটার্সগণ কর্ত্তৃক সিগার এদেশে প্রচলিত হইতেছে এবং অধুনা সিগার ব্যবহার একটি ফ্যাশান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মান্দ্রাজে মেসর্স ওকস্ এণ্ড কোং, মেসার্স স্পেনসার্স এণ্ড কোং প্রভৃতি চুরটের কারবার করিয়া বড় মানুষ হইয়াছেন ; এতদ্ব্যতীত দেশীয় লোকগণও দিন্দিগাল, ট্রিচিনপলি প্রভৃতি স্থানে চুরটের ব্যবসা করিয়া থাকে। ব্রহ্মদেশে মঘ রমণীগণ চুরট প্রস্তুত করিয়া বেশ অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকেন। কলিকাতায় অনেক স্থানে বর্ম্মা চুরট প্রস্তুত হইয়া থাকে ; কিন্তু ভাল চুরট ও সিগার প্রস্তুত হয় না।

তামাক একটী মাদক দ্রব্য এবং ইহার ব্যবহার ততদূর স্পৃহনীয় নহে ; কিন্তু যখন ইহার ব্যবহার এতদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়া পড়িয়াছে এবং ইহার উত্তমরূপ আবাদ ও চুরট প্রস্তুত দ্বারা প্রচুর অর্থোপার্জ্জন হইতে পারে তখন ইহার উন্নতি ও চুরট সিগারের প্রস্তুত করিবার প্রণালী শিক্ষা করা আবশ্যক। গত কয়েক বৎসর মধ্যে আমেরিকায় ইহার যথেষ্ট উন্নতি করা হইয়াছে কিন্তু আমাদের দেশে কি সে উন্নতি সম্ভবপর নয়।

যেরূপ দেখা যায় এদেশের বিশেষতঃ রঙ্গপুর, কুচবেহার, দারজিলিং প্রভৃতি স্থানে জল, বায়ু ও মৃত্তিকা তামাকের জন্য প্রসিদ্ধ ; কিন্তু চুরটের তামাক আবাদ ও তাহার প্রস্তুত প্রণালী গুড়ুক তামাকের প্রণালী হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এদেশে চুরটের প্রচলন না থাকা বশতঃ এযাবৎ এইরূপ তামাকের আবাদ কেহ বিশেষ যত্ন ও কৌশলের সহিত করেন নাই কিন্তু সময় সময় যে সমস্ত সামান্য পরীক্ষা করা গিয়াছে তাহার ফল ভাল হয় নাই ; এই বিষয় গভর্ণমেণ্টের কৃষিক্ষেত্রে বিশেষরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখা একান্ত বাঞ্ছনীয়। এইজন্য রঙ্গপুরে গভর্ণমেণ্ট একটি কৃষি-পরীক্ষা ক্ষেত্র খুলিয়াছেন। গত বৎসর এই কৃষিক্ষেত্রে বৎসামান্য পরিমাণ সুমাত্রা তামাকের আবাদ করা ও চুরট প্রস্তুত করা হয় ; তাহার ফল অতিশয় আশাপ্রদ হইয়াছিল। এই বৎসরও ঐ রূপ কয়েক প্রকার তামাকের আবাদ এই পরীক্ষা ক্ষেত্রে চলিতেছে ; যেরূপ তামাক হইয়াছে তাহাতে পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষাও অধিক ফললাভের আশা করা যায়। এক্ষণে যাহাতে চুরটের তামাকের চাষ ও চুরট প্রস্তুতের প্রণালী এদেশে প্রচলিত হয় তাহাই বাঞ্ছনীয়।

১৯০৪ সালে বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া আমি ব্রহ্মদেশ ও মান্দ্রাজের বিভিন্ন স্থানে চুরট প্রস্তুত ও ইহার জন্য তামাক পাতায় জাৎ দিবার প্রণালী শিক্ষা করিয়া গভর্ণমেণ্টের রঙ্গপুর কৃষি-পরীক্ষা-ক্ষেত্রে এ বিষয় বিবিধ পরীক্ষা করিয়া আসিতেছি ; অধুনা সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য এ বিষয় কিঞ্চিৎ বর্ণিত হইল ; ইহা দ্বারা যদি কাহারও কিছু উপকার হয় তবে সমস্ত পরিশ্রম সফল বিবেচনা করিব।—শ্রীযামিনী কুমার বিশ্বাস, বি, এ, সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট রঙ্গপুর-ফারম।

CINCHONA FEBRIFUGE.
Sold by the principal European and Native Druggists of Calcutta. Obtainable from the SUPERINTENDENT, BOTANIC GARDEN, Calcutta. Post free @ 4 oz., Rs. 3 As. 4. 8 oz., Rs. 6 As. 6. 16 oz., Rs. 12 As. 8. Cash with order.

# জমীর সার।

(২)

৭। মনুষ্যের মল মূত্র ব্যবহারের উপায়।

এদেশে গ্রামের লোকে যে মাঠে গিয়া মল মূত্র ত্যাগ করে সে পদ্ধতি কৃষিকার্য্য ও স্বাস্থ্যের পক্ষে উত্তম। মাঠে গর্ত্ত করিয়া তাহার মধ্যে মল মূত্র ত্যাগ করিয়া মাটি চাপা দেওয়া আরও ভাল। সহরতলি হইতে এখন প্রায় সরকারি মেথরে মল মূত্র লইয়া গিয়া কোন মাঠে পুতিয়া ফেলে। এই সকল জমির বেশ তেজঃ হয় এবং ইহাতে যদিও সদ্য বৎসর আক, কলাইসুঁটী প্রভৃতি কতকগুলি ফসল ভাল জন্মে না, কিন্তু তামাক, আলু প্রভৃতি কতিপয় বহুমূল্য ফসল এই জমিতে অতি উত্তম হয়। সরকারি মেথরেরা ময়লা পুতিবার সময় দুর্গন্ধ নাশ করিবার জন্য চুণ, তুঁতিয়া, হিরাকষ বা ফিট্‌কারির গুঁড়া ব্যবহার করে। এইরূপ করাতে সারের গুণের বিশেষ কোন ব্যতিক্রম হয় না বরং সময় সময় বৃদ্ধি হয়। মিউনিসিপালিটী মাত্রেরই তামাক চাষ করা কর্ত্তব্য। তামাক যদি ঘরের মধ্যে ঝুলাইয়া, আর্থাৎ রৌদ্র বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিয়া শুকাইয়া লওয়া যায়, তবে দেশী নিয়মে শুকান তামাক অপেক্ষা উহার অধিক মূল্য হয়। মিউনিসিপাল জমির উপর তামাক জন্মান ও ঘরের মধ্যে ঐ তামাক শুকাইয়া বিক্রয় করিলে মিউনিসিপালিটির একটী নূতন আয়ের পন্থা হইতে পারে।

৮। বীজ ভিজান।

গাছ যদি প্রথমেই সতেজে শিকড়ের গুচ্ছ লইয়া বাড়িয়া যায়, তাহা হইলে জমি অপেক্ষাকৃত কম-জোর হইলেও ফসল ভাল হয়। বীজ যাহাতে সতেজে অঙ্কুরিত হয় তাহার বন্দোবস্ত করা বড় প্রয়োজন। ভাল করিয়া জমিতে চাষ দিলে অবশ্য বীজ অঙ্কুরিত হইবার পক্ষে অনেক সাহায্য হয় কিন্তু বীজেও তেজঃ বৃদ্ধি করিয়া দিবার উপায় আছে। এক ছটাক কর্পূর একটী পাথরের নুড়ির সহিত একটু কাপড়ে বাঁধিয়া দশ সের জলপূর্ণ একটী কলসীর মধ্যে ডুবাইয়া দিবে ও কলসীর মুখ সরা বা খুরি দ্বারা এমন করিয়া বন্ধ রাখিবে যে কলসীর মধ্যে হাওয়া প্রবেশ করিতে না পারে। চিক্কণ মাটি দ্বারা লেপিয়া দিলে সরা ঠিক হইয়া বসিবে। এইরূপ সমস্ত রাত্র ভিজিয়া কর্পূরের জল তৈয়ার হইবে। পর দিন যে বীজ বুনিতে হইবে, সেই বীজ অর্দ্ধমণ, ও একসের গরুর চোনা ঐ কলসীর মধ্যে ভরিয়া পুনরায় মাটি দ্বারা চাপিয়া বসাইয়া দিবে। দুই ঘণ্টা কর্পূর ও চোনার জলে বীজ ভিজিলে, সরা খুলিয়া তাহার মধ্যে এক ছটাক তুঁতিয়া গুঁড়া করিয়া ফেলিয়া দিবে ও হাত দিয়া বীজগুলির সহিত ঐ তুঁতিয়া গুঁড়া ভাল করিয়া মিশাইয়া লইবে। ইহার পরেই বীজ ছাইয়ের সহিত মিশাইয়া বুনিতে হইবে। কর্পূরের সহিত মিশিবার কারণ বীজের অঙ্কুরিত হইবার বল অধিক হয়। চোনা দ্বারা প্রত্যেক বীজ কিছু কিছু সার প্রাপ্ত হয়। তুঁতের দ্বারা ফসলের ধসা পোকা লাগার প্রতিকার হয়। ছাইয়ের দ্বারা বীজ বুনিবার সুবিধা হয়, পোকা নিবারণ হয়। ছাইয়ে চোনার ন্যায় না হউক, ইহাতেও সার আছে। এইরূপ করিয়া বীজ বুনিলে অতি সামান্য পরিমাণ সার খরচ দ্বারা অনেক ফল পাওয়া যায়। একবার শিকড়ের সংখ্যা বাড়িয়া গেলে তাহার পর অপেক্ষাকৃত নিস্তেজ জমি হইতেও পর্য্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য বৃক্ষ লতাদির শরীরে প্রবেশ করে।

৯। গ্রামের আবর্জ্জনা। ছাই।

গোবর, তুঁতের ডাল, ভুট্টার ডাঁটা, আকের সীটে, ধানের তুঁষ, শুকান পাতা এই সমস্ত জ্বালানীর জন্য এদেশে প্রায় ব্যবহার হইয়া থাকে। এই কয়েকটী পদার্থের যে বিশেষ তেজস্কর সার আছে তাহাও নহে, এবং কৃষকদের জ্বালাইবার যদি বিশেষ



উপায় না থাকে তাহা হইলে এই কয়টী পদার্থ সাররূপে ব্যবহার না করিয়া জ্বালাইবার জন্যই ব্যবহার করাই ভাল। খুদ, কুড়া, ভূষি ও ভাতের মাড় বা ফেন অধিক তেজস্কর পদার্থ কিন্তু এ সকল পদার্থ ও গরু, হাঁস প্রভৃতি জন্তুকে খাইতে দিলে অধিক উপকার পাওয়া যায়। লাউ, কুমড়া, শসা প্রভৃতি গাছে ভাতের মাড় দিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। গোবর প্রভৃতি জ্বালাইয়া যে ছাই হইবে সেই ছাই যেন সাররূপে অবশ্য অবশ্য ব্যবহার করা হয়। ছাই যে কেবল উত্তম সার এমত নহে, গাছের গোড়ায় ছাই দেওয়া থাকিলে পিপড়া প্রভৃতি কীট পতঙ্গ, যাহারা গাছের গোড়া খাইয়া যায়, তাহাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

১০। জন্তুদিগের মল।

যে গ্রামে রেশমের পোকা পোষা হয়, সে গ্রামে পোকার নাদি অপেক্ষা তেজস্কর সার কিছুই নাই। তাহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ কম তেজস্কর,—হাঁস, মুরগী, পায়রা প্রভৃতি পক্ষীর বিষ্ঠা। পুরাতন ভগ্নবাড়ীর মধ্যে অনেক চামচিকা বাসা করে। সেই চামচিকার বিষ্ঠাও সংগ্রহ করিয়া সারের গাদায় জমাইতে হয়। এই সকলের পরেই—কুকুর, ঘোড়া ও গাধার মলের তেজঃ অধিক। তাহারই নীচে উট, ভেড়া ও ছাগলের মল; এই সকলের নীচে—হাতির মল। গোবর অপেক্ষাকৃত অল্প তেজস্কর হইলেও বহুল পরিমাণে পাওয়া যায় সুতরাং গোবর জ্বালানী কার্য্যের জন্য ব্যবহার করায় বিশেষ ক্ষতি হয়। যে সকল মলের কথা লেখা হইল ঐ সমস্ত কখন টাট্‌কা ব্যবহার করা উচিত নহে। টাট্‌কা ব্যবহার করিলে গাছে কীট লাগিবার বিশেষ সম্ভাবনা। উপরি উক্ত মল সমস্ত পচাইবার জন্য একটী গর্ত্ত প্রত্যেক কৃষকের জমির নিকট থাকাই কর্ত্তব্য। গর্ত্তটীর উপরে একটী চালা দিয়া রাখা কর্ত্তব্য যেন বৃষ্টির জল তাহার মধ্যে প্রবেশ না করে। এক বৎসর পচিবার পরে সার জমিতে ব্যবহার করিতে হয়। মলের দ্বারা সারের কার্য্য ভিন্ন আর একটী বিশেষ উপকার সাধিত হয়। গাছের গোড়ায় একটু করিয়া মল লাগাইয়া দিলে ছাগল, গরুতে নষ্ট করে না। বড় গাছ তৈয়ার করিবার সময় অনেকেই অধিক খরচ করিয়া প্রত্যেক গাছের চতুর্দ্দিকে একটী করিয়া বেড়া বাঁধিয়া দেয়। এইরূপ না করিয়া যদি গুঁড়িগুলির ৩।৪ হাত পর্য্যন্ত গোবর বা অন্য মল মাখাইয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে ছাগলে ছাল খাইয়া গাছ নষ্ট করে না।

১১। মূত্র।

মল অপেক্ষা মূত্র অধিক তেজস্কর সার, কিন্তু মূত্র যে এত তেজস্কর সার তাহা প্রায় কৃষকেরা জানে না, নতুবা মূত্র সংগ্রহ করিবার কোন না কোন উপায় তাহারা করিত। যেখানে কোন জন্তু পালন করা হয় সেই খানেই চুণ ব্যবহার করা উচিত। মূত্রের উপর চুণ ছড়াইয়া সেই ভিজা চুণ লইয়া মলের গর্ত্তের মধ্যে রাখা উচিত। চুণ ব্যবহার দ্বারা অনেক রকম উপকার পাওয়া যায়। চুণ নিজে একটী তেজস্কর সার এবং চুণের দ্বারা অন্য সারের তেজঃ বাড়ে *।

* মূত্রের সহিত চুণ মিশ্রিত না করিলে মূত্রের অধিকাংশ নাইট্রোজন ক্রমশঃ কারবনেট অব অ্যামোনিয়া হইয়া উড়িয়া যায়। চুণ মিশ্রিত হইলে ঐ অ্যামোনিয়া ক্যালসিয়ম নাইট্রেট হইয়া সারের মধ্যে থাকিয়া যায়, বায়ুর সহিত মিশিয়া যাইতে পারে না। পাকা ঘরে যে লোণা জন্মায় তাহাই ক্যালসিয়ম নাইট্রেট। ইহা অতি তেজস্কর সার। সোরাও অতিশয় তেজস্কর সার কিন্তু সোরার দাম অনেক বলিয়া ইহার বিবরণ এখানে দেওয়া গেল না। ধান, গম, জই ইত্যাদি ঘাস জাতীয় ফসলের গাছ যখন ৪।৫ আঙ্গুলি লম্বা হইবে তখন বিঘা প্রতি ৫।৭ সের সোরা গাছের গোড়ায় ছড়াইয়া দিলে ফসলের বড় তেজঃ করে।

JOTINDRO NATH DUTTA
JANMABHUMI OFFICE
39, Manick Bose's Ghat St. Calcutta.



গোশালা প্রভৃতি স্থানে নিত্য এইরূপ চুণের ব্যবহার হইলে, জন্তু ও মানুষের পক্ষে গোশালা প্রভৃতি জন্তু পালনের স্থান ব্যায়ামের একটী প্রধান উৎপত্তি স্থান হয় না।

১২। জঙ্গল ও বীজ।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে শুষ্ক পত্র, শুষ্ক ভুট্টার ডাল, প্রভৃতি কয়টী পদার্থে বিশেষ সার নাই। কিন্তু সবুজ গাছ সকলেই সারবান পদার্থ অনেক আছে। গাছে যে সময় ফুল ধরে সেই সময় তাহাতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সার জন্মে। যে সকল গাছে বিশেষ কোন কাজই হয় না, অর্থাৎ আগাছা গুলিতে, যখন ফুল ধরে তখন কাটিয়া সারের গর্ত্তে ফেলিতে হয়। অনেক স্থানেই বাকস, কালকাসুন্দে প্রভৃতি বৃহদাকারের আগাছা অনেক পরিমাণে পাওয়া যায়। এই সকল আগাছার ফুল এক সময় হয় না। সরস্বতী পূজার সময় বাকসের ফুল ধরে, বর্ষাকালে কালকাসুন্দের ফুল ধরে। এইরূপ ফুল সমেত আগাছা কাটিয়া সারের গর্ত্তে রাখিলে কেবল সারের যোগাড় হয় এমন নহে তাহাতে আগাছাও নির্ম্মূল হয়। বীজ ঝরিয়া গেলে তাহার পরে আগাছা কাটিলে বীজ পড়িয়া আবার সেই আগাছা জন্মে। যত রকম আগাছার বীজ বা যে সকল আঁটি এবং বীজের ব্যবহার নাই, যথা আম ও লিচুর আঁটি, তেঁতুলবীজ, কৃষ্ণচূড়া ফুলের বীজ, ইত্যাদি সারের পক্ষে উত্তম। ঐ সকল বীজ সংগ্রহ করিয়া সারের গর্ত্তের মধ্যে ফেলিয়া পচাইবে। পুষ্করিণীর পানা প্রভৃতি জলীয় জঙ্গলের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

১৩। অন্যান্য আবর্জ্জনা।

সকল জন্তুর রক্ত, মাংস, শিং, খুর, চুল, পালক বা পশম উত্তম সার। এই সকল, সারের গর্ত্তের মধ্যে পচাইতে পারিলে সারের আরও তেজ বাড়িবে। সারের গর্ত্তে চুণ বা তুঁতিয়ার গুঁড়া ব্যবহার করিলে উহা ব্যায়ামের উৎপত্তি স্থান হইবে না। রন্ধন গৃহের ঝুল অত্যন্ত তেজস্কর সার এবং গাছের উপর ছিটাইয়া দিলে, গাছে পোকা ধরার পক্ষে উপকার হয়। কোন কোন গ্রামে নীলের সিটি পাইবার সুবিধা আছে। সেই সিটি অত্যন্ত তেজস্কর সার। যে সকল ফসলের পাতা ব্যবহার হয়, যথা তুঁতগাছ, শাক ইত্যাদি, তাহাদের পক্ষে নীল সিটি অতি উত্তম সার। ঝিনুক, শম্বুক, গুগ্‌লি, ও ঘুটিং এই কয়েকটী পদার্থও উত্তম সার।

ঘাস, পাতা, প্রভৃতি আবর্জ্জনা অল্প বিস্তর সারের কার্য্য করে। গ্রামের অন্যান্য যাহা কিছু আবর্জ্জনা থাকে সমস্তই সারের গাদার মধ্যে ফেলিয়া রাখা উচিত। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ঐ গাদা গর্ত্তের মধ্যে রাখিয়া তাহার উপর চালা বাঁধিয়া বৃষ্টি হইতে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। গাদার মধ্যে চুণের সহিত মিশ্রিত চোনাও ফেলিয়া রাখিতে হয়।

কখন কখন পঙ্গপাল যদি উড়িয়া ফসলের উপর দিয়া চলিয়া যায় তাহা হইলে গ্রামবাসী সকলে বাঁশ ও কাপড় লইয়া বাহির হইয়া যাহাতে পঙ্গপাল না বসে তাহার চেষ্টা করে, কিন্তু পঙ্গপাল কেবল উড়িয়া যাইবার কারণ মাত্রে তাহাদিগের নাদি এত ছড়াইয়া পড়ে যে তাহাতে ফসলের বিশেষ উপকার হয়। পঙ্গপাল স্বভাবতঃ জঙ্গলেই থাকে এবং জঙ্গল হইতে পাতা খাইয়া জনপদের উপর দিয়া উড়িয়া গেলে, জঙ্গলের সারবান পদার্থ বিনা ক্লেশে মাঠে ছড়াইয়া পড়ে। এক্কারণ জনপদ বাসীরা সতর্ক হইলে পঙ্গপালের ঝাঁক উড়িয়া গেলে অপকারই অধিক হয়।—

ক্রমশঃ—শ্রীনিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়, এম, এ, এম, আর, এ, সি।



## ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন।

নূতন বর্ষারম্ভ হইতেই মেম্বরশ্রেণীভুক্ত হইবার উপযুক্ত সময়। যাঁহারা এক্ষণে ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসনের মেম্বরশ্রেণীভুক্ত হইবেন বা আছেন, তাঁহারা নিম্নলিখিত বীজগুলি পাইবেন।

সভারেণ মেম্বর হইলে—গ্রীষ্মকালে বপনোপযোগী

| | | |
|---|---|---|
| দেশী সবজীবীজ | ২৪ রকম | ২।০ |
| „ ফুলেরবীজ | ২০ „ | ২।০ |
| শীতের বিলাতী সবজীবীজ আমেরিকার টিনে মোড়াই করা | ২৪ রকম ১ বাক্স | ৫॥০ |
| শীতের বিলাতী সটন কিম্বা ল্যাণ্ড্রেথের ফুলের বীজ ১ বাক্স | | ৪॥০ |
| শীতের দেশী সবজীবীজ | ২৪ রকম | ২।০ |
| ডাকমাশুল ইত্যাদি | | ১।০ |
| | | —১৮৲ |

সাধারণ মেম্বর হইলে—

গ্রীষ্ম বর্ষাকালের বপনোপযোগী

| | | |
|---|---|---|
| দেশী সবজীবীজ | ২৪ রকম | ২।০ |
| „ ফুলের বীজ | ১০ „ | ১৵০ |

শীতকালের বপনোপযোগী আমেরিকার মোড়াই করা এক বাক্স ২৪ রকম বিলাতী সবজী বীজ ৫॥০

| | |
|---|---|
| বিলাতী ফুল বীজ ৮ প্যাকেট | ১॥০ |
| দেশী সবজী বীজ ১৮ রকম | ১৵০ |
| ডাকমাশুল ইত্যাদি | ॥০ |
| | —১২৲ |

এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক মেম্বর আমাদিগের দ্বারা পরিচালিত বাঙ্গালা মাসিক পত্র "কৃষক" প্রতি মাসে এক কপি করিয়া পাইবেন এবং এসোসিয়েসন হইতে স্বতন্ত্র বীজ গাছাদি খরিদ করিলে ৫৲ পর্য্যন্ত টাকায় ৵০ এবং ৫৲ অধিক হইলে শতকরা ১০৲ হিঃ কমিশন পাইবেন।

স্পেশ্যাল মেম্বর ঃ—কৃষকের গ্রাহকগণ এসোসিয়েসনের স্পেশ্যাল মেম্বর। তাঁহারাও বীজ গাছাদি খরিদ করিলে উচ্চহারে কমিশন পাইবেন।

সভারেণ মেম্বরকে বার্ষিক এক সভারেণ বা ১৫৲ টাকা, সাধারণ মেম্বরকে বার্ষিক ১০৲ ও স্পেশ্যাল মেম্বরগণকে কৃষকের বার্ষিক মূল্য ২৲ দিতে হয়।

## বেনারস্ গাইড্।

( সচিত্র )

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন হইতে প্রকাশিত।

ইহাতে বিশ্বেশ্বরের মন্দির হইতে আরম্ভ করিয়া দুর্গাবাড়ী পর্য্যন্ত বারানসীধামের সমস্ত দেব দেবীর মন্দিরের চিত্র আছে ও তাহাদের ইতিবৃত্ত দেওয়া আছে।

মাননীয় গোখেলের ছবি ও অন্যান্য বর্ষের সভাপতিগণেরও ছবি সন্নিবেশিত আছে। বই খানি দেখিতেও সুন্দর।

এক আনার টিকিট পাঠাইলে পুস্তক খানি পাঠান যায়।

কলিকাতা ১৪৮ নং বউবাজার ষ্ট্রীট, ম্যানেজারের নামে পত্রলিখুন।

## 'অঙ্কুর'

সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিবৃত্ত, বাণিজ্য নবন্যাস প্রভৃতি প্রবন্ধ পুর্ণ, উচ্চ শ্রেণীর মাসিক পত্র ও সমালোচন।

সম্পাদক—শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ।

সহযোগী সম্পাদক—শ্রীআনন্দ গোপাল ঘোষ।

বঙ্গের প্রায় সমুদয় সুবিখ্যাত লেখক ইহাতে সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখিতেছেন। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ১।০ (দেড়) টাকা। চারি আনা পাঠাইলে নমুনা পাঠান যায়।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ, বিদ্যাবিনোদ
কার্য্যাধ্যক্ষ।
৪নং ভুবন চাটুর্য্যের লেন্, সিমলা, কলিকাতা।

## ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল্ এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল্ ওয়ার্কস্।

কন্‌সলটিং ফিজিসিয়ান ডাক্তর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বসু এল. এম. এস. ( মেও হস্পিটালের পূর্ব্বতন হাউস্ সার্জ্জন্ এবং চিৎপুর ডিসপেন্সারির ভূতপূর্ব্ব রেসিডেন্ট্ সার্জ্জন্ ) কন্‌সল্টীং কেমিষ্ট শ্রীযুক্ত বাবু কিরণচন্দ্র মিত্র এম, এ. ( প্রফেসর কেমিষ্ট্রী )

## অশ্বগন্ধা ওয়াইন

স্বাভাবিক অথবা দীর্ঘকাল রোগভোগের পর শারীরিক অথবা মানসিক অবসাদ, বাল্য ও যৌবনসুলভ অত্যাচারবশতঃ স্নায়ু ও মস্তিস্ক দৌর্ব্বল্য, সকল প্রকার পুরাতন মেহ, স্মৃতিশক্তির অভাব, অকালবার্দ্ধক্য, দৃষ্টিক্ষীণতা, শিরঃপীড়া, পৃষ্ঠে বেদনা, জীবনীশক্তির হ্রাস, পাঠাদি কর্ত্তব্য কর্ম্মে আলস্য, মনের চাঞ্চল্য, অল্পশ্রমে কাতরতা ধারণাশক্তির অভাব, অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, নিদ্রাল্পতা, যৌবনোচিত স্ফূর্ত্তির বিলোপ, সর্ব্বদা ব্যাধিশঙ্কা প্রভৃতি উপসর্গ দূর করিতে "আমাদের অশ্বগন্ধা-ওয়াইন" অমোঘ শক্তিশালী মহৌষধ। ইহা শ্বাস, কাশ, প্রমেহগ্রস্ত রোগী, এবং বৃদ্ধ, দুর্ব্বল ও ভগ্নস্বাস্থ্য ব্যক্তির পরম কল্যাণকর। ৪ আঃ শিশি ১৲ টাকা। ডজন ১১৲ পাউণ্ড ( ১৬ আউন্স ) ৩॥০ টাকা।

## এক্সট্রাক্ট্ ক্ষেতপাপড়া কম্ কণ্টকারী লিকুইড্ কোঃ।

ক্ষেতপাপড়া কণ্টকারী প্রভৃতির গুণ ভারতবাসীর অবিদিত নাই। ইহা ম্যালেরিয়া জ্বর, সর্দ্দি ও কাশিসংযুক্ত জ্বর, মেহ ঘটিত জটিল জ্বর, প্লীহা ও যকৃত বিবৃদ্ধি প্রভৃতি সর্ব্বজন বিদিত অমোঘ ঔষধ। নিয়মিত সেবনে কোষ্ঠ শুদ্ধি থাকে এবং ক্ষুধাবৃদ্ধি হয় ও রোগী পূর্ব্ব স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হয়। ৬ আউন্স শিশি ১০ পাঁচ সিকা, ডজন ১৩॥০ টাকা, পাউণ্ড ৩৷০ টাকা

### ভীষণ প্রতারণা,—

ভয়ানক অনুকরণ, ক্রেতাগণ সাবধান! আমাদের আদি আবিষ্কৃত। "অশ্বগন্ধা ওয়াইন" প্রভৃতি কতিপয় ঔষধের উপকারীতার জন্য বিক্রয় বাহুল্য হেতু লোভবশতঃ কতিপয় লোকে আমাদের অশ্বগন্ধা-ওয়াইনের জঘন্য নকল ও জাল করিয়াছে। ক্রয়কালীন "ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল্ এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিকাল্ ওয়ার্কস, ৭৪ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট এবং পার্শ্বের "ট্রেড্" মার্ক বিশেষ করিয়া দেখিয়া লইবেন; নতুবা ভ্রম প্রমাদে পড়িবেন ও সম্পূর্ণ প্রতারিত হইবেন।

### এসেন্স অব দ্রাক্ষা।

স্বাভাবিক কোষ্ঠ কাঠিণ্য, রক্তাল্পতা, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, রক্তপিত্ত, সর্দ্দি, কাশি, অজীর্ণ, অর্শ প্রভৃতি রোগে সম্যক্ ফলপ্রদ। অতিরিক্ত পরিশ্রমের পর একমাত্র "এসেন্স অব দ্রাক্ষা" সেবনে দেহে নব বলের সঞ্চার হয়। ৪ আঃ শিশি ১৲ ডজন ১১৲ টাকা; পাউণ্ড ( ১৬ আউন্স ) ৩॥০ টাকা।

ডাকমাশুলাদি ব্যয়;—৪ আউন্স এক শিশি ॥৴০ আনা, ২ শিশি ॥৵০ আনা, ৩ শিশি ৸৴০ আনা, ৬ শিশি ১।০, পাঁচ সিকা, ১২ শিশি ১৸৴০ আনা। এক পাউণ্ড বোতল ৸৴০ আনা। এক ঔষধ একত্রে তিন শিশি লইলে ডজনের দরে দেওয়া হয়। বহুবিধ দেশীয় ঔষধের তালিকা পুস্তকের জন্য আবেদন করুন।

এক মাত্র প্রস্তুতকারক;— ইণ্ডিয়ান কেমিকাল্ এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল্ ওয়ার্কস্। ৭৪ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।





## শুধু বচনে?

দেশের দুঃখ ঘুচিবে কি? অর্থ বল বৃদ্ধি করুন কাজ করুন। তবে ব্যবসায় বাণিজ্য শিক্ষা সাপেক্ষ এরও শাস্ত্র আছে—বই আছে। ইহার জন্য কিছু ব্যয় করা কি অপব্যয় নিম্নলিখিত পুস্তক কয়খানি পড়ুন দেখি মাথা খোলে কি না দেখুন দেখি।

সিক্রেট্‌স অফ্ এ নিউট্রেড—কেমন করিয়া ঘরে বসিয়া বিনা মূলধনেও রোজকার হয়। ৫টি আমেরিকান ব্যবসায়। বেকার কেন থাকেন প্রত্যহ ২।৩ টাকা লাভ হইবে। যেখানে সেখানে কাজ চলিবে—উৎকৃষ্ট কাপড়ে বাঁধাই ।৵০ আনা মায় ভিঃ পিঃ ৸০ আনা ইহার সহিত "কোথায় কি পাওয়া যায়" বিনামূল্যে পাইবেন।

(1) How to make money Price As. 12.
(2) How a penny became a thousand pounds Rs. 2-4.
(3) Fortunate men and how they made their fortunes Rs. 2-4.
(4) Dr. Chase's Rare Recipe-Book. Rs. 1-4.
(5) Enquire within upon every thing Rs. 2-12.

উপরোক্ত ইংরাজী পুস্তকগুলি বিলাতে ছাপা জিনিষ প্রস্তুত, কৃষি, বাণিজ্য সম্বন্ধীয় Trade secrets পূর্ণ। অতি দুর্লভ পুস্তক। অবিলম্বে অর্ডার করুন। উৎকৃষ্ট বাঁধাই বৃহৎ পুস্তক। এস্, পি, চাটার্জ্জী এণ্ড সন ষ্টোর গল্‌সী—ই, আই, আর।

### বৈদ্যুতিক বাত-তৈল।

২৪ ঘণ্টার মধ্যেই অতি যন্ত্রনা দায়ক বেদনা ত আরোগ্য হয়ই, অধিকন্তু পুরাতন বাত ১৫ দিনে আরোগ্য হয়। গাঁটে বেদনা, ঘাড়ে ও কোমরে বেদনা, ফিক ও পার্শ্ববেদনা প্রায় সমস্ত দিনে ৩ বার লাগাইলেই ভাল হয়। গুণের তুলনায় দাম কিছুই নাই। ইহার মূল্য ॥০ আনা। নকল স্থলে হতাশ হইয়া তবে আমাদগকে লিখিবেন। ভিঃ পিঃ স্বতন্ত্র।

### "রুজ"।

কাল রংও মুহূর্ত্তের মধ্যে সদ্য প্রস্ফুটিত গোলাপের ন্যায় দেখাইবে, রূপসীর রূপের উপর এক পোচ্ দিলে কেমন হয় বুঝুন। কনে সাজাইতে বেশ জিনিষ ভাল গোলাপে সুবাসিত; নির্দ্দোষ জিনিসে প্রস্তুত। দাম ১ শিশি ১৲ টাকা ভিঃ পিঃ প্যাকিং স্বতন্ত্র।

অর্দ্ধ আনার ডাক্ টিকিট পাঠাইলে আমাদের মূল্যতালিকা পাঠান যায়।

এস্, পি, চাটার্জ্জী এণ্ড সন, আমেরিকার অভিনব দ্রব্য আমদানীকারক, ষ্টোর গল্‌সী—ই, আই, আর, বর্দ্ধমান।

## স্বদেশী বেলওয়ারি চুড়ী।

চৌধুরী এণ্ড কোম্পানি।
( সমগ্র বঙ্গে একমাত্র এজেন্ট। )
১৭।১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা।

ইহাঁরাই বোম্বাই হইতে আমদানি করিতেছেন।

ইহা গুণ ও দৃশ্যে কোন অংশেই বিলাতি অপেক্ষা ন্যূন নহে। মূল্যও অতি সুলভ।

## "অবিশ্বাসীর বিশ্বাস জন্য।"

।০ আনার টিকিট পাঠাইয়া "গম্ভীরার গীত" লইলে আমোদ ও তৎসহ বাজীকরণাদি, পাতড়ার তৈল, স্তন্য ও গো দুগ্ধ বৃদ্ধি, পালাজ্বর, ভৌতিক জ্বর, এই "৫টী প্রত্যক্ষ ১ দিনে ফলপ্রদ মন্ত্রৌষধ" মধ্যে তাঁহার ইচ্ছামত যে কোনও একটী শিখিতে পারিবেন। ১৲ টাকা মনি অর্ডার করিলে ৫টীই শিখিবেন। যিনি যে কোনও উপকরণ চিনিতে বা সংগ্রহ করিতে না পারিবেন লিখিলেই বিনামূল্যে দিব, পুস্তক ফুরাইয়া আসিল পত্র পাঠ মাত্র লিখুন এই শেষ সুযোগ।

জি, সি, রক্ষিত, কুশীদা, তুলশীহাটা পোঃ মালদহ।

# মেওরেস

শুক্রপীড়ার ব্রহ্মাস্ত্র।

মেওরেস—স্নায়ুদৌর্ব্বল্যে অমোঘ;
মেওরেস—ধাতুক্ষীণতায় অপ্রমেয় শক্তিশালী;
মেওরেস—মেহরোগে অব্যর্থ;
মেওরেস—যৌবনসুলভ চাপল্যহেতু সর্ব্ববিধ শুক্ররোগে ধন্বন্তরী;
মেওরেস—স্মৃতি ও মেধাবর্দ্ধনে অদ্বিতীয় ও অতুলনীয়।

## অভিজ্ঞের অভিমত।

ডাঃ জে, স্যাণ্ড্যাল, এম, ডি, মহোদয় বলেন ঃ—"মেওরেস শুক্রদৌর্ব্বল্য রোগের চমৎকার ঔষধ। ইহাতে কোনও বিষাক্ত দ্রব্য নাই।"

ডাঃ এস্, এ, হোসেন, এম, ডি, C.S.L.C. (Lond.) কলিকাতা, লিখিয়াছেন।—"মেওরেস মেহ প্রভৃতি স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য রোগে আশ্চর্য্য ফলপ্রদ।"

রঙ্গপুর দারওয়ানি হইতে বাবু আশুতোষ কুণ্ডু মহাশয় লিখিয়াছেন ঃ—"আমি দিনাজপুর থাকিতে আপনাদিগের জগদ্বিখ্যাত 'মেওরেস' হিতবাদী দৃষ্টে তিন শিশি আনাইয়াছিলাম। আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই যে এই ঔষধে আমার ব্যারাম দূরীভূত হইবে। আমি প্রথমতঃ এক শিশি ব্যবহার শেষ হইতে না হইতেই আশাতীত ফললাভ করিয়াছি। আমার এই জটিল মেহ ব্যারামে আশু ফললাভ শ্রবণে আমার জনৈক পরমবন্ধু অপর দুই শিশি

কাড়িয়া লইয়া ব্যবহার

করিয়া বিশেষ ফললাভ করিয়াছেন। আপনাদিগের "মেওরেস" সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহৌষধ। ইহার আশ্চর্য্য ফল"।

মূল্য এক টাকা মাত্র। তিন শিশি পর্য্যন্ত পাঁচ-আনা মাশুলে যায়। বিশেষ সাবধান হইবেন। অনেকেই অপকৃষ্ট অনুকরণ দ্বারা প্রতারিত করিতেছে। একমাত্র ঠিকানা—

**জে, সি, মুখার্জ্জি এণ্ড কোং।**

দি ভিক্টোরিয়া কেমিক্যাল ওয়ার্কস।

[ক—১৩১০] রাণাঘাট—(বেঙ্গল)।

(স্থান পরিবর্ত্তন।)

## ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুল।

১৩ নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, বহুবাজার, কলিকাতা।

(স্থানাভাব বশতঃ ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুল উপরোক্ত ঠিকানায় স্থানান্তরিত হইল।)

সভাপতি—মহারাজ কুমার স্যার প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর বাহাদুর কে, টী.

জেনারেল ক্লাস ঃ—এখানে ড্রয়িং, পেণ্টিং, ফটো, এন্‌গ্রেভিং, ফটোগ্রাফি, লিথোগ্রাফি, ড্রাফ্‌ট্‌স্‌ম্যান-ড্রয়িং ও প্রিণ্টিং ইত্যাদি বিষয় প্রসিদ্ধ শিল্পিগণ দ্বারা নিয়মিতরূপে শিক্ষা দেওয়া হয়। বিশেষ বিবরণের জন্য অর্দ্ধ আনার ষ্ট্যাম্পসহ আবেদন করুন।

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী, তত্ত্বাবধারক।

প্রাক্‌টিকাল ক্লাস ঃ—এখানে হাফটোন, উড-এন্‌গ্রেভিং, কপার প্লেট, ইলেক্ট্রো-টাইপ, ফটোগ্রাফ, ব্রোমাইড, এনলার্জমেণ্ট ও অয়েলপেণ্টিং আদি কার্য্য প্রস্তুত হয়। বিচক্ষণ শিল্পশিক্ষকগণের দ্বারা ও তাঁহাদের সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধানে সকল কার্য্য যথাসম্ভব নির্ভুলরূপে ও সুন্দরভাবে প্রস্তুত করান হয়; সুতরাং বাজারের সাধারণ কাজের অপেক্ষা সকল অংশেই উৎকৃষ্ট অথচ মূল্য অধিক নহে। আশা করি স্বদেশ ও শিল্পানুরাগী ব্যক্তিগণ এখানে তাঁহাদের কার্য্য দিয়া এমন একটী শিল্পবিদ্যালয়কে সাহায্য করিবেন। আমরা তাঁহাদের সহায়তা প্রার্থনা করি।

এস, লাল এণ্ড ব্রাদার্স—কার্য্যাধ্যক্ষ।

প্রাক্‌টিকাল ক্লাস ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুল।





সর্ব্বপ্রকার মেহ, প্রমেহ ও ধাতুদৌর্ব্বল্যের জগদ্বিখ্যাত মহৌষধ

# আর লগিন হিলিংবাম এণ্ড কোংর

(স্ত্রী পুরুষ সকলের ব্যবহার্য্য।)

ঔষধের ন্যায় স্থায়ী ও আশুফলপ্রদ ঔষধ আর দ্বিতীয় আবিষ্কৃত হয় নাই।

মেহরোগের আনুষঙ্গিক জ্বালা যন্ত্রণা এবং জননেন্দ্রিয়ের যাবতীয় বিকার মূত্রকৃচ্ছ অর্থাৎ অসরল ও যন্ত্রণাসহ প্রস্রাব নির্গমন, বা বিকার ও শুক্রক্ষীণতা স্বপ্নদোষ, ধারণাশক্তিরহীনতা এবং ইহাদের অবশ্যম্ভাবী ফল মস্তকঘূর্ণন ও মস্তিষ্কে ভারবোধ, শারীরিক ও মানসিক জড়তা, স্মৃতিশক্তির হ্রাস, হস্তপদ ও চক্ষু জ্বালা ও জ্বরভাব ইত্যাদি সমস্ত হিলিংবামের এক মাত্রায় নতশির, এক দিবসে হীনবল, এবং এক সপ্তাহে তিরোহিত হয়।

বলিব অধিক কি—হিহিংবামের ফল ভৌতিক। ইহার সহিত অন্য ঔষধের তুলনা হয় না।

গণকোকাই নামক কীটাণু মেহ ও প্রমেহাদি রোগের মূল কারণ। উহাদের মূলোৎপাটন ব্যতীত উক্ত রোগের মূলোৎপাটন হয় না। উক্ত কীটের বিনাশোপযোগী উপাদান হিলিংবামে আছে বলিয়া হিলিংবাম এরূপ প্রত্যক্ষফলপ্রদ।

হিলিংবাম সম্বন্ধে উচ্চ উপাধিধারী খ্যাতনামা চিকিৎসকগণের মতের উদ্ধৃত সংক্ষিপ্ত অংশ দেখুন।

(৪) ডাক্তার আর, এ, ফারমি, এল, আর সি, পি এণ্ড এস বলিয়াছেন * * হিলিংবাম অনেকগুলি রোগীতে পরীক্ষা করিয়াছি। ইহা অতি ফলপ্রদ।

(৫) ডাক্তার আর, মনিয়ার, এম, বি, সি, এম, এডিনবরা, বলিয়াছেন,—* * আমি হিলিংবাম কয়েকটী মেহ, প্রমেহরোগীতে পরীক্ষা করিয়াছি ইহা নূতন ও পুরাতন মেহরোগের মহৌষধ।

মূল্য দুই আঃ শিশি ২৷৷০ আড়াই টাকা। এক আঃ শিশি ১৸০ এক টাকা বার আনা। প্যাকিং ও ডাক খরচ পৃথক।

"লরেঞ্জো" বা "ইণ্ডিয়ান ফিবার পিল"—সর্ব্বপ্রকার ম্যালেরিয়া ও পুরাতন

## জ্বরের মহৌষধ।

জ্বরঘ্ন, বিরেচক ও অগ্নিবর্দ্ধক; তিনটী মাত্র বটিকাতেই জ্বর বন্ধ। এক সপ্তাহে আরোগ্য নিশ্চয়।

মূল্য—বড় শিশি ২১ পিল ১৷৷০ টাকা, ছোট শিশি ১২ পিল ১৲ টাকা, একশত লইলে চারি টাকা আট আনা, প্যাকিং ও ডাকমাশুলাদি ব্যয় স্বতন্ত্র।

"ইবনি" বা "ইণ্ডিয়ান হেয়ার-ডাই" পাকা চুলের পাকা কলপ।

সৌখিনের সখের জিনিষ। বিলাসীর প্রিয় বস্তু। রং পাকা ও দীর্ঘকাল স্থায়ী। পুনঃ পুনঃ ধৌত বিধৌত করিলেও কলপ উঠে না বা চর্ম্মে দাগ ধরে না। যদি সাদা চুল কাল করিতে চান তবে এই কলপ ব্যবহার করুন। অশীতিপর বৃদ্ধ বা বৃদ্ধাও এই কলপ লাগাইলে দেখিবেন যে যৌবনকালের ন্যায় চুল কুচকুচে কাল হইবে। "বুঝি যৌবন ফিরে এলো এবুড়ো বয়সে"। অকাল বৃদ্ধের ইহা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। সম্পূর্ণ দুর্গন্ধবহীন এরূপ কলপ এই নূতন। দুটী সুন্দর ব্রসসহ ১৵০, ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

আর, লগিন এণ্ড কোং, কেমিষ্টস। বিক্রয়ের একমাত্র স্থান—১৪৮ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, শিয়ালদহের মোড়, কলিকাতা।

☞ N. B.—আর, লগিন এণ্ড কোম্পানী, বেঙ্গল কেমিকেল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসের এজেণ্ট। উক্ত কারখানার প্রস্তুত যাবতীয় ঔষধ এইস্থানে পাওয়া যায়। মূল্য তালিকার জন্য পত্র লিখুন।

| সাপালা সাপালা সাপালা সাপালা সাপালা সাপালা | সর্ব্ববিধ উপদংশ-নিবারক শোণিত দোষ-শোধক সুন্দর সালসা। ইহা বিলাতে প্রস্তুত, এখানে নহে। সকল ঋতুতেই ব্যবহার্য্য। | সাপালা সাপালা সাপালা সাপালা সাপালা সাপালা |
|---|---|---|
| প্রতি শিশি ২৷৹ টাকা। | | ডাক মাশুলাদি ব্যয় স্বতন্ত্র। |

## আর, সি, গুপ্ত এণ্ড সন্স

| ফেব্রিনা ফেব্রিনা ফেব্রিনা ফেব্রিনা ফেব্রিনা ফেব্রিনা | সর্ব্ববিধ জ্বরের এবং ম্যালেরিয়ার একমাত্র পরীক্ষিত মহৌষধ। প্রতি দিন শত শত বিক্রয়। গৃহস্থের ও দরিদ্রের মহোপকারী বন্ধু। | ফেব্রিনা ফেব্রিনা ফেব্রিনা ফেব্রিনা ফেব্রিনা ফেব্রিনা |
|---|---|---|
| বড় বোতল ১৷৹ টাকা। | ডাক মাশুলাদি ব্যয় স্বতন্ত্র। | ছোট বোতল ১৲ টাকা। |

## ৮১ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট্ ও ২৭।২৮ নং গ্রে ষ্ট্রীট্ কলিকাতা।

| নার্ভো নার্ভো নার্ভো নার্ভো নার্ভো নার্ভো | "স্নায়বিক শক্তিবর্দ্ধক, ক্ষুধাকারক শক্তিসঞ্চারক কান্তি ও লাবণ্যবৃদ্ধিকারী পরম হিতকর রসায়ন। যদি কিছু দিন সুস্থশরীরে বাঁচিতে চান তাহা হইলে নার্ভো ব্যবহার করুন। | নার্ভো নার্ভো নার্ভো নার্ভো নার্ভো নার্ভো |
|---|---|---|
| প্রতি শিশি ১৲ টাকা। | শীঘ্র আমাদের পত্র লিখুন। | ডাক মাশুলাদি ব্যয় স্বতন্ত্র। |

JOTINDRO NATH DUTTA
JANMABHUMI OFFICE
39, Manick Bose's Ghat St. Calcutta.



## পন্থা! "পন্থা" পন্থা!

সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে।

হিন্দুশাস্ত্র, দর্শন, বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিক তত্ত্ববিষয়ক উচ্চশ্রেণীর

## মাসিক পত্রিকা।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বলতম রত্ন সাহিত্য সংসারে সুপরিচিত, রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তিপ্রাপ্ত শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি, এল,

ও

"প্রচারের" সুপ্রসিদ্ধ চিন্তাশীল ও দার্শনিক লেখক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, মুন্সেফ মহোদয় দ্বয়ের সম্পাদকতায়

"বঙ্গীয় ব্রহ্মবিদ্যা সমিতির" তত্ত্বাবধানে পরিচালিত রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তিপ্রাপ্ত শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী রায় বাহাদুর এম, এ, রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তিপ্রাপ্ত শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রলাল মজুমদার এম, এ এসিষ্টাণ্ট একাউণ্টাণ্ট জেনারেল, শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সেন ব্যারিষ্টার-য়্যাট-ল বাঁকিপুরের গবর্ণমেণ্ট প্লিডার শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ এম, এ, বি, এল, সুপ্রসিদ্ধ বিশ্বকোষ সম্পাদক ও সর্ব্বজন পরিচিত প্রত্নতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, মুন্সেফ শ্রীযুক্ত বিজয়কেশব মিত্র এম, এ বি, এল, শাস্ত্রজ্ঞ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শ্যামলাল গোস্বামী শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় এম, এ. বি, এল বঙ্গীয় কৃষিবিভাগের এসিষ্টাণ্ট ডাইরেক্টর শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কলিকাতার মিউনিসিপাল মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় এম, এ, ক্যাম্বেল মেডিক্যাল কলেজের প্রফেসর, প্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেন এম, ডি, সংস্কৃত কলেজের হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত হরিচরণ রায় এম, এ, এবং অন্যান্য প্রসিদ্ধ লেখকগণের সুগভীর গবেষণাপূর্ণ সুপাঠ্য ও সুলিখিত প্রবন্ধে পন্থার কলেবর মাসে মাসে পূর্ণ থাকে।

সনাতন হিন্দুধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্ব সমূহ জনসাধারণের বহুল প্রচার করাই পন্থার মুখ্য উদ্দেশ্য।

সর্ব্বসাধারণের সুবিধাকল্পে আবার পন্থার মূল্যও অতীব অল্প স্থিরীকৃত হইয়াছে। পন্থার আকার ডিমাই আটপেজি ৫ ফর্ম্মা অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কলিকাতায় ১৷৹ এক টাকা চারি আনা। মফঃস্বলে এক টাকা ছয় আনা মাত্র। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵৹ দুই আনা মাত্র।—প্রকাশক শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, ২৮।২ ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা।

## সিদ্ধ মকরধ্বজ।

"সেবনাদস্য নশ্যন্তি সর্ব্বে রোগা ন সংশয়ঃ।
করোত্যগ্নিবলংবীর্য্য বলিপলিতনাশনঃ।
বিধিবৎ সেবিতোহেষ মুমূর্ষুমপি জীবয়েৎ॥"

হিন্দু আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে ইহা একটী মহোপকারী মহৌষধ। ইহা সর্ব্বরোগনাশক; অগ্নি, বল ও বীর্য্যবর্দ্ধক, এবং বলিপলিতনাশক। ইহা বিধিবৎ সেবন করিতে পারিলে, মুমূর্ষু ব্যক্তিও পুনর্জীবন লাভ করিতে পারে। ক্ষীণেন্দ্রিয় ও নষ্টশুক্র অশীতিপর বৃদ্ধও ইহার কল্যাণে যৌবনের বল ও উৎসাহ পুনর্লাভ করে।

৭ সাত পুরিয়ার মূল্য ৩৲ তিন টাকা।

গভর্ণমেণ্ট মেডিকেল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজ,

১৮।১ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

কৃষি-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয়

## রসায়ন পরিচয়।

শিবপুর কলেজের কৃষি-ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত ও গবর্ণমেণ্ট কৃষি-বিভাগের কর্ম্মচারী। শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র চৌধুরী প্রণীত। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

বাঙ্গালা ভাষায় কৃষি রসায়ন বিজ্ঞান আর নাই। এই পুস্তকে কি উপায়ে কৃষি কর্ম্ম ও কৃষি উন্নতি সম্পাদন করিতে হয় তাহা বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। বিভিন্ন মৃত্তিকার উপাদান ও বিভিন্ন গাছ গাছড়ায় প্রয়োজন অনুসারে সার নির্ব্বাচন ও ব্যবহার, মনুষ্য ও কৃষি কর্ম্মোপযোগী পশুদিগের আহার্য্যের গুণাগুণ ব্যাখ্যা ও ব্যবহার ও অন্যান্য কৃষি রসায়ন সম্বন্ধীয় জ্ঞাতব্য বিষয়, সাবান, পালো, শর্করা, ভিনিগার প্রভৃতি প্রস্তুত প্রণালী ও গুণাগুণ বিচার প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় সন্নিবিষ্ট থাকায় এই পুস্তক কৃষক, গ্রাম্য ডাক্তার, কবিরাজ, সর্ব্বসাধারণের বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়াছে।

*Rasayana Parichaya* by Babu Nibaran Chandra Chaudhury is a very useful publication on Agricultural Science in Bengali.—AMRITA BAZAR PATRIKA. *Feb.* 8, 1904.

Babu Nibaran Chandra is a Higher Agricultural Scholar of the Sibpur Engineering College and treats of the subject in the book under notice with the knowledge and the skill of an expert.—BENGALEE, *March* 17, 1904.

It is very creditable to Nibaran Babu that he has been able to produce this work and I am glad to hear it recommended our Cirencester Graduates and other experts.—S. L. MADDOX. *Director of Agriculture, Bengal. Dec.* 24, 1904.

বঙ্গ ভাষায় এইরূপ পুস্তক এই প্রথম প্রকাশিত হইয়াছে।—সঞ্জীবনী, ৬ই ফাল্গুন, ১৩১০।

এই পুস্তক প্রচারে গ্রন্থকার বাঙ্গালার কৃষি-তত্ত্বালোচনার একটী নূতন পথ প্রদর্শন করিলেন।—বঙ্গবাসী, ২৯এ ফাল্গুন, ১৩১০।

অসার নাটক নবেল পাঠ ছাড়িয়া লোকে কি এই মহা উপকারী পুস্তক পাঠ করিবে?—বসুমতী, ২৯শে ফাল্গুন, ১৩১০।

সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য রসায়ন শাস্ত্রের আলোচনা আমাদের দরিদ্র দেশের পক্ষে অশেষ মঙ্গলজনক।—প্রদীপ, মাঘ ও ফাল্গুন, ১৩১০।

বিজ্ঞান-পুস্তক এমন সুখবোধ্য ও সুখপাঠ্য হইতে পারে, তাহা আমাদের ধারণা ছিল না।—কৃষক, ফাল্গুন, ১৩১০।

---

৫। সরল কৃষি-বিজ্ঞান।—বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগের আঃ ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত এন্, জি, মুখার্জী, M.A., M.R.A.C., & F.R.A.S. প্রণীত ভারতীয় কৃষি সম্বন্ধে একখানি অতি উৎকৃষ্ট পুস্তক। কৃষিশিক্ষার্থী ছাত্রদিগের ও যাঁহাদের চাষ আবাদ আছে তাঁহাদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। মূল্য ১৲ টাকা।

ইহাতে ধান, চাউল, তৈলবীজ প্রভৃতি চাষাবাদের কথা আছে, সার সম্বন্ধে, গবাদির সেবা ও প্রতিপালন, জলশেচন, কৃষি যন্ত্রাদি সম্বন্ধে অতি বিশদরূপ বিস্তৃত আলোচনা আছে। কীট পতঙ্গাদির উপদ্রব নিবারণেরও কথা আছে। কৃষি-শিক্ষকদিগের ও নর্ম্ম্যাল বিদ্যালয়ের এবং বিশেষতঃ কৃষি-বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের সুবিধার জন্য ও সাধারণ কৃষি-কর্ম্মানুরাগী ব্যক্তিগণের জন্য এই পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে।

মূল্য ১৲ টাকা ভিঃ পিঃ খরচা ৵০ আনা।

নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ছাপা হইয়াছে সময় থাকিতে সত্বর আবেদন করুন। কৃষক আফিস।

---

THE CALCUTTA MUNICIPAL ACT II
OF 1899 B. C.

EDITED BY A LAWYER.

**Price Re 1/8.**

Hurris Chunder Bose & Co.,
*3 Sookea's Lane, Radhabazar Calcutta.*



USEFUL BOOKS.

**Modern Letter Writter**—(*Seventh Edition.*) Containing 635 letters. Useful to every man in every rank and position of life for daily use. Re. 1, Post 1 Anna.

**Helps to the Study of English**—(*Third Edition.*) Containing an exhaustive collection of Phrases, Indioms, Proverbs, with their explanations and proper uses. Rs. 3, Post 3 Annas.

**Every-Day Doubts and Difficulties**—(in reading, speaking and writing the English Language). *Third Edition.* Re. 1, Post 1 Anna.

**A Hand-Book of English Synonyms.** (*Third Edition*). Explainen with illustrative sentences. Aids to the right use of *synonymous* words in composition. Re. 1, Post 1 Anna.

**Beauties of Hinduism. With Notes.** As. 8, Post 1 Anna.

**Wondeers of the world** (in Nature Art, and Science.—Very interesting and instructive. Re. 1, Post 1 Anna.

**Select Speeches of the Great Orators.** Vols. I. and II. These books help to write idiomatic English, to improve the oratorcial and argumentative powers, &c. Each Volume Rs. 2, Post 1½ Anna.

Solutions of 642 very important Examples in Arithmetic, Algebra and Geometry. For Entrance and Preparatory Classe. Re. 1, Post 1 Anna.

Solutions of over 300 typical Examples in Trigonometry Eor F. A. Students Re. 1-8, Post 1 Anna.

BY V. P. Post 1 ANNA EXTRA. TO BE HAD OF THE MANAGER "INDIAN ECHO," OFFICE 106, UPPER CIRCULAR ROAD, CACLUTTA.

---

কোহিনুর।

হিন্দু-মুসলমানে সম্প্রীতি—জাতীয় উন্নতি এবং জাতীয় সাহিত্যের কল্যাণ কামনায় প্রচারিত। বঙ্গ-সাহিত্যের প্রখ্যাতনামা হিন্দু-মুসলমান লেখকবৃন্দ নিয়মিত লিখিয়া থাকেন। লেখক সম্মিলনে—প্রবন্ধ গৌরবে—সাহিত্য চর্চ্চায় এবং চিত্র নৈপুণ্যে ইহা প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্র। ছবি, ছাপা ও কাগজ প্রভৃতি অত্যুৎকৃষ্ট। দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়। প্রায় সকল মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রে বিশেষ প্রশংসিত। হিন্দু-মুসলমানে সম্প্রীতি উদ্দেশ্যে সাহিত্য প্রচার—এই প্রকার উদ্যম আমাদের দেশে নূতন। স্বদেশ হিতৈষী সাহিত্যানুরাগী মহোদয়গণের অনুকম্পা সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনীয়। অগ্রিম, বার্ষিক মূল্য ২৲ অর্দ্ধবর্ষপক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র। বৈশাখ হইতে ৬ষ্ঠ বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে।—ম্যানেজার কোহিনুর।

কোহিনুর-সাহিত্য-সমিতি—পাংশা বেঙ্গল।

## মৃত্তিকা পরীক্ষা।

যে কোন জমি পরীক্ষা করিতে হইলে তাহার কোন স্থান হইতে ৯"×৬"×৬" ইঞ্চ পরিমিত মাটী লইয়া একটী কাঠ কিম্বা কাগজের বাক্সে পুরিয়া পাঠাইতে হইবে যেন মাটীর চাপটী ভাঙ্গিয়া না যায়। সারের নমুনা কাগজে মুড়িয়া পাঠাইলেই চলে। সার ও মৃত্তিকা পরীক্ষার্থ মেম্বরগণের পক্ষে নিম্নলিখিত রূপ ব্যয় নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

মৃত্তিকার আংশিক বিশ্লেষণ অর্থাৎ তাহাতে কর্দ্দম, বালি জান্তব বা অন্যান্য কি পদার্থ আছে কি প্রকারে বা সেই মৃত্তিকার উন্নতি সাধন হইতে পারে। ৮৲

মৃত্তিকার বিশেষ বিশ্লেষণ অর্থাৎ কি পরিমাণে উক্ত পদার্থ সকল আছে ইত্যাদি অনুপুঙ্খরূপ পরীক্ষা। ২৫৲

এতদ্ব্যতীত মেম্বরগণ বৃক্ষ, লতা, গুল্মাদির ফলফুলসমেত একটী বা দুইটী ডাল পাঠাইলে তাহার নাম নিশ্চয় করিয়া দেওয়া হয়। ব্লটিং কাগজের ভিতর রাখিয়া অল্পে অল্পে চাপিয়া মোড়ক করিয়া স্যাম্পল ডাকে পাঠাইলে উক্ত নমুনা অনেকটা অবিকৃত অবস্থায় পৌছিতে পারে।

ক্ষেত্রে কীটাদির উপদ্রব হইলে সেই ক্ষেত্র হইতে দু একটী কীট ধরিয়া পাঠাইলে সে গুলি কি জাতীয় কীট এবং কি উপায়ে বা সেই আপদ প্রতিকার হইতে পারে বলিয়া দেওয়া হয়।

---

আই, জি, এ, ইন্সেক্ট কিলার

বা

উদ্যান ও কৃষিক্ষেত্রের ফসল নষ্টকারী যাবতীয় কীট, পতঙ্গ নষ্ট ও ক্ষেত্র হইতে দূরীভূত করে। পোকার হাত হইতে রক্ষা পাইতে ইচ্ছা করিলে প্রত্যেক উদ্যান পালকের ও কৃষকের এক কৌটা বটীকা ঘরে রাখা আবশ্যক।

একটী বটীকা /১ সের জলে গুলিয়া যে আরক প্রস্তুত হইবে, তাহা পিচকারি দিয়া ক্ষেতে বা বাগানে ছড়াইলে পোকা তৎক্ষণাৎ সে স্থান পরিত্যাগ করিবে।

ইহাতে গাছ নষ্ট হয় না বা ফুল ফল বিকৃত হয় না, অতি অল্প আরকে কাজ হয় বলিয়া ইহা ঐ প্রকারের সকল আরক অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও সস্তা।

এক কৌটা ১২ বটীকা ৸০, ২৪ বটীকা ১।০ টাকা। প্যাকিং ও মাশুল ৵০ স্বতন্ত্র লাগে।

# ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন

১৪৮, বউবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

## গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে বপনোপযোগী সব্জী ও ফুল বীজ।

প্রতি প্যাকেট ৵৹। অর্দ্ধ প্যাকেট /৹।

| | |
|---|---|
| লাউ লম্বা ও গোল | আউন্স ৹ |
| সীম মিশ্রিত | " ৵৹ |
| " বরবটী | " ৵৹ |
| " লবিয়া | প্যাকেট ।৹ |
| " মাখন | আউন্স ৶৹ |
| " সুগার বীন | প্যাকেট ।৹ |
| টেপারি—প্যাকেট ।৹ | আউন্স ১৲ |
| লঙ্কা—লম্বা বড় | প্যাকেট ।৹ |
| " সিলেশ্চিয়াল খুব ফলে | " ।৹ |
| " ছোট চিলি | " ।৹ |
| লঙ্কা—মিশ্রিত বিলাতি | প্যাকেট ॥৹ |
| " " দেশী | " ।৹ |
| শসা—এমারল্ড, লংগ্রীণ ইত্যাদি | |
| নানারকম মিশ্রিত | তোলা ।৹, আউন্স ॥৹ |
| ফুলকপি—পাটনাই, আষাঢ় শ্রাবণ মাসে বপন করিতে হয় | প্যাকেট ।৹ |
| | তোলা ॥৵৹ |
| বেগুণ—আউসে মুক্তকেশী | তোলা ।৹ |
| " পৌষে মুক্তকেশী | " ।৹ |

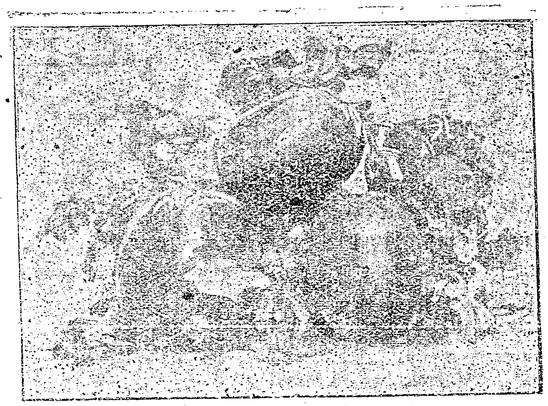



কাটাশূন্য বড় বেগুণ—ওজনে এক একটা ছয় সের পর্য্যন্ত হয়। এদেশে গাছ করিয়া বীজ রাখা—ইহাতে ফলন অধিক দাঁড়াইয়াছে। " তোলা ৸৹



| | |
|---|---|
| ভুট্টা—নানারকম চৈত্র ও বৈশাখ মাসে রোপণ করিত হয় | পাউণ্ড ৸৹ |
| করলা—বড় | আউন্স ।৹ |
| উচ্ছে— | " ৵৹ |
| ঢেঁড়স—নানা জাতীয় দেশী | তোলা ৵৹ |
| " এমেরিকান | " ।৹ |
| চিচিঙ্গে—সাদা ও কাল | প্যাকেট ৵৹ |
| স্কোয়াস বা বিলাতি কদু | " ।৹ |
| চালকুমড়া— | আউন্স ।৹ |
| বিলাতি কুমড়া বা ডিমলা— | " ৵৹ |
| বর্ষাতী মূলা— | " /৹ |
| | আউন্স ৵৹ |
| শাক—চাঁপা, লাল শাক, পল্লনটে, আউন্স | ৶৹ |
| " ডেঙ্গো মিষ্ট লাল | " ৶৹ |
| " কাটোয়া সাদা | " ।৹ |
| " পাট, পুই ইত্যাদি | প্যাকেট /৹ |
| শাকালু— | পাউণ্ড ॥৹ |
| ঝিঙ্গা—পালা ও ভুঁই ও ধুন্দুল | প্যাকেট ৵৹ |
| | আঃ ৶৹ |
| দেশী সব্জী বীজ— | |
| প্যাক 'ক' বাছাই ১৮ রকম | ১৵৹ |
| " 'খ' ২৪ রকম | ২।৹ |
| " 'গ' ৩০ রকম পরিমাণে অধিক | ৪॥৹ |

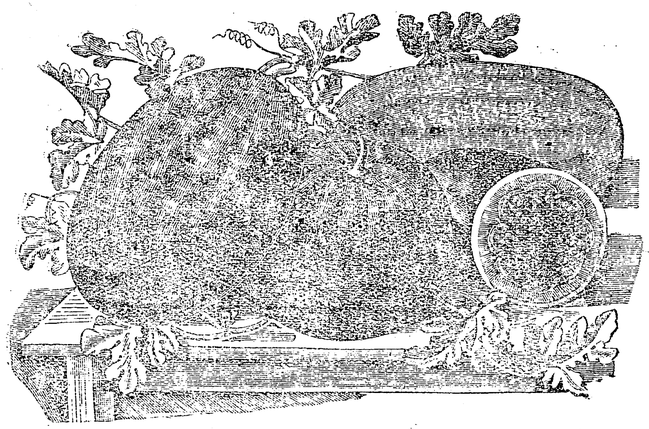



বপনের সময় মাঘ ও ফাল্গুন।

| | |
|---|---|
| তরমুজ—ট্রায়াম্ফ—এক একটা ১ মণ পর্য্যন্ত হয়। | তোলা ॥৹ |
| " —ট্রাভলার—খাইতে সুমিষ্ট, উৎকৃষ্ট জাতীয়। | তোলা ॥৹ |
| " —দেশী—নানাজাতীয় | " ।৹ |

---

কার্পাস প্রসঙ্গ (সচিত্র)।—শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত প্রণীত। ভারতবর্ষে কার্পাস চাষসম্বন্ধে জানিবার ও শিখিবার যাবতীয় বিষয় সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। দাম ।৹ আনা। চারি আনার ডাকটিকিট পাঠাইলে বেয়ারিং ডাকে বই পাঠান যায়।

নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ছাপা হইয়াছে, অতি সত্বর পত্র লিখুন।

ম্যানেজার, ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন, ১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

| | |
|---|---|
| কাঁকুড়, ফুটী, গুড়মী | তোলা ।০ |
| খরমুজা (লক্ষ্ণৌ) | প্যাকেট ৵০ |

প্রত্যেক সবজী বীজের প্যাকেট ৵০ ;
অৰ্দ্ধ প্যাকেট ✓০ ।

| | |
|---|---|
| আয়কর বৃক্ষের বীজ—শিশু, সেগুণ, কৃষ্ণচূড়া, শিরিশ | প্যাকেট ।০ আনা |
| মেহগ্নী, ইউকালিপটস্ | ” ॥০ আনা |

আদা, হলুদ, এরোরুট প্রভৃতি মূলের অধিক পরিমাণে আবশ্যক হইলে সুবিধা দরে পাওয়া যায়

| | |
|---|---|
| খুচরা—এরোরুট | পাউণ্ড ॥০ |
| আদা | ” ।০ |
| হলুদ | ” ৵০ |
| তুলা—সি আইল্যাণ্ড, এলেন্স্ হাইব্রিড প্রভৃতি এমেরিকার তুলা বীজ | পাউণ্ড ২৲ টাকা |
| ব্রোচ, কানপুর প্রভৃতি দেশী তুলা বীজ | পাউণ্ড ১॥০ টাকা |
| পেঁপে বীজ—বোম্বাই | প্যাকেট ।০ |
| এমেরিকান | ” ॥০ |
| গবাদি পশুর খাদ্য— গিনি ঘাস— | পাউণ্ড ২৲ |
| জোয়ার— | ” ।০ |
| নিয়াসা প্রভৃতি ঘাস | ” ২৲ |

ফুলবীজ—(বপনের সময় মার্চ্চ মাস হইতে জুলাই) এমারান্থস্, বালসাম, ক্যানা, কস্মস্, ক্লিটোরিয়া, কনভলভিউলস্, ডালিয়া, ধুতরা, গিলার্ডিয়া, পিঙ্কা, আইপোমিয়া, মিরাবিলিস্, জালাপা, মেরিগোল্ড, প্যাসিফ্লোরা, পর্টুলাকা, জিনিয়া প্রভৃতি ফুল বীজ প্রতি প্যাকেট ।০
অৰ্দ্ধ প্যাকেট ৵০

| | |
|---|---|
| বাছাই করা ১০ রকমের | প্যাকেট ১৵০ |
| ” ২০ রকমের | ” ২।০ |

কাঁটাযুক্ত বেড়ার বীজ—তোলা ৵০ ; ২॥০ তোলা ।০ ; পাউণ্ড বা অৰ্দ্ধ সের ২॥০ টাকা।
ডাকমাশুল স্বতন্ত্র দিতে হয়।

এক বৎসরে দুর্ভেদ্য বেড়া হয়। ২॥০ তোলা বীজে এক লাইন করিয়া বসাইলে ৬৬ ফুট বেড়া হয়। বিশেষরূপ ঘন বেড়াব আবশ্যক হইলে দুই লাইন করিয়া বীজ বসান উচিত। বীজগুলি নিম্ন প্রদর্শিত নিয়মানুসারে জুলি কাটিয়া ৯ ইঞ্চ অন্তর বসাইতে হয়। দুইটী জুলির মাঝেও ৯ ইঞ্চ ব্যবধান থাকা আবশ্যক।

## কার্পাস চাষ।

একখানি ক্ষুদ্র পত্রিকা।
বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগের সহকারী ডিরেক্টার
শ্রীনিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

সংক্ষেপে তুলা চাষের কতকগুলি বিশেষ উপদেশ ইহাতে দেওয়া আছে। ✓০ আনার ডাকটিকিট পাঠাইলে পাওয়া যায়।

"কৃষক" অফিসে পত্র লিখুন।

বিশেষ কথা।—তুলা চাষের যে কয়খানি পুস্তক বাহির হইয়াছে, সকল গুলিরই বিশেষত্ব আছে। সুতরাং একখানি লইলে অন্য খানি আবশ্যক নাই বলিয়া মনে করি না ; সকলগুলিই আবশ্যক।

## তুলা চাষ।

(সচিত্র)

বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগের সহকারী ডিরেক্টার
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

যাঁহারা তুলাচাষে নূতন ব্রতী হইতেছেন, তাঁহাদের এইরূপ একখানি পুস্তকের নিতান্ত আবশ্যক। মূল্য ।০ আনা মাত্র।

চারি আনার ডাকটিকিট সহ নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন—

ম্যানেজার, ...
ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন,
১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।





## পাতা বাহার বিলাতি তাল।

চায়না পাম (পাতায় সুন্দর পাখা হয়)
প্রত্যেক ॥০ ডজন ৫॥০

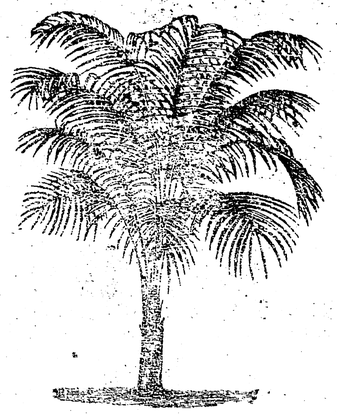

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| কেন্টিয়া ম্যাকার্থুরি সুন্দর ঝাড় হয় | ” | ॥০ | ” | ৫৲ |
| এরেকা ছেটিস্যান্স্ অতি সুন্দর | ” | ১॥০ | ” | ১৫৲ |
| ” ম্যাণ্ডাগ্যাসকরেন্সিস | ” | ১৲ | ” | ১২৲ |
| প্রিচার্ডিয়া (পামের রাজা) গ্রাণ্ডিস্ | ” | ২॥০ | ” | ২৫৲ |

প্যাকিং ও মাশুল স্বতন্ত্র দিতে হয়। গাছ ভিঃ পিঃ তে পাঠান হয় না। অর্ডারের সঙ্গে টাকা পাঠাইতে হয়।

## নানা জাতীয় ডালিয়ার মূল।

বিভিন্ন বর্ণের সুন্দর সুন্দর ফুল হয়।
মূল্য প্রতি ডজন ৫৲ টাকা।
প্যাকিং ও ডাক মাশুল স্বতন্ত্র দিতে হয়।
অর্ডারের সঙ্গে টাকা পাঠাইতে অনুরোধ করি।

**ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন,**
১৪৮ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শিশুগণের স্বাস্থ্য, কিসে ভাল থাকে এ বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

যদি শিশুগণের কোন প্রকার খেতগেঁতে হইয়াছে দেখ বা তাহাদের ক্ষুধামন্দ্য হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় তবে কাল বিলম্ব না করিয়া

## স্কটস্ ইমলসন

খাইতে দিবে কয়েক ফোঁটা করিয়া দুধের সহিত খাওয়াইলে অনেক উপকার হইবে। তাহার স্ফূর্ত্তি হইবে, তাহার লাবণ্য ফুটিবে, তখন জানিবে যে তাহার স্বাস্থ্য ভাল হইয়াছে।



Always get the Emulsion with this mark—the Fishman —the mark of the "Scott" process!

হস্ত দ্বারা স্পৃষ্ট নহে।

সকল ঔষধালয়ে প্রাপ্তব্য।

স্কট এণ্ড বাউন লিমিটেড,
ম্যানুফ্যাকচারিং কেমিষ্টস্,
লণ্ডন, ইংলণ্ড।

জেলের ছবিযুক্ত এই বাকা দেখিয়া লইবেন।

TRACING LAMINATED.

## জগদ্বিখ্যাত কেশরঞ্জন তৈল।

### কেশরঞ্জন [illegible] জন্য

[illegible] শিরো[illegible] শিরোঘূর্ণন [illegible] ও মনের [illegible] কোন তৈল [illegible] নিবারিত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে [illegible] "কেশরঞ্জন" তাহার উৎকৃষ্ট ঔষধ [illegible] —চুল উঠিয়া যাইতেছে [illegible], অকালে চুল পাকিতেছে [illegible] ও বিবর্ণ হইয়াছে [illegible]

[illegible] ব্যবহার করিবেন চুলের [illegible]

[illegible] অধিক অধ্যয়ন, অধিক [illegible] বা [illegible] প্রভৃতিতে [illegible] অবসর না পান অত্যধিক [illegible] সর্ব্বদা ক্লান্ত হইয়া পড়েন [illegible] কেশরঞ্জন নিত্য ব্যবহার করিবেন [illegible]

এক শিশির মূল্য এক টাকা মাত্র।
মাশুলাদি ।/০ আনা।
তিন শিশি ২।০ টাকা। ডাঃ মাঃ ।৶০ আনা।

## অবলার জীবন রক্ষা করুন।

লজ্জার জন্য বঙ্গ রমণী জগতের মহিলাকুলের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়া আছেন। যে রোগে তাঁহার [illegible] নষ্ট করিতেছে, জীবনকে আশাশূন্য করিয়াছে, প্রাণে নিরাশার উদাস ভাব আনিয়া দিয়াছে, [illegible] বিষময় করিয়া তুলিয়াছে, [illegible] নীরবে এই সকলের কারণভূত এই রোগের যাতনা সহ্য করিয়া থাকিবেন, তথাচ মুখ ফুটিয়া কাহাকে রোগের কথা বলিবেন না। চিকিৎসক [illegible] কথা—তাঁহার [illegible] কথা জানিতে পারেন না। এই সমস্ত গোপনে পুষ্ট, অপরিব্যক্ত, অচিকিৎসিত রোগে কতই না অমঙ্গল ঘটিতেছে! একপক্ষে জীবন নাশ ও পক্ষান্তরে বন্ধ্যাত্ব—ইহার কি কোন প্রতিকার নাই?

আমাদের "অশোকারিষ্ট" অনেক আশাহীন [illegible] রোগীকে মৃত্যুমুখ হইতে [illegible] সীমায় পৌঁছাইয়া দিয়াছে। [illegible] প্রধান উপকরণ। কষ্টরজ ও [illegible] সম্বন্ধে [illegible] ইহা অমোঘ ও [illegible] করিলে বাধক, রক্তোবিকার, [illegible] দুর্ব্বলতা, উদরের বেদনা প্রভৃতি [illegible] প্রশমিত হইয়া থাকে। [illegible] করিলে দুরারোগ্য ভীষণ [illegible] হইয়া অকালে প্রাণ-বিনাশের [illegible] আপনার মহাভ্রম—[illegible] ব্যাধির একমাত্র মহৌষধ "অশোকারিষ্ট" থাকিতে আপনি অন্য ঔষধ ব্যবহারে সময় নষ্ট করেন [illegible] অশোকারিষ্ট ব্যবহার করিতে দিন, [illegible] জীবন রক্ষা করুন।

এক শিশি [illegible] মূল্য ১।০ টাকা। মাশুলাদি ৶০ আনা।

গবর্ণমেণ্ট মেডিকেল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত
**শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজ।**
১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।


TRACING LAMINATED.